ইরানের বুলবুল
হাফেজ শিরাজী

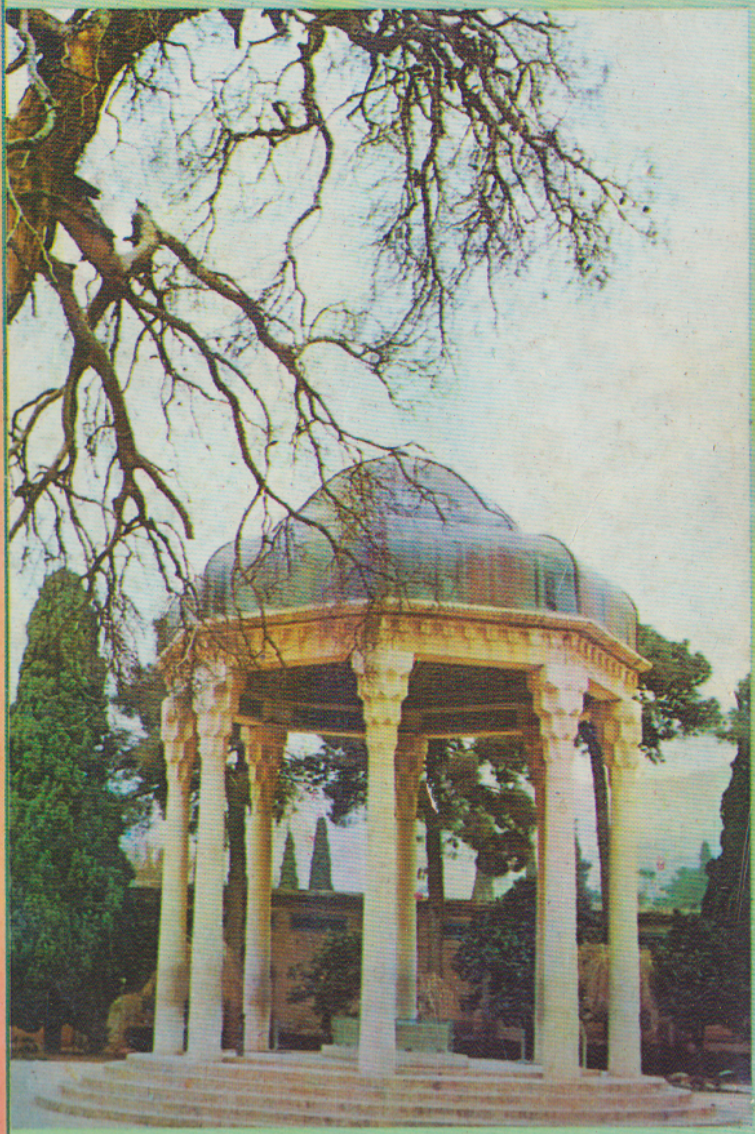

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী

www.pathagar.com

ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী

মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী
পরিচালক
ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী

প্রকাশকাল
বৈশাখ ১৩৯৭ বাংলা,
শাওয়াল ১৪১০ হিজরী,
মে-১৯৯০ ইংরেজী,
উর্দিবেহেশ্‌ত ১৩৬৯ ফার্সী।

প্রকাশনায়ঃ
ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমীর পক্ষে-
সাইফ উদ্দীন ইয়াহ্‌ইয়া
৪৪ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

মূল্যঃ শোভন- ২৫·০০ টাকা
সুলভ- ২০·০০ টাকা

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রচ্ছদঃ ইরানের শিরাজ নগরীতে অবস্থিত কবি হাফেজের মাজার

মুদ্রণঃ তিতাস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
২৩, যদুনাথ বসাক লেন,
টিপুসুলতান রোড, ঢাকা-১১০০

بلبل ايران خواجه شمس الدين محمد حافظ
شيرازى - تاليف محمد عيسى شاهدى
مدير المعهد البحوث والتربية الاسلامية
٤٤ پورانا پلتن، داكا-١٠٠٠ بنگلادش

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহসান
জাতীয় অধ্যাপক
৬০/১ উত্তর ধানমন্ডী, ঢাকা
ফোন ঃ বাসা ৩১৬৬৮৯, ৩১৩০৭৬

বাণী

তারিখঃ৭-৫-৯০

বিশ্ব বরেণ্য কবি 'হাফেজ' এর উপর জনাব মুহাম্মদ ঈসা শাহেদীর রচিত " ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী" শীর্ষক বইটি পড়ে আনন্দ পেলাম। তিনি এই ক্ষুদ্র পরিসরে কবি হাফেজকে মূল্যায়ন করার প্রয়াস পেয়েছেন। কবি হাফেজ বাংলাদেশে যথেষ্ট জনপ্রিয় ও সমাদৃত। বাংলা সাহিত্যে কবি হাফেজের মাধ্যমেই সুফীবাদ এসেছে। জানা যায়, সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ্ কবি হাফেজকে বাংলায় আসার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

বই এর ভাষা সহজ সরল ও প্রাণবন্ত হওয়ায় বইটি পাঠক হৃদয়কে আন্দোলিত করবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি তাঁর সাফল্য কামনা করি।

—সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
লেখকের আরজ	১
বিরহের রজনী	৩
শিরাজের পথে আকাশের বুকে	৫
শিরাজের মাটিতে	৭
শেখ সা'দীর (রহ) মাজারে	১০
বাবাকুহীর সন্ধানে	১৩
হাফেজ ও বাবাকুহী	১৬
বাবাকুহীর দরগায়	১৮
বুলবুলিদের গুলবাগিচায়	২১
হাফেজকে যে চিনতে হবে	২৪
বুলবুলিদের স্তুতিগান	২৭
প্রেমের সম্মেলন	৩০
কম্পিউটারে ভাগ্যলিপি	৩৩
অদৃশ্য জগতের কণ্ঠস্বর	৩৬
বাংলার প্রতি হাফেজের উপঢৌকন	৪০
বাংলা সাহিত্যে হাফেজ	৪৩
যে যুগে হাফেজের কাব্যচর্চা	৪৭
গ্যেটে ও হাফেজ	৫০
খাজা হাফেজ সম্পর্কে আরো তথ্য	৫৪
তৈমুর লং ও খাজা হাফেজ	৫৮
এক নজরে হাফেজ শিরাজীর জীবন	৬১
দিওয়ানে হাফেজের তিনটি গজল (উচ্চারণ ও ব্যাখ্যা)	৬৬
তোমার প্রতীক্ষায় (কবিতা)	৭৪

www.pathagar.com

লেখকের আরজ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহ্‌মাদুহু ওয়ানুছাল্লী ওয়ানুছাল্লিমু আলা রাসূলিহিল করীম।

১৯৮৮ সালের নভেম্বরের প্রথম ভাগ। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে দাওয়াত পেলাম শিরাজ সফরের। কবি ও কবিতার নগরী, ইতিহাসের কিংবদন্তী, স্বপ্নপুরি শিরাজ। পারস্যের বুলবুল খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজী (রহঃ) এর ৬০০ তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে শিরাজ নগরীতে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক সম্মেলন। মনটা একবার নেচে উঠলো পরম আনন্দে। বিশ্ববিখ্যাত অমর কথাশিল্পী শেখ সা'দী (রহঃ) ও বিশ্ব নন্দিত গজল গায়ক হাফেজ শিরাজী (রহঃ) এর জন্মভূমি ইরানের প্রাচীনতম নগরী শিরাজ। এখনো তারা সেই শিরাজে চিরনিদ্রায় শায়িত। তাই এই দাওয়াতকে সৌভাগ্য হিসেবে বরণ করে নিলাম।

দাওয়াত পেয়ে খাজা হাফেজ শিরাজী ও শেখ সা'দীর জীবনী সম্পর্কে কিছু লেখার চিন্তা উদিত হলো মনের আকাশে। কিন্তু এই কন্টকাকীর্ণ গোলাপ কাননে বিচরণ করার প্রয়োজনীয় হাতিয়ার যে আমার নেই। তাই স্থির করলাম, সম্মেলনে পাঠিত প্রবন্ধগুলোকে সম্বল করেই লিখব। কিন্তু ৪ দিনব্যাপী বিরাট সম্মেলন চলাকালে কোন প্রবন্ধই ছাপিয়ে বিলি করা হয় নি। এই ফাঁকে তেহরান থেকে প্রকাশিত 'কেইহানে ফারহাঙ্গীর' একটি মনোজ্ঞ সংখ্যা হাতে পেলাম। ফার্সী ভাষার এই শিল্প ও সাংস্কৃতিক ম্যাগাজিনটি খাজা হাফেজের স্মরণে সমৃদ্ধ সংখ্যা হয়ে বাজারে আসে। পত্রিকাটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাফেজ আর হাফেজ। ঢাকায় কবিতা কেন্দ্রের উদ্যোগে কবি হাফেজের স্মরণে অনুষ্ঠিত সেমিনারের বিস্তারিত বিবরণসহ নিউজ লেটারের একটি কপিও হাতে পেলাম তেহরানেবসে।

ঢাকার দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত হাফেজের জীবনী সম্পর্কে একটি প্রবন্ধও পেয়ে গেলাম ওসময়। তেহরানের বাজার থেকেও হাফেজ সম্পর্কে বেশ কিছু পত্রিকা ও বই সংগ্রহ করা সম্ভব হলো। এ ছাড়া ফরিদ ভায়ের খাজা হাফেজ সম্পর্কিত গবেষণা কর্মের পান্ডুলিপিটিও দিলেন আমাকে তথ্য সংগ্রহের জন্যে। পাশ্চাত্য জগতে হাফেজের প্রভাব সম্পর্কেও একটি মূল্যবান প্রবন্ধ পেলাম ইরানের এক ম্যাগাজিনে। এসব মিলিয়ে আমার সফর অভিজ্ঞতাসহ এ বইখানি বাংলাভাষী ভাইবোনদের দস্ত মোবারকে অর্পন করলাম।

শেখ সা'দী (রহঃ) এর জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলেও সময়

www.pathagar.com

এখন অনুমতি দিচ্ছে না। তবে তাঁর পবিত্র মাজারে দাঁড়িয়ে মনের আবেগ প্রকাশের বর্ণনা রয়েছে এ বইতে যথাস্থানে।

ধারাবাহিক প্রবন্ধ আকারে বইখানি লেখার পেছনে যার গোপন ইশারা বিশেষভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে, তিনি হলেন চট্টগ্রামের দৈনিক নয়া বাংলার কার্যনির্বাহী সম্পাদক ভাই সদরুদ্দীন মুহাম্মদ এনামুল কাদের। ইতিপূর্বে ইরানে হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (রহঃ) এর মাযার যেয়ারতকে উপলক্ষ করে লেখা ৯টি প্রবন্ধ তিনি নয়াবাংলায় ছাপিয়ে দেন। এ সুসংবাদ জানিয়ে তিনি তেহরানে লিখেছিলেন, " আপনার প্রবন্ধগুলো পাঠকমহলে সমাদৃত হয়েছে। লেখার জন্য মোবারকবাদ। ভবিষ্যতে আরো লিখবেন– এই অনুরোধ রইল।" এই একটুখানি অনুরোধই বিরাট বই লেখার প্রেরণা যোগায়। নয়া বাংলাকে দেয়ার উদ্দেশে খন্ড খন্ড করে লেখা হয়েছিল পুরো বই। তেহরান থেকে ডাকযোগে বইখানি পেয়ে এনামুল কাদের ভাই পত্রিকায় যত্নসহকারে ছাপিয়ে আরো কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

বইটির ছাপার কাজ যখন শেষ পর্যায়ে তখন বাংলাদেশে ইরানী কবির জীবনী প্রকাশের সংবাদটি ঢাকায় অবস্থানরত ইরানী ভাইদের কাছেও পৌঁছে যায়। সংবাদ শুনে ফারসী সাহিত্যের অমর শিল্পী হাফেজ শিরাজীর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন হিসেবে একটি লেখা উপহার দেন ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল এ্যাটাচী জনাব এইচ, আলী মাদাদী। তাঁর মূল্যবান লেখাটির মধ্যে এ বইয়ের সার কথাগুলো সংক্ষেপে ফুটে উঠেছে বলে আমার বিশ্বাস। এ জন্যে বইয়ের শেষভাগে "এক নজরে কবি হাফেজের জীবন ও সাহিত্যকর্ম" শিরোনামে লেখাটি পাঠক মহলকে উপহার দিলাম। লেখাটির জন্যে জনাব আলী মাদাদীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এ বই লেখার ও ছাপার কাজে আরো যাঁদের সহায়তা পেয়েছি তাদের কাছে অকুণ্ঠে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইতে প্রদত্ত উদ্ধৃতিসমূহের তথ্যসূত্র যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। কাঁচা হাতের লেখা সম্পর্কে সুধীমহলের মতামত ও গঠনমূলক সমালোচনা পেলে আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হব।

ইয়া আল্লাহ!

তোমার অদৃশ্য জগতের প্রেমের রহস্য নিয়ে গজলগায়ক শ্রেষ্ঠতম কবির জীবন চরিত লেখার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস দয়া করে তুমি কবুল করো। বিনিময়ে তোমার দরবারে তোমার রহমতের সামান্য ইশারার আর্তি জানাই। কবিতা ও সাহিত্যের যে সুপ্ত প্রতিভা তুমি দিয়েছ, তার মর্যাদা আগে না বুঝলেও এখন বুঝতে পারছি। তোমার রহমতের স্নিগ্ধ সমীরণের পরশ দিয়ে সেই ঘুমিয়ে পড়া ফুলকে আবার জাগিয়ে দাও।

বিনীত–
মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

www.pathagar.com

বিরহের রজনী

সারারাত যেন স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছি। দীর্ঘ বিরহের পর প্রিয়জন এসে দরজায় নাড়া দেবে আর তার মধুর স্বরে আমাকে নাম ধরে ডাকবে, এরূপ এক আশার প্রদীপ জ্বেলে রেখেছিলাম সারারাত মনের গৃহে। এরূপ স্বপ্ন শৈশব থেকেই দেখে আসছি। যেদিন থেকে পারস্যের বুলবুল হাফেজ শিরাজী আর গুলিস্তান ও বুস্তানের মালী শেখ সা'দীর নাম শুনেছি, সেদিন থেকেই শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ফুল দিয়ে সাজানো দু'টি সোনালী আসন পেতে রেখেছি হৃদয় কাননে। তাঁদের নাম স্মরণ করতেই মানসপটে ভেসে উঠত ফার্সী সাহিত্যের লালনভূমি শিরাজের কাল্পনিক ছবি। ছোট বেলায় রাতের প্রথমভাগে গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে আয়োজিত মীলাদ মাহফিলে যখন মাওলানা সাহেব ফার্সী বয়েত আবৃত্তি করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন, তখন কবিতার মর্ম না বুঝলেও এর ছন্দ-ভঙ্গিতে বিগলিত হত আমার মনও। আস্তে আস্তে যখন জানতে পারলাম আমাদের দেশের ধর্মীয় মাহফিলে ওয়ায়েজিনে কেরামের কণ্ঠে ধ্বণিত কবিতাগুলোর লেখক 'শেখ সা'দী', হাফেজ শিরাজী, মাওলানা রুমী ও অন্যান্য ইরানী কবিগণ, তখন ইরানকে ভাবতাম ফুল ও বুলবুলের দেশ হিসেবে। রূপ ও সৌন্দর্যের সব মাধুরী আর মানবাত্মার সব শিল্পকীর্তি যেন আল্লাহর পক্ষ হতে লিখে দেয়া হয়েছে ইরানের ভাগ্যলিপিতে। আরো বড় হয়ে যখন জানলাম,কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার বুলবুল নজরুল আর ফররুখের মতো আমাদের জাতীয় কবিরাও আত্মহারা ছিলেন পারস্যের রূপ কাননের বুলবুলদের প্রেমের গানে, তখন আমার বেরসিক প্রাণও পাগল হয়ে ওঠে রুমী, সা'দী, ফেরদৌসী, রুদকী, ওমর খৈয়াম, হাফেজ, জামী ও আত্তারের দেশ ইরানের জন্যে। ইরানের প্রতি এই আকর্ষণের সূত্র অনেক গভীরে প্রোথিত। রসূলে পাকের (সাঃ) শানে আশেকে রসূলদের যে অতুলনীয় কোরাসটি আমাদের ধর্মীয় মাহফিলকে গুলে গুলজার করে আর তাদের দেহ ও মনে মদীনায়ে মুনাওয়ারার প্রভাত সমীরণের পরশ বুলিয়ে যায়, সেটিও লিখেছেন ইরানের গৌরব শেখ সা'দী শিরাজী (রহঃ)। আমরাও রসূলে পাকের প্রেমে সিক্ত, আপ্লুত, মুগ্ধ হয়ে শেখ সা'দীর কণ্ঠে কণ্ঠ রেখে মদীনার রওযাকে মনের চোখে দর্শন করে একবার পাঠ করি-

بلغ العلى بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله

বালাগাল্ উলা বি কামালিহী কাশাফাদ্দুজা বি জামালিহী
হাসুনাত্ জামিউ খিসালিহী সাল্লু আলাইহি ওয়া আলিহী।

www.pathagar.com

সর্বোচ্চ শিখরে তিনি নিজ মহিমায়,
কাটিল তিমির তারি রূপের আভায়।
চরিত্র মাধুরী তাহার অতি মনোরম,
তাহার প'রে ও বংশ প'রে দরুদও সালাম।

সেই স্বপ্নের নগরী শিরাজে, শেখ সা'দী(রহঃ) ও খাজা হাফেজ শিরাজী (রহঃ)কে বুকে পেয়ে ধন্য রূপ নগরীতে কাল সকালে যাত্রা করব,এর চেয়ে সৌভাগ্য ও আনন্দ আর কী হতে পারে? আল্লাহর রহস্য জগতের গজল গায়ক, ফার্সী সহিত্যের বিস্ময় খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজীর ৬০০তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে সম্মেলন হচ্ছে কবির জন্মভূমিতে। পরশু শনিবার (১৯শে নভেম্বর ১৯৮৮) থেকে শুরু হয়ে ৪ দিন ধরে চলবে বিশ্বের হাফেজভক্ত কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য বিশারদদের এই সম্মেলন। সম্মেলনে যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে আল্লাহর দরবারে শোকরিয়া জানানোর ভাষা খুঁজে পাই নি। শৈশবের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়ে ইসলামী বিপ্লবের দেশ ইরানে আসার সৌভাগ্য হয়েছে সত্য; কিন্তু সময় আর সুযোগের সহযোগিতার অভাবে স্বপ্নের নগরী শিরাজ স্বপ্ন হয়েই রয়েছে এতদিন। অসংখ্য ভালবাসা আর ভক্তির গোলাপ নিয়ে সাজানো মালা দু'টি শেখ সা'দী ও খাজা হাফেজের মাজারে গিয়ে অর্পণ করার সৌভাগ্য হয়নি একবারও। দীর্ঘ ৬ বছর পর একেবারে দেশে ফেরার আগে শিরাজ গিয়ে তাদের চরণতলে ভক্তিমাল্য উপহার দেব, এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই ছিল। কিন্তু নিজে বাস্তব উদ্যোগ নেয়ার আগে শিরাজের আমন্ত্রণ আমাকে সত্যিই বিমুগ্ধ করেছে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি সাহিত্যিকগণ যাঁদের চরণে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য দূর-দূরান্ত সফর করে আসেন, সেখানে গিয়ে আমার মত প্রেমাসক্ত বোবা ভক্তিঅর্ঘ পেশ করতে পারব, এই চিন্তাই তো শিহরিত করছে ক্ষণে ক্ষণে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এসেছিলেন সুদূর বাংলা থেকে শিরাজ নগরীতে খাজা হাফেজের মাজারে শ্রদ্ধা জানাতে। আর এবার শুধু হযরত শেখ সা'দী ও হাফেজের মাজারেই যাওয়া হচ্ছে না জেয়ারতের উদ্দেশ্যে, তাদের সাজানো সাহিত্যের গুল বাগিচায় একটি আন্তর্জাতিক আসরও জমবে শিরাজ বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে। খাজা হাফেজের গজলগীতিতে মন্ত্রমুগ্ধ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সাহিত্য কাননের ভ্রমর বুলবুলিদের মিলন হবে সেই আসরে। তাদের গাওয়া গীতের সাথে কণ্ঠ মিলাতে না পারলেও সেই গীতের ছন্দ ও ঝংকারে মুগ্ধ অবশ্যই হতে পারবো। কবি, সাহিত্যিক ও গবেষকদের খাতায় নাম না থাকলেও তাদের গানের মাধুরী বিলানোর সেই সুযোগ আমার হবে। কারণ, রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠানের সংবাদদাতা হিসেবে আমার এই যাত্রা।

www.pathagar.com

শিরাজের পথে আকাশের বুকে

১৮ই নভেম্বর শুক্রবার। ইরান এয়ারের জাম্বো জেট যখন আমাদের বুকে নিয়ে তেহরানের মেহরাবাদ বিমান বন্দর থেকে উড়াল দেয়, তখন ভোর ৭টা। সূর্য তখনো আসন্ন শীতের নতুন কম্বলের আবেশ ছেড়ে চোখ কচলাচ্ছে। শিরাজের মেহমানদের বুকে পেয়ে বিমানটি যখন মোড় নিয়ে বায়ুস্তরে তার যাত্রাপথ স্থির করল,তখন যেন প্রভাত-রবি লালিমা আভায় বিশাল গগনে আমাদের অভিবাদন জানালো। মূহুর্তে নদীর ঢেউয়ের মতো আকাশের ভাসমান মেঘ খন্ডগুলো সূর্য রশ্মির আলিঙ্গনে আলো ঝলমল হয়ে উঠলো। আমাদের বিমান মেঘমালা ভেদ করে ওপরে উঠতেই মনে হলো, মাটির অতিথিদের জন্যে অপেক্ষমাণ খন্ডখন্ড মেঘের সারি দু'পাশে আনন্দ মিছিল করে দ্রুত সরে যাচ্ছে লজ্জায় পেছন দিকে।

মাটির বুকে দাঁড়িয়ে আকাশের মেঘমালাকে নিয়ে কতইনা কল্পনার জগত সাজিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় অস্তমান সূর্যের লালিমা আভায় পুলকিত মেঘমালাকে কল্পনা করেছিলাম প্রকৃতির নব বধুর গগনজোড়া শাড়ীর সাথে। কখনো বা বায়ুমন্ডলের পরীদের রূপালী দালানের সাথে কল্পনা করতে ভালবেসেছি সাদা সাদা মেঘ খন্ডকে। আবার ভরা বর্ষায় অজস্র পানির ঝর্ণা উৎস কালো কালো হিমালয় বলে ভয় পেয়েছি মাথার ওপরে। কিন্তু সেই মেঘমালা আজ আমাদের নীচে ,অনেক নীচে। যেন মাটির বুকে শুয়ে আছে কিংবা সন্ধ্যা বেলার চপল হাওয়ার মতো প্রশান্তির পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে গাছ-গাছালি, ঘর বাড়ির মাথা ছুঁয়ে।

মানুষ যখন আপনজন, আত্মীয় স্বজন ছেড়ে দূরদেশে প্রবাসী হয়,তখন কবি কিংবা ভাবুক না হলেও শত শত জিজ্ঞাসা তার মন মানুষটিকে জাগিয়ে তোলে। পৃথিবীর মাটি থেকে আলগা হয়ে মেঘের দেশ অতিক্রম করায় আমার মনের মানুষটিও যেন জেগে উঠলো আত্মিক চেতনায়। এ মূহুর্তে মনে পড়ল, মাদ্রাসা জীবনের শ্রদ্ধেয় ওস্তাদের স্মৃতি। চুনতি মাদ্রাসা হতে ফাজিল পরীক্ষা দেয়ার পর তিনি আরবী ব্যাকরণের বিশেষ দরস দিয়েছিলেন একটানা দু'মাস। এ দুমাস ছিলাম 'এক ওস্তাদের এক ছাত্র'। পরে কামিলে ভর্তি হওয়ার জন্যে চট্টগ্রাম শহরে আসার অনুমতি চাইলে বলেছিলেন-''যাও বাবা! ইনশাআল্লাহ আরবীতে আর ঠেকবে না। যদি সময় পাই, তোমাকে ফার্সী ভাষাও শিখিয়ে দেব।" সাহিত্যের শিরীন ভাষা ফার্সী শেখার আগ্রহ আমারও ছিল। কিন্তু ফার্সী না শিখেই যখন ফার্সীর দেশ ইরানে আসি, তখন সেই পরম শ্রদ্ধেয় পিতৃতুল্য ওস্তাদ মাওলানা মুহাম্মদ ফজলুল্লাহ্ সাহেব আর দুনিয়াতে নেই। দেশে গিয়ে চুনতির পাহাড়ে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম,'হুজুর! আপনার কাংখিত সেই ফার্সী এখন হাতেখড়ি করে এসেছি। দোয়া করুন যেন, ফার্সীর মধুর

www.pathagar.com

দরিয়ায় অবগাহন করতে পারি।' হয়ত ফার্সী ভাষা শিখিয়ে দেয়ার ওস্তাদের "সেই মুখের ইশারায় আজ আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আল্লাহ! তুমি তাঁকে তোমার জান্নাতে সুউচ্চ আসন দান কর।

শিরাজ পৌঁছার আগেই তো কল্পনার জগতে হারিয়ে যাচ্ছি। সেখানে গিয়ে হয়ত প্রেমের আকুলতায় মুখের ভাষাও হারিয়ে যাবে আর চোখের অশ্রুও শুকিয়ে যাবে। বিমান যেমন আমাদের নিয়ে আকাশের বুক চিরে উড়ছে,তেমনি মন পাখিও কল্পনার ডানায় ভর করে আমাকে নিয়ে নিরুদ্দেশে ঘুরছে।

যমীন আর আসমানের মাঝখানে এখন আমাদের অবস্থান। দরজা জানালাবদ্ধ বিশাল বিমানকে মনে হচ্ছে গণ কবরের মতো। ফারাক শুধু মানুষগুলো জীবিত। কবরে ঢোকার পর যেমন মানুষ বেরুতে পারবেনা–কবর নিজ থেকে উদগীরণ করার আগে, তেমনি এই বিমান অবতরণের আগেও আমাদের ছাড় নেই। খোদা না করুন, কোন দুর্ঘটনা ঘটলে তো আসল কবরের সাথে এই কবরের দরজা খুলে যাবে। পার্থিব জীবন শেষে মানুষ কবরে গেলে,ঊর্ধ জগতের এক ধাপ নিকটবর্তী হয়। তেমনি আজ যেন আকাশের বুকে এসে আল্লাহর এক ধাপ কাছে এসেছি। বিমানে ঢোকার আগে একদেশে, অবতরণের পর আরেক দেশে। যেখানকার রীতিনীতি অনেক কিছু আগের দেশের চাইতে ভিন্ন। কবরও তা'ই। ঢোকার আগে আমরা থাকি দুনিয়ার জীবনে। আর কবর থেকে বেরুবার পর হাজির হবো আখেরাতের জীবনে। মানুষের এ জীবন ও সফর কতই না সাদৃশ্যপূর্ণ।

সকালের নাস্তা এনে বিমানের ক্রুরা চিন্তার ফিতা ছিঁড়ে দিল। পাঠকরাও বিরক্তিকর আত্মগল্প থেকে নিস্তার পেলেন। আপনার প্রিয়তমার ঘরে ঢুকবার আগে বাইরে ঘুরতেই আনন্দ অধিক। ঘরে ঢুকলেই যে আবার বেরিয়ে আসার দুশ্চিন্তায় মন বিষিয়ে উঠবে। তাই আপনাদের নিয়েও কিছুক্ষণ শিরাজের বাইরে বিচরণ করলাম। ইনশাআল্লাহ এক ঘন্টা শেষ হতেই বিমানটি আমাদের নিয়ে ডিগবাজী খেয়ে শিরাজ অবতরণ করবে। যেখানে রয়েছেন বিশ্ব সাহিত্যের দু'জন অমর দিকপাল শেখ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী ও খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজী (রঃ)। তাঁদের আকর্ষণেই ৬শ' বছর পরও বিমানভর্তি কবি সাহিত্যিক ও গবেষকরা আজ শিরাজের পথে।

মনের পথে শিরাজ নগরী যতই নিকটবর্তী হচ্ছে, ততই হাফেজের স্মৃতি অধিক দেদিপ্যমান হচ্ছে। তৎকালীন বাংলার শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দীনের বাংলা সফরের আমন্ত্রণের জবাবে কবি হাফেজের পাঠানো কবিতাটি বারবার মনে পড়ছে

শেকার শেকান্ শাওয়ান্দ হামে তুতিয়ানে হিন্দ
যিন কান্দে পারছি কে, বে বাঙ্গালা মীরাওয়াদ।
মিষ্টিমুখ হোক ভারতের তোতারা সবাই
পারস্যের এ মিছরি যে আজ বাংলায় যায়।

www.pathagar.com

শিরাজের মাটিতে

তেহরানে শীতের প্রকোপ শুরু হলেও শিরাজে এখনো শরতের আমেজ কাটেনি। চার ঋতুর দেশ ইরানের 'ফার্স' প্রদেশের কেন্দ্র শিরাজের আবহাওয়া কখনো অস্বাভাবিক হয় না। শীতকালে যেমন শীতের প্রতাপ নেই , তেমনি গ্রীষ্মেও উষ্ণতার প্রচন্ডতা নেই । যাকে বলে নাতিশীতোষ্ণ। সম্ভবত এ কারণেই সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর আগেও এই শিরাজকে রাজধানী হিসেবে বাছাই করেছিল পারস্য সম্রাটরা।

ইরানের পুরোনো নাম পারস্য। ফার্সী পার্সকেই বলা হতো পারস্য । ফার্সী ভাষার নামকরণও হয়েছে পার্স অনুসারে। কালের বিবর্তনে 'প'এর উচ্চারণ এখন 'ফ'তে রূপান্তরিত হয়েছে। শিরাজ নগরী ইরানের যে প্রদেশের মধ্যমণি, তাকে এখনো বলা হয় উস্তানে ফার্স–ফার্স প্রদেশ। যে অঞ্চলের নামে ইতিহাসে পারস্য সাম্রাজ্যের খ্যাতি ছিল আর ফার্সী ভাষারও নামকরণ,সে অঞ্চলে আজ আমাদের আগমন। শিরাজের কৃতি সন্তান শেখ সা'দীও দোয়া করে গেছেন এই পার্সের জন্যে–

یا رب زباد فتنه نگه دار خاك پارس
چندانکه خاك رابود و باد را بقا۔

ইয়া রব যে বাদে ফিতনা নেগাহ্‌দার খাকে পার্স
ছান্দানকে খাকরা বুয়াদ ওয়া বাদরা বাকা।

"ফেতনার ঝড়ে বাঁচিও প্রভু প্রিয়ভূমি পার্স
যতদিন তুমি করিবে রক্ষা মাটি আর বাতাস।"

গুলিস্তান,ভূমিকা।

জুমাবার সকাল সোয়া আটটায় আমাদের বহনকারী বিমানটি শিরাজের মাটি স্পর্শ করার পর দরজা খুলতেই আমার বেরুবার পালা। কারণ,দরজার পাশেই ছিল আমার সীট। হঠাৎ অনুভব করলাম, ২৫ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় শিরাজের প্রভাতী হাওয়া আমাদের আলিঙ্গণ করে খোশ আমদেদ জানিয়ে গেল। দিওয়ানে হাফেজের পুষ্পশোভিত মোছল্লা আর ঝর্ণাবিধৌত 'রোকনাবাদে' স্বাগত জানিয়ে লেখা, প্রকৃতপক্ষে প্রেমময় আল্লাহকে হৃদয়ের গৃহে আমন্ত্রণ জানিয়ে লেখা কবি হাফেজের একটি কবিতার দু'টি চরণ টানিয়ে রাখা হয়েছে বিমান বন্দর ভবনের কপালে। খাজা হাফেজের এই আমন্ত্রণ আমাদের প্রেম ও ভক্তিকে আরেকবার নত করল তার স্মৃতির উদ্দেশ্যে–

www.pathagar.com

رواق منظر چشم من آشیانهٔ تست
کرم نما و فرود آ که خانه خانهٔ تست

রাওয়াকে মানজারে চেশ্‌মে মান্ আশিয়ানেয়ে তুস্ত
কারাম নামা ওয়া ফুরুদ আ কে খানে খানেয়ে তুস্ত।

'নয়নের বাতায়ন মোর শান্তির নীড় তোমারই
দয়া করো, নেমে এসো প্রিয় এ ঘর একান্ত তোমারই।'

শিরাজ আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের আনুষ্ঠানিকতা চুকিয়ে বাইরে যাবার পর আমরা ১০ সাংবাদিকের দলটি জড়ো হলাম এক জায়গায়। তেহরান হতে শিরাজ এসে অপেক্ষমাণ আমাদের সমন্বয়কারী ভাই কাসেমী আমাদের হেদায়াত করলেন হোটেলগামী গাড়ীতে।

সত্যি সত্যিই এখন আমি স্বপ্ন রাজ্যের রূপনগরী শিরাজে। একবার মন চাইল শিরাজের কোন অলিগলিতে হারিয়ে যাই। গাড়ী আমাদের নিয়ে চলল হোটেলের দিকে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন শুক্রবারের সকাল বেলা। শান্ত নগরী শিরাজের মানুষগুলোকেও মনে হচ্ছে শান্ত, সরল ও অকৃত্রিম। তেহরানের রাস্তা ঘাটের ব্যস্ততা, ট্রাফিক জট, গাড়ীর গুঞ্জরণ শিরাজে নেই। শান্তির দুই পাখি সা'দী ও হাফেজকে বুকে নিয়ে শান্তির নীড়ে পরিণত হয়েছে শিরাজ। পথের দু'ধারে সমান ব্যবধানে দন্ডায়মান সবুজ বৃক্ষ, অনুচ্চ দালান সারি আর কবি হাফেজের মাজারের ছবি খচিত পোষ্টার যেন আমাদের অভিবাদন জানাচ্ছে হাফেজের হয়ে। এর ফাঁকে বারবার উঁকি দিয়ে দেখছি প্রিয়জনের স্মৃতিটি হঠাৎ চোখের সামনে হাজির হয় কিনা। কিন্তু না, সা'দী ও হাফেজ শহরের কোলাহলের অনেকটা বাইরে। হোটেলে যাবার পথে তাদের মাজারের দেখা হবেনা। কিছুক্ষণ পর আমাদের সমন্বয়কারী ভাই কাসেমী বললেন– আমরা পৌছে গেছি ,এবার নামতে পারেন।

উপমহাদেশীয় আমরা তিনজন হোটেল মেহদীর একটি রুমে আস্তানা ফেললাম ৬দিনের জন্যে। রেডিও তেহরানের পশ্‌তু অনুষ্ঠানের পরিচালক ডঃ গজন খান খটক, তিনি পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ঐতিহ্যবাহী খটক পরিবারের সন্তান। উর্দু অনুষ্ঠানের প্রতিনিধি ভারতের নয়াদিল্লীর জনাব আবদুল কাদের হাশেমী আর চট্টলার আমি। সফরের গাট্টি বোচকা রেখে আমরা হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। তারপর তিনজন একত্রে বসলাম সামনের কর্মসূচী তৈরির উদ্দেশ্যে।

পরদিন সকাল থেকে ৪ দিনব্যাপী সম্মেলনের একটানা প্রোগ্রাম শুরু হবে। প্রতিদিন টেলিফোনে সম্মেলনের রিপোর্ট পাঠাতে হবে তেহরানে। সম্মেলনের পরের দিনই রিটার্ন ফ্লাইট। কাজেই শিরাজের ঐতিহাসিক স্থানগুলো দেখার জন্যে মাঝখানে ফাঁক পাওয়া

www.pathagar.com

মুশকিল হবে। অথচ এসব স্থানে আমাদের অবশ্যই যেতে হবে। খ্রীষ্টপূর্ব ৫১৮সালে নির্মিত পারস্যের হাখামানশীয় সম্রাটদের রাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যেতে হবে শিরাজের বাইরে অনেক দূরে তখতে জামশীদে। শিরাজ শহরের মধ্যেই হযরত শেখ সা'দী (রহঃ), খাজা হাফেজ শিরাজী (রহঃ), হযরত শাহ্ চেরাগ (রহঃ) ও বাবাকুহীর (রহঃ) মাজার। এসব পবিত্র স্থানে যাবার সময় অবশ্যই বের করতে হবে। এ ছাড়া উকিল মসজিদ, উকিল বাজার,পার্স যাদুঘর প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানেও আমাদের যেতে হবে। তাই সিদ্ধান্ত নিলাম,ক্লান্ত হলেও আজ বিশ্রাম নেব না। আজকের বিকেলটাতেই খাজা হাফেজ ও শেখ সা'দীর মাজার জেয়ারত শেষ করতে হবে। পরের কর্মসূচী সেখান থেকেই ঠিক করব। জোহরের নামায আর খাওয়ার পর প্রথমে শেখ সা'দীর (রহঃ) মাজারে যাবার সিদ্ধান্ত।

"অনেক দিন পর বাংলাদেশে ইরানী কবির প্রাণ স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। এমন একদিন ছিল, যখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ফার্সী কবিতা পঠিত হতো। ইরানের বাইরে একমাত্র এদেশেই ফার্সী রাজভাষা ছিল। এর ফলে উভয় দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে অবস্থার পরিবর্তন এল সবক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। বর্তমান বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রভাবিত। আজকের বাংলা কবিতা ইংরেজী কবিতার পথ অনুসরণ করে চলেছে। মাঝখানে কাজী নজরুল ইসলাম ফার্সী সাহিত্যের লালিত্য বাংলায় আনার চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তান আমলে আমরা ফার্সীকে পুরোপুরি হারিয়েছি। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে ফার্সীর প্রয়োজন ছিল। আমাদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেই আমাদেরকে ফার্সী চর্চা করতে হবে। কেননা, ফার্সীর মাধ্যমেই আমরা ইসলামকে সুন্দরভাবে গ্রহণ করতে পারবো। আজকের উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি,আমাদের কবিরা হাফেজের মূল সুরকে আবিষ্কার করার জন্য কি তীব্র আকাংখা পোষণকরছেন।

—সৈয়দ আলী আহসান

www.pathagar.com

শেখ সা'দীর মাজারে

ট্যাক্সি থেকে নেমেই হাশেমী সাহেব রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে অদূরে পুষ্পশোভিত হযরত শেখ সা'দীর মাজারের পড়ন্ত সূর্যের লালিমা মাখা দৃশ্যটি ধরে রাখার চেষ্টা করলেন ক্যামেরায়। ধীর পদক্ষেপে মাজার এলাকার প্রবেশদ্বারে গিয়েই নজরে পড়ল শেখ সা'দীর সেই চিরন্তন আমন্ত্রণ। লোহার গেইটের উপরিভাগে খোদাই করে লেখা সেই শ্লোক–

زخاك سعدى شيراز بوى عشق آيد
هزار سال پس از مرگ گرش بوى ـ

যে খাকে সা'দীয়ে শিরাজ বুয়ে এশ্‌ক অয়াদ
হেজার সাল পাছ আজ মার্গ গারাশ বুয়ী।
শিরাজের সা'দীর কবরে তুমি পাইবে প্রেমের মলয় সুবাস,
মৃত্যুর যদি হাজার বছর পরেও এসে নাওগো শ্বাস।

তিন দিকে পাহাড় বেষ্টিত শিরাজ নগরীর উত্তর পূর্ব কোণে শহরের কোলাহলের বাইরে, ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের পাদদেশে সুশোভিত পুষ্পকাননে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন ফার্সী সাহিত্যের মহাসম্রাট, আফছাহুল মুতাকাল্লেমীন ও আল্লাহর ওলী শেখ মুছলেহ উদ্দীন সা'দী শিরাজী। দুনিয়ার গোলাপের সমারোহ যেন আজ অমর গ্রন্থ গুলিস্তান ও বুস্তানের রচয়িতা শেখ সা'দীর মাজারের চারপাশে। শেখ সা'দীর আধ্যাত্মিক আকর্ষণ, প্রবেশদ্বারে লেখা প্রেমসিক্ত আমন্ত্রণ আর অপূর্ব গোলাপ কানন আমাদের আত্মহারা করে তুললো মূহুর্তের মধ্যে। কিন্তু যেই না মাজার এলাকায় প্রবেশ করতে গেলাম,আসল বাধা। সা'দী হয়ত বলছেন, প্রেম কাননে প্রবেশ করা অত সহজ নয়। প্রহরী বললেন,মাজার এলাকার সংস্কারের কাজ চলছে। মেহমানদের আগমন উপলক্ষে নতুন করে রং পালিশ করা হচ্ছে। আজ প্রবেশের অনুমতি নেই। অনুরোধ জানিয়েও ফল হবে না দেখে আরেকবার প্রেমভরা নয়নে দেখে নিলাম সা'দীর গুলিস্তানকে। রক্ত গোলাপের অপূর্ব আসরে চিরশান্তির নীড়ে শুয়ে আছেন আল্লাহর প্রেমে পাগল আর দুনিয়াবাসীকে পাগলকারী শেখ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী। ফুল ও বুলবুলের শহর শিরাজের সকল সৌন্দর্য যেন আজ জমায়েত হয়েছে "সা'দীয়ায়" এসে। পথে ড্রাইভারকে বলেছিলাম, শিরাজ আসার আগে আমার ধারণা ছিল, শিরাজের পথে ঘাটে সর্বত্র ফুল আর ফুল। বুলবুলের প্রেম মিতালীতে মুখরিত রূপনগরী শিরাজ।

www.pathagar.com

কিন্তু আজ যে সেরূপ কিছু নজরে আসছে না? ড্রাইভার মুখের কোলে হাসির রেখা টেনে বলল " তেমনটি না হলেও একেবারে কম ছিল না। রাস্তার মাঝখানে, আইল্যান্ডে ফুটপাথের ধারে সবখানে গোলাপের ছড়াছড়ি ছিল। কিন্তু ৮ বছরের যুদ্ধে এর যত্ন নেয়া হয়নি। এখনো সা'দীয়ায়, হাফেজিয়ায় এবং শহরের অগণিত পার্কে গোলাপের নয়ন জুড়ানো আসর দেখতে পাবেন।"শেখ সা'দীর মাজারের গেটের পাশে ফুটপাতে বই এর দোকান থেকে একটি মানচিত্র কিনে নিলাম শিরাজের। মানচিত্রে পারস্য উপসাগরের উপকুল জুড়ে বিস্তৃত ইতিহাস খ্যাত ফার্স প্রদেশের ভৌগলিক অবস্থান নিরীক্ষণ করলাম। এর পর শিরাজ শহরে আমাদের হোটেল আর দর্শনীয় স্থানগুলোর অবস্থান মিলিয়ে নিলাম। মানচিত্রের একপাশে শিরাজের ঐতিহাসিক পরিচয় আর দর্শনীয় স্থানগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা রয়েছে। এর সরল তরজমা করে দেয়াই শিরাজকে জানার প্রথম ও প্রধান অবলম্বন হতে পারে।

"চিন্তার স্বাধীনতা ও পরনির্ভশীলতার জিন্দানখানা থেকে মুক্তি অর্জনের জন্যে নিজস্ব সংস্কৃতি এবং জাতীয় ঐতিহ্য ও গৌরবকে অনুধাবন করতে হবে।" –ইমাম খোমেনী।

আমাদের শহরে প্রবেশের পথে প্রবেশ দ্বারগুলোতে লিখিত দেখতে পেয়েছেন 'হিজবুল্লাহদের (আল্লাহর দল) শহরে খোশ আমদেদ। এটি এই শহরের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের লক্ষণ। দেখতে পাচ্ছেন যে,তাগুতি আধিপত্যের সময় (শাহের আমলে) যে শহর পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতির অনুগামী ও লালনভূমি ছিল এবং পরনির্ভরশীলতা, অপসংস্কৃতি ও নষ্ট চরিত্রের প্রসার ঘটানোকেই সর্বাধিক অগ্রাধিকার দিত, সেই শহর এখন ইসলামী বিপ্লবের শহীদানের পবিত্র খুনে পূতঃ পবিত্র হয়েছে। যার ফলে পবিত্র আবহাওয়ায় শ্বাস–প্রশ্বাস নিতে পারছেন আপনারা। সৌন্দর্য্যের নগরী শিরাজ বিচিত্র ধরনের প্রাকৃতিক দান ও প্রাচীন ঐতিহ্যের অধিকারী। সা'দী, হাফেজ, মাওলানা মুআইয়েদ,মোল্লা ছদরা, শাহ দাইয়াল্লাহ,আহলী, ওরফী, কাআনী ও বেছালের ন্যায় কবি ও মহামনীষীদের লালনভূমি এই শিরাজ।

ইসলামী সভ্যতার আলো প্রাচ্যপাশ্চাত্যকে আলোকিত করার বহুকাল পূর্বেই শিরাজের বর্তমান মালভূমিতে এক বিরাট শহর ছিল। বর্তমান শিরাজের ৬ কিলোমিটার দূরে 'আবু নছর প্রাসাদের' ধ্বংসাবশেষ এবং 'বারাম দেলক' ও গুয়েমের বিরাট নকশা এই প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর হয়ে রয়েছে। ঐতিহাসিক ও ভূগোলবেত্তাদের লেখনী এ কথার সাক্ষী যে, খ্রীষ্টপূর্ব বহু বছর আগে থেকেই শিরাজ নগরীর গোড়াপত্তন হয়েছে এবং তাখতে জামশীদের মিখি হস্তলিপির ফলকে এই শহরের নামোল্লেখ রয়েছে। আব্দুল মালেক ইবনে মারওয়ানের আমল থেকে শিরাজ শহরের সম্প্রসারণ শুরু হয় এবং ছাফফারী শাসনামলে শহর অনেক বড় হয়। আর আমর লাইছ ছাফফারী শহরের জামে মসজিদ (আতীক) নির্মাণ করেন। যদিও ১২৩৯ ও ১২৬৯ হিজরীতে দু'টি ভয়াবহ ভূমিকম্প শহরের বিরাট অংশের ধ্বংস সাধন করে, কিন্তু শিরজের

www.pathagar.com

জনগণ অক্লান্ত পরিশ্রমের সাহায্যে ভূমিকম্পের ধ্বংসস্তুপের ওপর সুন্দর শহর গড়ে তোলেন।

শিরাজের সুন্দর ও মনোরম মালভূমি আনুমানিক ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ ও প্রায় ১৬ কিলোমিটার প্রস্ত। পূর্বপশ্চিম লম্বিত এই অধিত্যকার পশ্চিম অংশে বিভিন্ন ঝর্ণা উৎস ও পুষ্করণী রয়েছে। যেগুলো পশ্চিম থেকে পূর্ব প্রান্ত জুড়ে শিরাজকে পানি দিয়ে থাকে। অতিরিক্ত পানি আর পার্শ্ববর্তী পর্বতমালার নিঃসৃত পানির ধারা পূর্ব প্রান্তে গিয়ে জমা হয়েছে এবং একটি হ্রদের সৃষ্টি করেছে। যাকে 'মাহরুল' কিংবা লবন হ্রদ বলা হয়। শিরাজ শহরের ২৪ কিলোমিটার পূর্বে (১০১৬) ৬০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এ হ্রদেরঅবস্থান।

(ফার্স প্রদেশের ইসলামী নির্দেশনা দপ্তর থেকে ১৩৬২ ফার্সী সালে (১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) প্রকাশিত মানচিত্রের ভূমিকা)

বস্তু ও আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য, মানবীয় ও খোদায়ী তত্ত্বজ্ঞান, যমীন ও আসমানের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী, আল্লাহ্‌র অতি–প্রাকৃতিক বাগান ও মানব বাগানের রূপসীদের ছবি হাফেজের দিওয়ানে অংকিত। আর মানুষের কাছে যেগুলো ঘৃণ্য, যেমন লোক দেখানো কাজ, ভন্ডামী, পেটপূজা, রুক্ষতা, বদমেজাজ,প্রেমহীনতা, গোঁড়ামী, অহংকার,পীরগীরির নামে প্রতারণা ও ব্যবসা প্রভৃতিকে হাফেজ তীব্র অথচ মধুমাখা ভাষায় আঘাতকরেছেন।

—ডক্টর আবদুল করিম সুরুষ।

www.pathagar.com

সা'দীয়ায় ঢুকার অনুমতি না পেয়ে হাফেজিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, সেখানেও সংস্কার আর রং এর কাজ হচ্ছে। আজ ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ নেই। তবুও আমরা সিদ্ধান্তে অটল। হোটেলে ফিরব না। বিকালটা অন্যান্য দর্শনীয় স্থানে ঘুরেই কাটিয়েদেব।

সা'দীয়া থেকে রওনা হলাম শিরাজের নয়নমণি আওলাদে রসূল(সঃ) হযরত শাহ চেরাগের মাজারে। হযরত শাহ চেরাগের আসল নাম সৈয়দ মীর আহমদ। তিনি সপ্তম ইমাম হযরত মুসা কাজেম (রহঃ)এর সন্তান ও অষ্টম ইমাম আলী রেজা (রহঃ)এর ভাই। ইমাম আলী রেজার মাজার ইরানের খোরাসান প্রদেশের কেন্দ্র 'মাশহাদে' অবস্থিত। [তথ্য– ইরানের পর্যটন গাইড বই, ইরান দূতাবাস ঢাকা)।

কথিত আছে, আব্বাসী খলিফা মামুনের আমলে তিনি খোরাসানের 'তূসে' যাবার পথে সরকারী অনুচরদের হাতে শহীদ হন। আমীর আজদুদ্দৌলা দেইলামীর আমলে এই ইমামজাদার কবর আবিষ্কৃত হয়। এরপর সেখানে মাজার তৈরি করা হয়। পরবর্তীকালে এই মাজারের মেরামত ও পূনঃনির্মাণের কাজ চলতে থাকে।

[–শিরাজ প্রদেশের মানচিত্রের ভূমিকাঃ [১৯৮৩]

বর্তমানে তার মাজারকে কেন্দ্র করে এক বিশাল প্রকল্প গড়ে উঠেছে। দেখলাম, প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষ হচ্ছে। সব সময় জিয়ারতকারীদের আগমনে মাজার এলাকা সরগরম। নারী পুরুষ সমানে আসছে। তবে মহিলাদের কড়া পর্দা রয়েছে, যেমনটি ইরানের সর্বত্র পালন করা হয়। মাজারের অভ্যন্তরভাগ তুলনাহীন সুন্দর মনে হলো। মাজারের দেয়ালে ও গম্বুজ আকৃতির ছাদে আয়না আর আয়না। ছোট ছোট রঙ্গিন আয়না বিচিত্র আকৃতিতে সাজানো হয়েছে। আয়নার কারুশিল্পের এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মাজারের কথা মনে না থাকলে, বিশাল আয়তনের বহু কক্ষ বিশিষ্ট আয়না খচিত এই দালানকে স্বপ্নপুরী বলেই ভ্রম হবে। আয়না শিল্পের এই চোখ জুড়ানো দৃশ্য ইরানের প্রাচীন কারুশিল্পীদের অতুলনীয় শিল্পদক্ষতার পরিচায়ক। জেয়ারতের পর আছরের নামাজ শেষ করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম "বাবাকুহী" পাহাড়ে যাবার। বাবাকুহীর নাম শিরাজীদের কাছে সুপরিচিত। কবি হাফেজের কাব্য প্রতিভার আলোচনা করতে গেলে বাবাকুহীর নাম অবশ্যই আসবে। কারণ, খাজা হাফেজের প্রতিভার বিকাশ ও বাবা কুহীর মাজারকে কেন্দ্র করে এক কিংবদন্তি রয়েছে। তবে এ তথ্যটি অনেক শিক্ষিত লোকেরও অজানা। ফলে খটক সাহেব আর হাশেমী সাহেবকে রাজী করতে আমার

www.pathagar.com

সময় লাগল। বাবাকুহীর মাজারে গিয়ে কবি হাফেজের কবিত্ব লাভের কিংবদন্তি শোনাতে হলো তাদেরকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

এবার তারাও আগ্রহী হলেন। ট্যাক্সিযোগে তিন জন রওনা হলাম 'বাবাকুহীতে'। সেই পাহাড়ের নামও বাবাকুহী। শহরের ভেতরেই এলোমেলো পথ পেরিয়ে ট্যাক্সি ড্রাইভার আমাদেরকে অনেক ওপরে নিয়ে নামিয়ে দিল। এবার পায়ে হাঁটার পালা। ঢালু পাহাড়ের গায়ে ছোট বড় পাথরের ওপর দিয়ে যেতে হবে উপরে, অনেক উপরে। পাহাড়ে উঠার কোন মালমসলা আমাদের নেই। জুতাগুলোও পিচ্ছিল। তবুও মনের আগ্রহ যেন উপর দিকে আকর্ষণ করছে।

সামান্য উঠার পর হাশেমী সাহেব হাঁফিয়ে উঠে বললেন, আমার সিগারেটের অভ্যাস আছে কিনা, তাই আপনাদের সাথে কুলাচ্ছিনা। খটক সাহেব বয়সে অনেক ভারী হলেও তার সাহস অনেক। পাহাড়ের ঢালুতে অনেকগুলো সবুজ চারাগাছ। তার মাঝ দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে। চারাগাছ যুক্ত এই 'ঢাল' কে কেউ কেউ সবুজ উপত্যকা বলেও উল্লেখ করেছেন। এখানে এসে খাজা হাফেজ আর বাবাকুহীর ঘটনা না বললে হয়ত আপনাদেরও মনের জগতে পর্বতারোহণের সাহস হবেনা। তবে এ ঘটনার জন্যে ফিরে যেতে হয় খাজা হাফেজের জীবনের শুরুতে।

খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজীর জীবনী এখনো অনুদ্‌ঘাটিত। এ সম্পর্কে যা কিছু বলা হয়েছে প্রায় আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতেই বলা হয়েছে। এ ধরনের একটি বর্ণনা পেলাম ঢাকার দৈনিক বাংলায় কবি হাফেজের ৬০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে প্রকাশিত গাজী রফিকের লিখিত নিবন্ধের অংশ বিশেষ থেকে। এ বর্ণনার সত্যতা অবশ্য আমরা পরে যাঁচাই করব।

খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ বাংলা ৬২১ সনে মধ্য শিরাজে জন্মগ্রহণ করেন। [ইরানী গবেষকদের মতে ৭১০ থেকে ৭৩০ হিজরীর মধ্যে খাজা হাফেজের জন্ম হয় এবং ৭৯১ বা ৭৯২ হিজরী সালে ইন্তেকাল করেন।] শিরাজ থেকে চার মাইল দূরে বাবাকুহী পর্বতে পীরই সবুজ নামে একটি স্থান আছে। প্রবাদ প্রচলিত ছিল– ইরানে যদি কোন যুবক এই সবুজ উপত্যকায় চল্লিশটি নিদ্রাহীন রজনী যাপন করতে পারে, তবে সে একজন মহাকবি হতে পারবে। আর হাফেজ সম্পর্কে সারা ইরানে এখনো কিংবদন্তি আছে যে,হাফেজ তার যৌবনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সবুজ উপত্যকায় চল্লিশটি রজনী যাপন করবেন, (এখানে বর্ণনায় দারুণ অসংগতি। সম্ভবতঃ মুদ্রণ ভুল। হয়ত গাজী রফিক সাহেব বলেছেন, সেই উপত্যকার পাশে এক সুন্দরী মহিলার গৃহ ছিল। মহিলার নাম ছিল শাখ–ই–নাবাত) প্রতিদিন সবুজ উপত্যকায় যাবার সময় তিনি এ রমণীর গৃহের সামনে দিয়েই যেতেন। দুপুর বেলা বিশ্রাম করতেন এবং রাত্রিতে তন্মতায় জেগে থাকতেন। এভাবে উনচল্লিশ দিন পার হয়ে যায়। চল্লিশ

www.pathagar.com

দিনের সকালে যখন হাফেজ শাখ-ই-নাবাতের গৃহের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন প্রেয়সী হাফেজকে ইশারায় দৈহিক সম্ভোগের আমন্ত্রণ জানায় এবং তার গৃহে রাত্রি যাপন করতে অনুরোধ করে। এ যুবতীর উদ্দামপূর্ণ প্রেম নিবেদনকে হাফেজ উপেক্ষা করেছিলেন। আপন প্রতিজ্ঞা পালনে অটল হাফেজ রমণীর আবদার প্রত্যাখান করে সবুজ উপত্যকায় চলে যান। পরদিন সকাল বেলা দেখা গেল সবুজ পোষাক পরিহিত একজন বৃদ্ধ সবুজ উপত্যকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি হাফেজকে অনন্ত জীবনের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য একটি পানীয় পান করতে দিলেন। আর হাফেজ অমরতা লাভ করলেন অনন্তকালেরজন্য।

-দৈনিক বাংলা, ঢাকা। ২১শে অক্টোবর ১৯৮৮।

খাজা হাফেজ শিরাজীর প্রথম জীবনের এই ঘটনা সম্পর্কে ভিন্ন ধরনের বর্ণনা রয়েছে। গাজী রফিক সাহেবের বর্ণনায়ও অমিল রয়েছে। ইনশাআল্লাহ আগামীতে তার ফয়সালাহবে।

"হাফেজের কবিতায় প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা, মিলন ও বিরহ, রোগ ও চিকিৎসা, দুঃখ ও আনন্দ পরস্পর সংমিশ্রিত। প্রেম ও রূহানিয়াতের ভাবধারা উপচে পড়ে। সততা, নিষ্ঠা ও ওয়াফাদারীর প্রশংসা মূর্তিমান। তাঁর কবিতা দুঃখী ও আশাহত লোকদের শান্তনায় ভরা। প্রতারক, ভন্ড তপসী এবং পীরগীরি ও বুজর্গী নিয়ে ব্যবসায়ীদের সমালোচনায় মুখর। দগ্ধ তাপিত হৃদয়ের আর্তনাদ হাফেজের কবিতা। ব্যথিত হৃদয়ের বেদনাগুলো অংকিত কবিতার ছন্দে। মানব জীবনে সহিংসতার পরিবর্তে অবিনশ্বর প্রেমের দিকে পথ দেখায়। সমস্যা তাড়িত মানুষের অন্তরে প্রশান্তি, সন্তুষ্টি ও আল্লাহ্‌তে আত্ম সমর্পনের প্রেরণা যোগায়। সর্বোপরি হাফেজের কবিতা শাশ্বত মানবতার কাব্য। এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্বের রহস্য নিহিত।

-হামীদ সাবজাওয়ার।

www.pathagar.com

হাফেজ ও বাবাকুহী

গাজী রফিক সাহেবের প্রবন্ধে বাবাকূহী পর্বতে যে সবুজ উপত্যকার উল্লেখ রয়েছে, সেখানেই আমরা গিয়েছি এবং মাঝখানে যাত্রাবিরতি করে হাফেজের কাব্য প্রতিভা বিকাশের বিস্ময়কর ঘটনা নিয়ে পর্যালোচনা করছি। এটি পূর্বে উপত্যকা থাকলেও এখন শুধু পাহাড়ের ঢালুতে কিছু সবুজ চারাগাছ আর তার নীচে নূড়ী পাথরের বিছানা। কবি হাফেজের কথিত চল্লিশ রজনীর সাধনাও ছিল বাবাকূহী পর্বতের উপত্যকায় নয়, ঐ পর্বতে অবস্থিত বাবাকুহীর মাজারে। এ সম্পর্কে আরেকটি বর্ণনা উদ্ধৃত করছি তেহরান রেডিওর বাংলা অনুষ্ঠানের পরিচালক ফরিদ ভায়ের লেখা থেকে। তিনি তেহরান বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানে প্রচারের জন্যে বছর খানেক আগে খাজা হাফেজ ও শেখ সা'দীসহ কয়েকজন ইরানী আল্লাহওয়ালার জীবনী নিয়ে গবেষণা চালান। তেহরান বেতারের নিজস্ব পাঠাগারের বইগুলোই ছিল তার গবেষণার উপকরণ। তিনি বাবাকুহী পর্বতে কবি হাফেজের সিদ্ধিলাভের ঘটনাটি এভাবে বর্ণনা করেছেন–

"আরেফে শিরাজী খাজা হাফেজের কাব্য প্রতিভা এতই বিস্ময়কর যে, তার বিকাশ নিয়ে বহু গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। গল্পকে অবশ্য গল্প হিসেবে নেয়াই ভাল। তাতে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ কম থাকে। এখানে একটি গল্প আপনাদের খেদমতে পেশ করব। হাফেজ শামসুদ্দীনের যৌবনকালে তার বাসস্থানের কাছেই ছিল একটি কাপড়ের দোকান। কাপড়ের দোকানের এক যুবকের ছিল চমৎকার কাব্য প্রতিভা। যার কারণে সব সময় তার দোকানে শিরাজের লোকজনের ভীড় লেগে থাকত। দোকানীর কবিতা আবৃত্তি ছিল সুমধুর। হাফেজ শামসুদ্দীন লোকজনের সমাগম ও কবির প্রতিভা দেখে কাব্যের প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তিনিও এর পর থেকে কবিতা ও গজল রচনায় আত্মনিয়োগ করেন আর লোকজনকে শোনাতে থাকেন। কিন্তু তার রচিত কবিতা ছিল বেখাপ্পা ও রসকষহীন। তাই সবাই তাকে উপহাস ও বিদ্রুপ করতে থাকে। হাফেজ যতই এ পথে অগ্রসর হয় ততই তাকে ঠাট্টা বিদ্রুপ শুনতে হয়। অবশেষে একদিন মনের দুঃখে শিরাজ নগরীর উপকণ্ঠে অবস্থিত বাবাকুহী নামক একজন প্রখ্যাত দরবেশের মাজারে গিয়ে দোয়া দরুদ পাঠ ও কান্নাকাটি করতে থাকেন। সময়টি ছিল পবিত্র রমজান মাস। কয়েকদিন সমানে বিগলিতভাবে কান্নায় কাটিয়ে দেয়ার সময় তন্দ্রাচ্ছন্ন হলে একরাতে স্বপ্নে দেখলেন, এক নূরানী চেহারার ঘোড় সওয়ার তার নিকটে এসে হাজির। ঘোড় সওয়ারের সর্বাঙ্গ থেকে নূর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। তিনি হাফেজকে নিজের মুখ থেকে এক লোকমা খাদ্য বের করে খাইয়ে দিলেন এবং বললেন "তোমার জন্য জ্ঞানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হল। তোমার কাব্যগাঁথা

www.pathagar.com

পৃথিবীর সর্বত্র অমর হয়ে থাকবে।" এ কথা বলেই ঘোড় সওয়ার যাত্রা শুরু করলেন। শামসুদ্দীন ঐ মহাপুরুষের পরিচয় লাভের জন্যে তার পেছনে দৌঁড়াতে লাগলেন। কিন্তু ঘোড় সওয়ার ততক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। হাফেজ এক বৃদ্ধ আবেদকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ঐ যে চলে যাচ্ছেন, সেই নূরানী চেহারার ঘোড় সওয়ারের পরিচয় কি? বৃদ্ধ জবাব দিলেন, তিনি এলমের নগরীর দরজা হযরত আলী (করঃ)।

প্রভাতে মুয়াজ্জিনের আজানে হাফেজ শামসুদ্দীনের ঘুম ভেঙ্গে যায় । কিন্তু কেমন এক রূহানী আমেজ তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যখন তিনি শহরে প্রত্যাবর্তন করলেন,তখন লোকজন তাকে দেখতে পেয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ ছলে তার কবিতা ও গজল শেখার প্রস্তাব করলো। হাফেজ যখন গজল গাওয়া শুরু করলেন, তখন সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন এবং বললেন, এ গজল তোমার নয়। এটা নকল । কিন্তু কার রচিত গজল তাও তারা ঠিক করতে পারল না। পরীক্ষামূলকভাবে তারা হাফেজকে আরো গজল ও কবিতা শুনানোর অনুরোধ জানাল। হাফেজ যতই পড়তে লাগল ততই মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হতে লাগল।এবার তারা হাফেজের কবিতা ও গজল মুখস্থ করা শুরু করল। এভাবে চারদিকে তার কাব্য প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল।

খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজের কাব্য প্রতিভার বিকাশ সম্পর্কে এ ধরনের কিংবদন্তীকে অনেকে সন্দেহের চোখে দেখেছেন। কেননা, এতে তার খোদা প্রদত্ত প্রতিভা, শ্রম সাধনা ও পান্ডিত্যকে খাটো করা হয়। তিনি পূর্ব থেকেই কুরআন, হাদীস, ফিকাহ্, তাফসীর, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্র প্রভৃতিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।"

উদ্ধৃতি শেষ করে এখন আমাদেরকে ঐ ওপরে বাবাকুহী পর্বতের চূড়ার কাছে প্রখ্যাত দরবেশ বাবাকুহীর মাজারে যেতে হয়। কারণ, তাঁকে কেন্দ্র করেই বিশ্ব বরেণ্য কবি খাজা হাফেজের কাব্য প্রতিভার এই কিংবদন্তী। পড়ন্ত রোদে পাহাড় বেয়ে উঠতে ক্লান্ত হলেও সাহস হারাই নি! বাবাকুহীর ভক্ত বলে আমাকে উপহাস উপহার দিলেও হাশেমী আর খটক সাহেব এগিয়েই চলেছেন। ভাগ্যিস এক শিরাজী ভাইকে পেয়ে গেলাম। তিনিও আমাদের একই পথের পথিক। পরিচয় হলে হাতের পুটলী থেকে শিরাজী কমলা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। শুকনো কলিজায় যেন নতুন বর্ষার বৃষ্টি ঢুকলো। তার পর যাত্রা-।

www.pathagar.com

বাবাকুহীর দরগায়

শুধু একবার তেহরানের দামাবান্দ পাহাড়ে পর্বতারোহণে নিয়ে গিয়েছিলেন ইরানী বন্ধু আসকারী। অর্ধেক উঠে হাঁফিয়ে উঠেছিলাম বুকের আতংকে। এ ছাড়া পাহাড়ে উঠার অভিজ্ঞতা নেই। 'বাবাকুহী' পর্বতের ঢালু পথ বেয়ে হাটতে গিয়ে বামপাশে গভীর খাদের দিকে নজর দিতেই শরীর শিহরে উঠে। যদি ফসকে যাই,জান শেষ। পাথুরে পাহাড়। ভয়ে অনেকটা চোখ বন্ধ করেই চললাম। কিন্তু এ দুর্বলতার কথা ফাঁস করা যায় না। হাশেমী ও খটক সাহেবকে তো আমিই উৎসাহিত করে এনেছি।

কতদুর গিয়ে পান্থশালা। ঝর্ণার পানি বেয়ে পড়ছে নির্ঝরে। বসার জায়গা, চায়ের দোকান, থাকার রুম, পানির এন্তেজাম সব আছে। এতদূর গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বসলাম। শিরাজী পথের বন্ধু ইস্কান্দারিয়ান আপ্যায়ন করলেন পান্থ শালার চা দিয়ে। এর আগে ঝর্ণার পানি দিয়ে কলিজাটা ঠান্ডা করলাম। ঝর্ণা বিধৌত পান্থশালা ঘিরে সবুজ গাছের ছোট্ট বাগান। বিশাল পাথুরে পাহাড়ের গায়ে এই একটুখানি বাগান পথিকের সত্যিই প্রাণ জুড়ায়। সাহস করে একবার শিরাজ শহরের চেহারা দেখে নিলাম পাহাড়ের ওপর থেকে।

বাবাকুহীর মাজার আর বেশী দূরে নয়। তবে উঠতে হবে ওপর দিকে। ঢালু পথ আছে, কিন্তু সিঁড়ি নেই। সেখানেও একটি কি দু'টি সবুজ গাছ দেখা যায়। ছোট্ট কুঁড়ে ঘর আকৃতির দরগাহ। চারদিকে পাথরের শক্ত দেয়াল গাঁথা।

অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর আবার শুরু হলো পর্বতারোহণ। আমাদের জন্যে পর্বতারোহণ বটে,নচেৎ ইরানী কিশোর কিশোরীরা খেলতেও আসে এতদূর। এই তো তিন চারজন মহিলার দল দিব্যি চলে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে নিঃসংশয়ে। এদের দেখে আমিও মনে সাহস বাঁধি। খানিক পরই পৌঁছে গেলাম অভিষ্ট লক্ষ্যে। বাইরে দাঁড়িয়ে ভক্তি ভরে জেয়ারতের সালাম দিলাম। দেখি দরগার দরজা খোলা। দু'জন লোক শুয়ে আছে কবরের একটু তফাতে। কার্পেট বিছানো দুই কামরার দরগায় দু'টি কবর একটি বাবাকুহী(রহঃ)এর, অপরটি তার শাগরেদের। শায়িত দু'জনের মধ্যে একজন মনে হলো উন্মাদ, বাইরের দিকে তাকিয়ে কেবল হাসছে আর বিশেষ ভঙ্গিতে হাই তুলছে। প্রথম দেখে ভয় পাওয়ার কথা। কিন্তু না, আমরা লোকজন অনেক। সঙ্গীভাই ইসকান্দারিয়ানকে বললাম– ঢোকা যায় নাকি? বললেন–হ্যাঁ, আপত্তি নেই। জিজ্ঞেস করলাম– এদের পরিচয়। তিনি কানে কানে বললেন, দুঃখজনকভাবে ইরানে এখনো এমন কিছু দরবেশ আছে, যারা সংসার বিরাগী। এই তিনজনও সে ধরনের দরাবিশ (দরবেশ)। প্রথমে দেখতে পেয়েছিলাম দু'জন। এখন দেখি তিনজন। কবরের দিকে বসে

www.pathagar.com

আমরা ফাতেহা পাঠ শুরু করলাম। আস্তে আস্তে দরবেশরা দেখি গাত্রোত্থান করে অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। পরস্পর বললাম, অনেক ক্লান্ত হয়েছি। এখানেই বিশ্রামের ভাল জায়গা। রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসার আগে পাহাড় থেকে নীচে নামতে পারলেই হলো। একটু পরে দেখি, চল্লিশোর্ধ এক দরবেশ কেরোসিনের চুলোতে চা সিদ্ধ করে হাজির করলেন আমাদের সামনে। দারুণ খুশী হলাম আমরা। ক্লান্তি অবসাদের প্রতিশেধক। কৃতজ্ঞতা জানালাম ইরানী কায়দায় "খাইলী মামনুন" বলে। ভাই ইসকান্দারিয়ানও অবাক হয়ে গেলেন। বললেন, আমি প্রায় সময় এখানে আসি। কিন্তু সবসময় দরজা বন্ধ থাকে। দরবেশরা বাইরে কোথাও ঘুরতে যায়। কিন্তু আজ দরজা খোলা। দরবেশরাও আপনাদের সাথে বড় সুন্দর খাতির করছে। বাবাকুহীর মাজারে এসে খাজা হাফেজের কাব্য প্রতিভা লাভের কিংবদন্তী বলে ইসকান্দারিয়ানের মত যাচাই করলাম। বললেন– " এ সম্পর্কে আমার বেশী কিছু জানা নেই। তবে আমার এক বন্ধুর ঘটনা আমি জানি। তার বাড়ী ইস্পাহানে। তার কণ্ঠস্বরের রোগ ছিল। কথা বলতে পারত না। কেবল হস হস করত। কথা বোঝাই যেত না। অনেক চিকিৎসার পর নিরাশ। এরপর মানত করে বাবাকুহীর মাজারে আসে। একটানা ৭টি রাত অবস্থান করে। এরপর তিনি এখন সুস্থ। গলার আওয়াজ সুরেলা টনটনে। জানি না এটা আপনারা বিশ্বাস করেন কিনা।" বাবাকুহীর কবরের ওপর দেখলাম একটি কিতাব। নাম 'দিওয়ানে বাবাকুহী'– বাবাকুহীর কাব্যগ্রন্থ। ইসকান্দারিয়ান দিওয়ানটি খুলে আমাদের জন্যে পড়া শুরু করলেন। আমরা মুগ্ধ হলাম এত উচ্চাঙ্গের ভাষা,ভাব ও বর্ণনাশৈলী দেখে। এরপর খটক সাহেব পড়লেন আরো কতদূর। বললেন, ফার্সী সাহিত্যে আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও কবিতার বিকাশ হয়েছে হিজরী ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে।কিন্তু হিজরী চতুর্থ শতকে এত উচ্চাঙ্গের কবিতা রচনা সত্যিই বিস্ময়কর। ইনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওলী আর কবি হাফেজের এখান থেকে সিদ্ধিলাভের ঘটনাও অসম্ভব কিছু নয়। আমি দিওয়ানটির নাম ঠিকানা টুকিয়ে নিলাম।

বন্ধু ইসকান্দারিয়ান বললেন,এই কিতাব এখন দুষ্প্রাপ্য। প্রকাশনাটিও বন্ধ। আমি চেষ্টা করব খুঁজে পেতে। পাওয়া গেলে তেহরানে পাঠিয়ে দেবে। তিনি সে ওয়াদা রক্ষা করেছেন।

এতক্ষণে খটক ও হাশেমী সাহেব আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো শুরু করলেন বাবাকুহীর মাজারে নিয়ে আসার জন্য। বাবাকুহী এই দুর্গম পাহাড়ে গিয়ে আস্তানা করার পেছনেও অনেক রহস্য রয়েছে। পুরো ঘটনা ভাই ইসকান্দারিয়ান বর্ণনা করলেন। দিওয়ানের শেষ পাতায়ও তার সমর্থনে বর্ণনা পেলাম। কিন্তু লেখার কলেবর সেদিকে যাবার অনুমতি দিচ্ছে না। এই প্রসঙ্গ শেষ করে কাল কবি হাফেজের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে হবে আপনাদের নিয়ে। বাবাকুহীর মাজারের দেয়ালে

www.pathagar.com

তার কদম বরাবর ওপরে সাদা কাগজে একটি লেখা দেখতে পেলাম। এটির তরজমা দিয়েই আজকের লেখা শেষ করব।

এই মহাপুরুষের নাম আলী, উপনাম আবু আবদিল্লাহ। উপাধি বাবা, কাব্যিক নাম কুহী। তিনি আল্লাহর আরেফদের অন্যতম শিরোমণি বুজর্গদের মুর্শেদ। ইতিহাস ও আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনচরিত থেকে যেমন জানা যায়– বাবা উপাধি প্রাচীনকাল থেকে বাবা তাহের, বাবা আফজাল,বাবা রুকনী প্রমূখ শায়খগণের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছে। শেখ সা'দী বলেন " তুমি কি জান না, বাবাকুহী কি বলেছেন"? বাবার জন্ম হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে ৩৩৭ হিজরীতে। ১০৫ বছর বয়সে তিনি ৪৪২ হিজরীতে পরম প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে স্থায়ী জগতের বাসিন্দা হন। তার নামে প্রসিদ্ধ বাবাকুহী পর্বতেই তিনি সমাহিত"।

ফার্সী সাহিত্যে প্রেমের কথা গেয়েছেন এরূপ লোক প্রচুর। কিন্তু তাদের কেউ হাফেজের মতো জনপ্রিয়তা ও সমাদর পান নি। এর কারণ সম্পর্কে হাফেজের নিজের কথার সাথে একমত হয়ে বলতে হয় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত এসে কবিকে আলিঙ্গন করতে হবে। তখনই ইরান, ইরাক ও ভারতকে (কবিত্ব দিয়ে) জয় করতে পারবে।

— মুহাম্মদ জওয়াদ শাক্কাকী।

www.pathagar.com

বুলবুলিদের গুলবাগিচায়

১৯ নভেম্বর ৮৮, শনিবার। আমাদের সেই কাংখিত আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হলো। সম্মেলনের উদ্যোক্তা হচ্ছে জাতি সংঘের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো। ১৯৮৭ সনের অক্টোবরে ইউনেস্কোর সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ১৯৮৮ সনে বিশ্ববরেণ্য কবি হাফেজের ৬০০ তম ওফাত বার্ষিকী পালনের। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ, ভারত,তুরস্ক ও পাকিস্তানসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে কবি হাফেজের স্মরণে মহতি সম্মেলন ও সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এখন হচ্ছে কবি হাফেজের জন্মভূমি শিরাজে হাফেজের পবিত্র মাজারের অনতিদূরে শিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে। এ জন্যে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক বেশী। সম্মেলনের দিনই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। রেডিও তেহরানের বাংলা অনুষ্ঠান থেকে ঐ দিনই তা প্রচারিত হয়। শিরাজের মাটিতে বসে লেখা সেই রিপোর্টের অংশবিশেষ এখন তুলে ধরছি প্রেমের সুগন্ধি পাওয়ার আশায়।

"বিশ্বের কবি সাহিত্যিকদের স্বপ্ননগরী, ফার্সী সাহিত্যের ফুল ও বুলবুলের শহর, কবি হাফেজ ও শেখ সা'দীর জন্মভূমি শিরাজ থেকে আমার সালাম ও শুভেচ্ছা নিন। ফার্সী গজলের শ্রেষ্ঠ কবি, আল্লাহ্‌র আরেফ, বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রত্ন ও গায়েবী কণ্ঠস্বর খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কারণে শিরাজের চেহারা আজ ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। শেখ মুশরাফুদ্দীন ইবনে মুসলেহুদ্দীন সা'দী ও খাজা হাফেজ শিরাজীর সাজানো ফুলবাগানে আজ বিশ্বের দিক-বিদিক হতে কবিতা ও সাহিত্যের পাগল অগণিত ভ্রমর বুলবুলির আগমন হয়েছে। আজ সকাল ৯ টা থেকে সম্মেলনের কাজ শুরু হয়েছে এবং বিশিষ্ট মেহমানদের মধ্যে রয়েছেন, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের (তৎকালীন প্রেসিডেন্ট) সৈয়দ আলী খামেনেয়ী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর বেলায়াতী,পাকিস্তানের নোবেল পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ বিজ্ঞানী জনাব আবদুস সালাম এবং ইউনেস্কোর সাবেক চেয়ারম্যান জনাব আহমদ মোখতার অম্বু। এছাড়া সারা ইরানের বহু কবি, সাহিত্যিক, হাফেজ বিশারদ ও আলেম-ফাজেল। বিদেশ থেকেও প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি ফার্সী সাহিত্যের অধ্যাপক ও হাফেজ বিশারদ উপস্থিত হয়েছেন। সম্মেলনের শুরুতে হৃদয় বিগলিত কণ্ঠে তেলাওয়াতে কুরআন পেশ করার পর সমাগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর ফারহাদী। এরপর খাজা হাফেজের বিশ্ববিখ্যাত দিওয়ানে হাফেজের প্রথম কবিতাটি আবৃত্তি করা হয় টিভি শিল্পীদের মাধ্যমে যন্ত্র সঙ্গীত সহকারে। খাজা

www.pathagar.com

হাফেজের প্রেম উচ্ছলতা, আধ্যাত্মিকতা ও ভাবরসে ঐশ্বর্যমন্ডিত এই কবিতা যখন পরিবেশন করা হচ্ছিল, তখন শিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলের ভেতর বাইরের সবাই যেন ভাবের তন্মতায় আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন। কবিতাটির প্রথম কলি ছিল–

الا يا ايها الساقى ادر كأسا و ناولها
كه عشق آسان نمود اول ولى افتاد مشكلها

আলা ইয়া আইয়ুহাছ ছাকী আদির কা'ছাওঁ ওয়া নাবিলহা
কে এশ্‌ক্ আছান নামুদ আউয়াল ওয়ালি উফ্‌তাদ মুশ্‌কিলহা,

কবির ভাষায় যার কোনমতে বাংলা অর্থ দাঁড়ায়–

"সাকী ওগো! ঢালো শরাব, বিলাও সবায় ভর পেয়ালা,
প্রেম যে আগে লাগল সহজ কিন্তু এখন হাজার জ্বালা।"

'লেছানুল গায়েব' বা অদৃশ্য জগতের কণ্ঠস্বর খাজা হাফেজের 'দিওয়ানের' প্রথম কবিতাটি আবৃত্তি করার পর সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের (তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান) ধর্মীয় নেতা বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বাগ্মী সৈয়দ আলী খামেনেয়ী। জনাব খামেনেয়ী দিওয়ানে হাফেজের আরেকটি কবিতা পাঠ করে তার জ্ঞানগর্ভ, পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যসমৃদ্ধ ভাষণ শুরু করেন। দেড় ঘন্টা যাবৎ প্রদত্ত ভাষণে জনাব খামেনেয়ী খাজা হাফেজের কাব্যপ্রতিভা, প্রাণ-উচ্ছল বর্ণনা, সমসাময়িক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ইরানের অন্যান্য কবির সাথে তার কবিতার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন। তার ভাষণের মাধ্যমে সবার সামনে হাফেজ ও দিওয়ানে হাফেজের একটি মোটামুটি চিত্র ভেসে উঠে। ভাষণটি সরাসরি ইরান বেতারের শিরাজ কেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয় এবং পরে তেহরানের দৈনিক কেইহান পত্রিকায় হুবহু ছাপা হয়। ঐ ভাষণের পূর্ণ তরজমা পেশ করা সম্ভব হলে খাজা হাফেজ ও তার অসাধারণ কাব্য প্রতিভার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যেত। সম্মেলন চলাকালেই পাকিস্তানের ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শিবলীর সাথে যখন আলাপ হচ্ছিল তখন তিনি বললেন, জনাব খামেনেয়ীর ভাষণটি চারদিন ব্যাপী এ সম্মেলনের এক বিরাট সম্পদ। তিনি হাফেজ সম্পর্কে আমার একটি জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করে দিয়েছেন। প্রশ্নটি হলো হাফেজের সেসব কবিতা নিয়ে, যেগুলোকে কিছুতেই আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোন থেকে ব্যাখ্যা করা যায় না। জনাব খামেনেয়ীর মতে, এগুলো কবির প্রথম জীবনের কবিতা এবং তাতে আধ্যাত্মিক ভাবধারা সন্ধান করা ঠিক নয়। খাজা হাফেজও মানুষ ছিলেন। মানুষ হিসেবে পার্থিব সৌন্দর্যের প্রতি তার প্রেম ও আকর্ষণ কবিতার মাধুরীতে প্রকাশ পেয়েছে। তবে আমাদের কাছে বিচার্য হলো তার পরিণত বয়সে, জীবনের শেষ তৃতীয়াংশে লেখা

www.pathagar.com

আল্লাহর প্রেমের অফুরন্ত আকুতি মিশানো অধিকাংশ কবিতা। ডক্টর শিবলী আরো বললেন,আমাদের ধারণা ছিল, তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটি আনুষ্ঠানিক ভাষণ দিয়ে চলে যাবেন। কিন্তু একজন সাহিত্য বিশারদের মতো প্রজ্ঞা ও কবিতার চুলচেরা বিশ্লেষেণ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পক্ষে এ কাজ সত্যিই প্রশংসনীয়। দৈনিক কেইহান থেকে এখন জনাব খামেনেয়ীর ভাষণের প্রথম অংশটি পেশ করছি–

হাফেজ ফার্সী সংস্কৃতির উজ্জ্বল নক্ষত্র। গত কয়েক শতাব্দীতে কোন কবিই হাফেজের মতো আমাদের জাতির অন্তরের অন্তস্থলে ও মনোজগতের আনাচে কানাচে প্রবেশ করেন নি। তিনি সকল শতাব্দীর সব মানুষের কবি। আল্লাহর নূরের জলওয়ায় আত্মহারা মাজযুব আরেফ হতে নিয়ে, সৌন্দর্য পিয়াসী কবি ও সাহিত্যিকরা, ঠিকানাহীন ফকির মাস্তান থেকে নিয়ে সাধারণ গণমানুষ, প্রত্যেকেই হাফেজের মাঝে নিজের মনের কথা খুঁজে পেয়েছেন। তারা হাফেজের ভাষাতেই নিজের হাল–অবস্থার বর্ণনা পেয়েছেন। তিনি এমন কবি, যার দিওয়ান(কাব্যগ্রন্থ) আজ পর্যন্ত কুরআন মজিদের পর সর্বাধিক সংখ্যায় প্রকাশিত ও প্রচারিত একক গ্রন্থ। তার দিওয়ান এ দেশের সব স্থানে, অধিকাংশ ঘরে পবিত্রতা ও মর্যাদার সাথে আল্লাহর কিতাব কুরআনের পাশে রাখা হয়। আমাদের সমাজে এবং বাইরের সমাজে হাফেজ সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। বহু লেখালেখি হয়েছে । ডজন ডজন ভাষায় তার দিওয়ানের তরজমা হয়েছে। তার জীবনী সম্বন্ধে শত শত বই লেখা হয়েছে অথবা তার দিওয়ানের ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু হাফেজ এখনো অপরিচিত। তাঁকে চেনা সম্ভব হয়নি। এটা আমাদের স্বীকার করে নিতে হবে এবং এই স্বীকারুক্তির ভিত্তিতে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে।–

(দৈনিক কেইহান ১লা ডিসেম্বর ১৯৮৮।।)

www.pathagar.com

হাফেজকে যে চিনতে হবে

খাঁজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজীকে চেনা এবং তার দিওয়ানে হাফেজ সম্পর্কে মন্তব্য করার শক্তি আমার হয় নি। পর্যালোচনার কথা বাদই দিলাম, প্রশংসার সুরে কিছু বলার যোগ্যতাও আমার নেই। ফার্সী সাহিত্যের যারা সুপন্ডিত ও বিশারদ, তাদের বক্তব্য হলো– হাফেজ বিস্ময়। হাফেজ এখনো অপরিচিত। আমি তো ফার্সী সাহিত্যের মহা ধুমধামের জেয়াফতে প্রবেশাধিকার পাই নি। কেবল অনেক দূরে দাঁড়িয়ে কোরমা পোলাও বিরিয়ানীর মহা ধুম ধামের জেয়াফতকে উঁকি মেরে দেখছি। অথবা বাতাসের গায়ে ভেসে আসা ক্ষুধার আগুন জ্বালানো সুগন্ধি পেয়েছি বড় বড় শ্বাস টেনে। কাজেই ফার্সী সাহিত্যের চিরবিস্ময় হাফেজকে আবিষ্কার করার কাজ সাহিত্যের ফকীর মিছকিনকে দিয়ে কি করে সম্ভব?

কিন্তু এরপরও যে আমাদের হাফেজকে চিনতে হবে। চিনতে হবে ফার্সী সাহিত্যের বিশ্বখ্যাত মনীষীদের। প্রাচ্য সংস্কৃতির গুপ্তধন যে এখনো ফার্সীতে লুকায়িত। ইসলামের আধ্যাত্মিক ভাবধারা এবং আল্লাহ্ ও রসূল প্রেমের রত্ন ভান্ডার যে ফার্সী কাব্যেই সঞ্চিত। আমাদের সাহিত্য ও কাব্য যে আজ লক্ষ্যহারা , বাংলা সাহিত্যে জীবন জাগার স্পন্দন আনতে হলে যে ফার্সীর সাথে বাংলার অতীতের যোগসূত্র পূনঃ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, বাংলার জন্যে হাফেজের পাঠানো 'কান্দে পারছি'–ফার্সীর মিছরিখন্ড যে আবার আমাদের কবি –সাহিত্যিকদের মুখে তুলে দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে, তাই কবুতরের পাখায় করে পিঁপড়ার মক্কা যাওয়ার এই সাধনা ও বাসনা। বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্রের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের বক্তব্যেও এই প্রয়োজনের তীব্র চেতনা বিরাজমান–

"অনেক দিন পর বাংলাদেশে ইরানী কবির প্রাণ স্পন্দন শোনা যাচ্ছে। এমন একদিন ছিল, যখন বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ফার্সী কবিতা পঠিত হতো। ইরানের বাইরে একমাত্র এদেশেই ফার্সী রাজভাষা ছিল। এর ফলে উভয় দেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মধ্যে একটি গভীর যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ইংরেজ শাসনামলে অবস্থার পরিবর্তন এল সবক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। বর্তমান বাংলা সাহিত্য পাশ্চাত্য প্রভাবিত। আজকের বাংলা কবিতা ইংরেজী কবিতার পথ অরনুসরণ করে চলেছে। মাঝখানে কাজী নজরুল ইসলাম ফার্সী সাহিত্যের লালিত্য বাংলায় আনার চেষ্টা করেছেন। পাকিস্তান আমলে আমরা ফার্সীকে পুরোপুরি হারিয়েছি। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনে ফার্সীর প্রয়োজন ছিল। আমাদের ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করেই আমাদেরকে ফার্সী চর্চা করতে হবে। কেননা, ফার্সীর মাধ্যমেই আমরা ইসলামকে

www.pathagar.com

সুন্দরভাবে গ্রহণ করতে পারবো। আজকের উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি,আমাদের কবিরা হাফেজের মূল সুরকে আবিষ্কার করার জন্য কি তীব্র আকাংখা পোষণ করছেন।

(১৪ই অক্টোবর কবি হাফেজের ৬০০ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত সেমিনারে প্রদত্ত বক্তৃতা, নিউজ লেটার, অক্টোবর ১৯৮৮সংখ্যা।)

এই তীব্র আকাংখাকে সম্বল করে খাজা হাফেজের চিন্তা চেতনা ও মূল সুরকে অনুধাবন করার মানসে আমারও এই প্রয়াস। আগেই বলেছি, হাফেজ সম্পর্কে বলার শক্তি আমার নেই। তাই জ্ঞানী মনীষীদের কথাই উদ্ধৃত করবো।

তেহরানের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন 'কেইহান ফারহাঙ্গী' একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে খাজা হাফেজের ৬০০ তম ওফাত দিবস উপলক্ষে। অল্প সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি বাজার হতে উদাও হয়ে যায়। ফলে শিরাজে সম্মেলন চলাকালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয় হাফেজ ভক্তদের আসক্তি দেখে। ১০৪ পৃষ্ঠার বড় সাইজের ম্যাগাজিনটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হাফেজ আর হাফেজ। ইরানের কবি সাহিত্যিক ও হাফেজ বিশারদদের সাক্ষাৎকার, দিওয়ানে হাফেজের ওপর অনেকগুলো গবেষণামূলক প্রবন্ধ, হাফেজের চিন্তাধারার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা আর হাফেজের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্নখানে আয়োজিত সম্মেলন ও সেমিনারের খবর নিয়ে এটি এক দুর্লভ সংকলন। আমার এ লেখার অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করেছি এই ম্যাগাজিন থেকে। খাজা হাফেজের ৬০০ তম মৃত্যু বার্ষিকীর এই বিশেষ সংখ্যার সম্পাদকীয়টি সবচেয়ে চমৎকার। বলতে গেলে, খাজার ভাষাতেই লেখা হয়েছে এই সম্পাদকীয়। তার মানে, দিওয়ানে হাফেজের যেসব কবিতা ও শ্লোকে খাজা তার পরিচয় ব্যক্ত করেছেন– বিক্ষিপ্ত ও দুর্বোধ্য হলেও 'কেইহান ফারহাঙ্গী' সেসব বক্তব্যকে জড়ো করেছে। এতে হয়ে গেছে এক চমৎকার সম্পাদকীয়। দিওয়ানে হাফেজের সার ও নির্যাস নিয়ে সাজানো এই সম্পাদকীয়ের ভাষা ও বর্ণনা অতি উচ্চাঙ্গের। আর তাও লেখা হয়েছে হাফেজ বিশারদদের জন্যে। এজন্যে আমার কাঁচা কলমে ভাষান্তর করতে গিয়ে হয়ত সাহিত্যিক মান হরণ করতে হবে, নতুবা ভাব ও বক্তব্য অক্ষুন্ন রাখার কথা বাদ দিতে হবে। এতকিছু চিন্তা না করে তাই আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

" আকাশ তার শ্লোকের ওপর সুরাইয়ার(সপ্তর্ষিমন্ডলের) হার বর্ষণ করে। তার কথা হাতে হাতে উপঢৌকন স্বরূপ বিলি–বন্টন হয়। তার কবিতা থেকে মধুর ঝর্ণা প্রবাহিত। কবিতার সেই মাধুর্য স্বয়ং আল্লাহ্‌র দেয়া। তার কলম এমন বৃক্ষের শাখা দিয়ে বানানো, যার ফল মধুর চেয়েও সুমিষ্ট। তার কবিতায় সময় ও কালের অতিক্রম

www.pathagar.com

লক্ষ্য কর। এক রাতের শিশু (হাফেজের রচিত নতুন কবিতা) এক বছরের পথ অতিক্রম করে। তার কবিতার পার্সী কান্দ-(মিছরি খন্ড) ভারতের সাহিত্যের তোতাপাখিরা ঠুকরে ঠুকরে খাওয়ার জন্যে বাংলায় যায়। ইরাক, ফার্স, বাগদাদ ও তাবরীজকে তার কবিতা আত্মস্থ করেছে। তার যাদুময় বার্তা মিশরে, চীনে, 'রোম' ও রেই এর আশপাশে পৌঁছে গেছে। তার কবিতা কেবল কাশ্মিরী কালো আঁখিনী নারীরা আর সমরকান্দী প্রেমিকরাই পাঠ করে না আর তার তালে তালে নাচেনা বরং আসমানের কুদসিয়ানরাও (পবিত্র জগতের বাসিন্দারাও) হাফেজের কবিতা কণ্ঠস্থ করছে। হযরত আদমের (আঃ) জমানায়ও 'বাগে খুলদে' (চিরন্তন বাগিচায়) তার কবিতা নাছরীন ও ফুলের পাপড়ির রূপের বসন ছিল। আবেহায়াতও তার কবিতার সৌন্দর্য দেখে নিজের জন্যে অন্ধকারের পর্দা তৈরি করেছিল। তিনি বেদনাতুর অন্তরের ভাবকে অল্প শব্দে ব্যাপক অর্থে ব্যক্ত করেছেন। তার তত্ত্ব দর্শন আর চিন্তার উজ্জ্বলতা ছিল নবী মুস্তফার জ্বালানো প্রদীপের মত আলোকরশ্মির প্রভা। বিশ্বের কোন হাফেজ তার মতো জ্ঞানের সূক্ষ্ম দর্শনকে কুরআনের রহস্যগুলোর সাথে একত্রিত করে নি। দারিদ্রের নিপীড়নে, অন্ধকার রজনীর ভয়াবহতায় তার জপমালা ছিল দোয়া এবং তার পাঠ্য ছিল কুরআন। অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত প্রেমের অনলে দগ্ধ হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত সূর্যের একান্তবাসে উপনীত হয়েছেন আর রিদওয়ানের (বেহেশতের প্রধান প্রহরীর) গুলশানে প্রবেশ করে সেই কাননের মোরগ সেজেছেন।" কেইহানে ফারহাঙ্গীর সম্পাদকীয় কলামের সংক্ষেপিত ভাষান্তর। অন্যকথায় খাজা হাফেজের ভাষায় হফেজের পরিচয়। এবার অন্যের ভাষায় তার সামান্য পরিচয় নেয়ার চেষ্টা করব।

"হাফেজের কবিতায় প্রেম ও আধ্যাত্মিকতা, মিলন ও বিরহ, রোগ ও চিকিৎসা, দুঃখ ও আনন্দ পরস্পর সংমিশ্রিত। প্রেম ও রূহানিয়াতের ভাবধারা উপচে পড়ে। সততা,নিষ্ঠা ও ওয়াফাদারীর প্রশংসা মূর্তিমান। তাঁর কবিতা দুঃখী ও আশাহত লোকদের শান্তনায় ভরা। প্রতারক, ভন্ড তপসী এবং পীরগীরি ও বুজর্গী নিয়ে ব্যবসায়ীদের সমালোচনায় মুখর। দগ্ধ তাপিত হৃদয়ের আর্তনাদ হাফেজের কবিতা। ব্যথিত হৃদয়ের বেদনাগুলো অংকিত কবিতার ছন্দে। মানব জীবনে সহিংসতার পরিবর্তে অবিনশ্বর প্রেমের দিকে পথ দেখায়। সমস্যা তাড়িত মানুষের অন্তরে প্রশান্তি, সন্তুষ্টি ও আল্লাহ্‌তে আত্ম সমর্পনের প্রেরণা যোগায়। সর্বোপরি হাফেজের কবিতা শাশ্বত মানবতার কাব্য। এখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব ও অমরত্বের রহস্য নিহিত।

-হামীদ সাবজাওয়ারী, কেইহান ফারহাঙ্গী, নভেম্বর ১৯৮৮।।

www.pathagar.com

বুলবুলিদের স্তুতিগান

মনের কবি খাজা হাফেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো তিনি তার যুগের কবি । অর্থাৎ তার কবিতার মধ্যে সমসাময়িক অবস্থার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। হাফেজ তার সমাজের বাস্তবতাগুলোকে তুলে ধরেছেন। পর্যালোচনা ও সমালোচনা করেছেন। তার সময়কার ব্যথিত মানুষের মুখপাত্র ছিলেন তিনি। এরফান ও আধ্যাত্মিকতার সাথে সুগভীর পরিচয়, সাংকেতিক, রহস্যপূর্ণ রূপক ও সর্বসাধারণের ভাষার কাব্যিক ব্যবহার তাকে সর্বমহলের প্রিয়পাত্র করেছে। পন্ডিত মনীষীরা তার ভাষার গভীরতাকে উপলব্দি করতে পারেন (কিংবা উপলব্দি করতে পারেন বলে মনে করেন) আবার সাধারণ মানুষ তার কবিতাকে ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করতে পারে। উভয় দলই হাফেজকে ভালবাসে এবং বিশ্বাস করে, হাফেজ তাদের মনের কথাই বলেছেন। তারা যা বলতে চায় অথচ বলতে পারে না, তা হাফেজ অতি সুন্দর ভাষায় বলেছেন।

–মুহাম্মদ জওয়াদ শরীয়তী।

স্রষ্টা ও সৃষ্টির কবি

বস্তু ও আধ্যাত্মিক জগতের রহস্য, মানবীয় ও খোদায়ী তত্ত্বজ্ঞান, যমীন ও আসমানের চিত্তাকর্ষক দৃশ্যাবলী, আল্লাহ্‌র অতি–প্রাকৃতিক বাগান ও মানব বাগানের রূপসীদের ছবি হাফেজের দিওয়ানে অংকিত। আর মানুষের কাছে যেগুলো ঘৃণ্য, যেমন লোক দেখানো কাজ, ভন্ডামী, পেটপূজা, রুক্ষতা, বদমেজাজ,প্রেমহীনতা, গোঁড়ামী, অহংকার,পীরগীরির নামে প্রতারণা ও ব্যবসা প্রভৃতিকে হাফেজ তীব্র অথচ মধুমাখা ভাষায় আঘাত করেছেন।

–ডক্টর আবদুল করিম সুরুষ।

হাফেজ শান্তনার কবি

আমার মতে হাফেজ এই ভূখন্ডের বিশেষ জীবন্ত অভিজ্ঞতাগুলোকে তার কাব্যে বিন্যস্ত করেছেন। তার কবিতায় গোপন অথচ চিরন্তন সৌরভ রয়েছে। তুমি যখন নিষ্ঠার সাথে দিওয়ানে হাফেজ পড়বে তখন দেখতে পাবে যে,হাফেজ তোমার সাথে কথা বলেন, তোমার সমস্যা দূর করে দেন, তোমার অন্তর জগৎকে সুবাসিত করেন, তার ভাষাতেই তোমার ব্যথার কথা বলেন, আবার তার ভাষাতেই তোমাকে শান্তনা দেন, যেন তিনি তোমার অন্তরের মধ্যেই বাস করছেন এবং সবকিছুর খবর তাঁর রয়েছে।

–মুহিন দোখ্‌তেছিদ্দিকীয়ান।

www.pathagar.com

সাবলীল কণ্ঠঃ চিরন্তন কবি

হাফেজ এমন এক যুগের সুন্দর উজ্জ্বল ও সাবলীল কণ্ঠ, যে যুগে রাজনৈতিক,সামাজিক ও চারিত্রিক সংকট আর মানবীয় মূল্যবোধসমূহের দুর্দিন অত্যন্ত ব্যাপক ও পরিচ্ছন্ন ছিল। খাজা হাফেজ দায়িত্বচেতনা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ, সার্বজনীন ও যথোপযুক্ত প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে সামাজের ব্যথাবেদনাকে কবিতার শিল্পে চিত্রিত করেছেন। তিনি সকল ঘুমন্ত ও বোবা মানুষের কণ্ঠস্বর হয়ে কথা বলেছেন। যেহেতু হাফেজের পরবর্তী যুগেও আগের সংকটগুলো বিদ্যমান ছিল এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধিও পেয়েছে আর দুঃখজনকভাবে অন্যকোন কবি এসে হাফেজের চাইতে বলিষ্ঠভাবে এগুলোকে তুলে ধরতে পারেন নি, সেহেতু এসব ক্ষেত্রে হাফেজ ইরানীদের চিরন্তন কবি হয়ে রয়েছেন। তাছাড়া অন্য কোন কবিই হাফেজের মতো সাবলীলভাবে সঙ্গীত, প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার ভাবধারাকে ব্যক্ত করতে পারেন নি।

–মন্সুর রাস্তকার ফাসায়ী।।

হাফেজ বিস্ময়

হাফেজের প্রশংসায় পরবর্তী কবি সাহিত্যিক ও গবেষকগণ যেসব মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, তার উদ্ধৃতি দিয়ে কুলানো যাবে না। কয়েক খন্ড বই লিখলেও এই পাঠ শেষ করা যাবে না। হাফেজের পরের ফার্সী ভাষার যে কোন কবি সাহিত্যিকই হাফেজের প্রশংসায় নিজের প্রতিভা উজাড় করাতে গৌরববোধ করেছেন। সমাজ, দর্শন,আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি বিষয়ে যে কোন সার্থক রচনায় হাফেজের কবিতার কোন না কোন চরণকে দলীল হিসেবে আনা হয়েছে, এখনো হচ্ছে। হাফেজ ছিলেন একাধারে পারদর্শী আলেম,১৪ বা ৭ কেরাতে কুরআনের হাফেজ, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণে সুপণ্ডিত এবং আধ্যাত্মিকতায় অতি উঁচুদরের ওলী। অবশ্য হাফেজ নিজের পরিচয় দিয়েছেন 'রেন্দ' বা মস্তান হিসেবে। আধ্যাত্মিক সাধনাকে যারা ব্যবসা ও আত্মপূজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন,তাদের থেকে পৃথক হবার জন্যেই হাফেজ নিজের জন্যে ঐ খেতাব বাছাই করে নিয়েছিলেন। দুনিয়ার মস্তানদেরও তিনি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর মাজার জিয়ারতের জন্যে। আরেফ কবিদের মধ্যে অন্যরা আল্লাহ্‌র প্রেমের কানন দেখে দেখে তার প্রশংসায় বিশ্ববাসীকে মুগ্ধ করেছেন। কিন্তু হাফেজ সেই কানন 'বাগে খুলদে' প্রবেশ করে মারেফাতের বৃক্ষের শাখায় বসে গজল গেয়েছেন। খোদা প্রেমের চিরন্তন কাননের ফুল ছিঁড়ে তার কবিতায় গেঁথে উপহার দিয়েছেন অনুরক্তদের জন্যে। খাজা হাফেজের এই অসাধারণ কাব্য প্রতিভার উৎস সম্পর্কে আরেকজন ইরানী গবেষকের মন্তব্য শুনে প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টা করব–

আল্লাহর রহমতের আলিঙ্গন

ফার্সী সাহিত্যে প্রেমের কথা গেয়েছেন এরূপ লোক প্রচুর। কিন্তু তাদের কেউ

www.pathagar.com

হাফেজের মতো জনপ্রিয়তা ও সমাদর পান নি। এর কারণ সম্পর্কে হাফেজের নিজের কথার সাথে একমত হয়ে বলতে হয় যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে বিশেষ রহমত এসে কবিকে আলিঙ্গন করতে হবে। তখনই ইরান, ইরাক ও ভারতকে (কবিত্ব দিয়ে) জয় করতেপারবে।

– মুহাম্মদ জওয়াদ শাক্কাকী।

প্রতিদিন আমরা একটি নির্দিষ্ট পরিসরে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখছি। এজন্যে এ মূহুর্তে ভিন্ন প্রসঙ্গ শুরু করলে সেই সীমা ঠিক রাখা যাবে না। এদিকে খাজা হাফেজের জীবনী সম্পর্কে এখনো ঐতিহাসিক আলোচনা হয় নি। বাংলা সাহিত্যে খাজার প্রভাব আর পাশ্চাত্য জগতে তার খ্যাতি সম্পর্কেও কিছু তথ্য হাতে রয়েছে। আশা করছি যে, এসব আলোচনায় আমরাও মনের খোরাক, প্রেমের আবেদন ও চিন্তার দিক নির্দেশনা পাব। ইরানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও বর্তমান ধর্মীয় নেতা সৈয়দ আলী খামেনেয়ীর ভাষণের আরো কিছু তথ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গ শেষ করব।

"খাজা হাফেজ শিরাজী ছিলেন কুরআনের হাফেজ, হাদীস, তাফসীর,ফিকাহ এবং ফার্সী ও আরবী সাহিত্যে সুপন্ডিত । তার কবিতায় পবিত্র কুরআনের রহস্যগুলো অতি সুন্দর ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। খাজাও বলেছেন যে, কুরআনের তত্ত্ব রহস্য নিয়েই তিনি কথা বলেছেন। বক্তৃতার মাঝে মাঝে 'দিওয়ানে হাফেজের' এক একটি উদ্ধৃতি এনে জনাব খামেনেয়ী আরো বলেন, হাফেজের কবিতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, ভাষার সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, সাবলীলতা আর ছন্দ ও সঙ্গীতের অতুলনীয় ঝংকার। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো– অন্যান্য আরেফদের মত হাফেজও প্রেমিক ছিলেন। তার কবিতায় এরফান বা আধ্যাত্মিকতার উত্তাল তরঙ্গ বিদ্যমান। হাফেজের দর্শনের সার কথা হচ্ছে– 'সুলুক' বা আল্লাহ্‌র সন্ধানের যে দীর্ঘ পথ–পরিক্রমা মানুষের সামনে রয়েছে, যার প্রান্তসীমায় আল্লাহ্‌র মিলন রয়েছে–সেই পথ অতিক্রম করার একমাত্র বাহন হলো 'প্রেম'। প্রেম ভালবাসার আকর্ষণ ছাড়া কোন পথিকের পক্ষেই এ পথ অতিক্রম করা অসম্ভব। এই প্রেমজগতের রহস্যই ব্যক্ত হয়েছে দিওয়ানে হাফেজে সাধারণ মানুষের ভাষা দিয়ে। খাজা হাফেজ শিরাজী যে বিশ্বজনীন দর্শনকে অতুলনীয় ছন্দ ও শিল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন,তা নিয়ে বিশ্বে আরো অধিক চর্চা হওয়া উচিত। তিনি কুরআন মজিদের ভাবধারাকেই প্রেমসিক্ত ভাষায় তুলে ধরেছেন। কাজেই হাফেজকে স্মরণ করার মানে হলো কুরআনকে স্মরণ করা। কুরআন পাকের ভাব–মিশ্রিত বলেই হাফেজের কবিতার দীপ্তি ভারত বাংলাসহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

–সৈয়দ আলী খামেনেয়ী।

(খাজা হাফেজের ৬০০ তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে শিরাজে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণ থেকে। ১৯ শে নভেম্বর ১৯৮৮)।

www.pathagar.com

প্রেমের সম্মেলন

অনেকক্ষণ ভাব ও তথ্যের জগতে কাটিয়ে দিলাম। রসিক ও প্রেমিক লোকদের জন্যে ধৈর্য্য ধরা কঠিন। তারা উড়তে চায় এগাছ থেকে ওগাছে। সব ফুলের সুবাস নিয়ে মনের ক্ষুধা মিটাতে চেষ্টা করে– যদিও কখনো তা হয় না। প্রেমের জ্বালাতনের শেষ নেই। তবে এই জ্বালাতনের মধ্যেই শান্তি নিহিত। বেরসিকরা এর তত্ত্ব বুঝে না। এ জন্যে প্রেমিকদের দেখে হাসে।'মজনু'কে দেখে তারা উপহাস করে। মজনুও হাসে তাদের এই প্রেমহীন আচরণে। আবার কাঁদে তাদের দৈন্যতার কথা চিন্তা করে। যাদের প্রেম নেই, তাদের প্রাণ নেই। তার মানে, আত্মা নেই। যার আত্মা নেই, তাকে মানুষ কিভাবে বলি? নিজের প্রতি প্রেমিক হয়েই আল্লাহ্ পাক এই সৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন। প্রেমের আকর্ষণেই সৌর জগৎ যথাস্থানে স্থিত। প্রেমের বন্ধনেই বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠিত। বস্তুবাদীরা প্রেমের বদলে অর্থ আর স্বার্থের বন্দনা গায়। 'ফ্রয়েড'রা যৌন কামনাকেই মানব সমাজের অটুট বন্ধন বলে চালানোর প্রয়াস চালায়। কিন্তু বিপদাপন্ন মানুষের সাহায্যে যখন আরেক মানুষ এগিয়ে যায়, নিজের স্বার্থ বিলিয়ে দিয়ে আনন্দ পায়, তর্খন অর্থ ও স্বার্থের সমাজতত্ত্ব টুটে যেতে বাধ্য। মানুষের মাঝে, সততা, জ্ঞান, দানশীলতা প্রভৃতি স্বভাব যেমন আছে, তেমনি কাম, ক্রোধ আর প্রেম, হিংসাও আছে। তাই বলে ফ্রয়েডের মত অনুযায়ী মানুষকে'কামুক' করে সৃষ্টি করা হয়নি। সৃষ্টি করা হয়েছে প্রেমিক করে। এই প্রেমের রং বহু রূপ। নিজের প্রিয়তমা স্ত্রীকে হৃদয়রাণী করে এই প্রেম। স্বামীকে বানায় হৃদয় রাজ। পিতা মাতার প্রতি এই প্রেম রূপ বদলায় ভক্তি ও শ্রদ্ধায়। ছেলে–মেয়ের প্রতি প্রেমের চেহারা ভিন্নরূপ। স্নেহ মমতা ও আদরে রূপান্তরিত হয় মানব মনের প্রেমের আকর্ষণ । বন্ধু বান্ধবের প্রতি এই প্রেমের অর্থ কখনো কামলিপ্সা নয়। হৃদয়ে–হৃদয়ে অটুট বন্ধন আর সমচিন্তা ও পারস্পরিক আকর্ষণ কামনা করে এই প্রেম। পাড়া–প্রতিবেশীকে এই প্রেম উপহার দেয় দুঃখে সুখে সাহায্য আর সহানুভূতি। দেশ ও জাতির প্রতি মানুষের এই প্রেম অকাতরে সেবা ও কল্যাণ কামনার উপহার বিলায়। এতো গেল সৃষ্টির প্রতি প্রেমের বিচিত্র রংএর নমুনা। স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের বাঁধনও হলো এই প্রেম। কুরআনের ভাষায় মহববত। হাদীসে 'হুব'ও বলা হয়েছে। রসুলের প্রতিও প্রেম থাকতে হবে। নচেত মুসলমান হওয়া যাবে না। রসুলের প্রেম ছাড়া মুসলমান হওয়ার দাবী মিথ্যা। ঠুনকো প্রেম হলেও চলবে না। মাতা পিতা, ছেলে মেয়ে, দুনিয়ার সবকিছুর চাইতে অধিক ভালবাসতে হবে মদীনার প্রেমাস্পদকে। মদীনার সাথে হৃদয়ের যোগসূত্র কায়েমের একমাত্র 'তার' প্রেম। আবার আরশের সাথেও মানুষের সম্পর্কের রশী প্রেম। প্রেমের

www.pathagar.com

রশী গলায় দিয়েই রওনা হতে হবে আল্লাহ্‌র পানে। তখনই কেবল পরম প্রেমাস্পদের দরশনের আশা করা যায়। তবে স্রষ্টার প্রেমে আত্মহারা হতে হলে প্রথমে সৃষ্টির প্রেমে নিজের পরীক্ষা নিতে হবে। এ জন্যেই আল্লাহর আরেফ কবিরা প্রথমে যমীনের সুন্দরীর চুলের বেনী, মাথার খোঁপা আর জুলফির উপমায় মানুষকে মাতোয়ারা করেছেন। তারপর নিয়ে গেছেন আল্লাহ্‌র সন্নিধানে।

আমরাও প্রেমের শিকল গলায় পরে বেরিয়েছি সেই পথে। এসেছি প্রেমের নগরী শিরাজে। এখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে প্রেমের আসর। খাজা হাফেজের প্রেমের আকর্ষণই — এই সম্মেলনের উদ্যোক্তা। না হলে, ৬০০ বছর পরও কেন তার জন্যে বিশ্বের কবি সাহিত্যিকরা পাগল আর এই সম্মেলনের আয়োজন? শিরাজের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাকীর্ণ হল দেখে মনে হচ্ছে দুনিয়ার সাহিত্য জগতের ভ্রমর–বুলবুলেরা 'দিওয়ানে হাফেজের ' মধু পিয়ে পাগল বেশে ছুটে এসেছেন খাজা হাফেজ ও শেখ সা'দীর জন্মভূমিতে। সাহিত্য কাননের বুলবুল পাপিয়াদের এই সরগরম আসর সত্যিই মনমুগ্ধকর। ফ্রান্স, ইতালী, বৃটেন, বেলজিয়াম,পশ্চিম জার্মানী, সুইজারল্যান্ড, সিরিয়া,পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, চীন, জাপান, রাশিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ থেকে চল্লিশের কাছাকাছি হাফেজ গবেষক এসেছেন। সবাই বক্তৃতা দিচ্ছেন, কথা বলছেন হাফেজের ভাষা ফার্সীতে। ইরানের ভেতর থেকেও প্রথম কাতারের ১৫০ জন কবি সাহিত্যিক ও হাফেজ বিশারদের সমাগম হয়েছে। হুজ্জাতুল ইসলাম খামেনেয়ী এক জ্ঞানগর্ভ ও কাব্যিক রসসমৃদ্ধ ভাষণের মাধ্যমে এই মহান সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনের বহু সাংবাদিক রিপোর্ট তৈরির জন্যে সারাক্ষণ উপস্থিত রয়েছেন। চারদিন ব্যাপী এই সম্মেলনের অনুষ্ঠানমালা সরাসরি প্রচার করা হয়েছে ইরান বেতারের শিরাজ কেন্দ্র থেকে। আমরাও রেডিও তেহরানের বৈদেশিক সম্প্রচারের ১০ জনের একটি দল ৬ দিনের জন্যে শিরাজ এসে আস্তানা গেঁড়েছি।

জনাকীর্ণ হলের মধ্যে মেহমানদের স্থান সংকুলান না হওয়ায় হলের বাইরের বিস্তৃত বারান্দায় দু'টি 'টিভি' সেট বসানো হয়েছে। বাইরের শ্রোতারা টিভির পর্দাতেই কবি সাহিত্যিকদের আলোচনা শুনছেন। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যানুরাগী ছাত্র–ছাত্রীরাও সারাক্ষণ ভীড় জমিয়ে আছে। পূর্ব থেকে দাওয়াতী কার্ড সরবরাহ করা না হলে হয়ত তিল ধারণের ঠাঁই থাকতো না। হলের ভেতরে এবং বাইরে চেয়ারের প্রথম সারিতে নারী–পুরুষের আসন। চলাফেরায়ও ইসলামী পর্দার তাগাদায় প্রত্যেকে সমান দুরত্ব বজায় রাখছে। কবিতা ও সাহিত্যের লালন ভূমি ইরানের মানুষ এখনো কাব্য চর্চায় কত উৎসাহী তার বাস্তব প্রমাণ এই সমাবেশ। শিরাজের সাধারণ মানুষের হয়ে শিরাজের একমাত্র দৈনিক পত্রিকা খবর লিখেছে–হাফেজ আমাদের হলেও হাফেজের সম্মেলনে আমাদের প্রবেশাধিকার নেই। অর্থাৎ আরো অনেকে সুযোগ পায়নি সম্মেলনে

www.pathagar.com

যোগ দেয়ার। সম্মেলনের মঞ্চের বর্ণনা দেয়াও আনন্দের চাইতে খালি নয়। মঞ্চের পেছন ভাগে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে। পতাকাগুলোর পাদদেশে রয়েছে নিবীড় পুষ্পস্তবক। সভাপতির দু'পাশে বক্তৃতা মঞ্চের সামনে ও পেছনে আর মঞ্চের চারিধারে তাজাফুলের টবগুলো যেন নয়ন জুড়ানো কানন। ভেতরে জায়গা না পেয়ে একবার বাইরে বসে টিভি সেটে দেখলাম, মনে হচ্ছে বক্তা তাজা তাজা ফুলের প্রভাতী কাননের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাফেজের কবিতার ফুল ও বুলবুল আর প্রেয়সীর রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন। সভাপতিকে মনে হচ্ছে, বসন্তের সকালে ফুলবাগানের মধ্যখানে চেয়ার সাজিয়ে বসে আছেন আর কবি সাহিত্যিকদের আলোচনায় ক্ষণে ক্ষণে মুখের কোলে হাসি ফুটিয়ে সারা মাহফিলে আনন্দ বিলাচ্ছেন।

সম্মেলন কক্ষের পার্শ্ববর্তী শিল্পকলা প্রদর্শনী হলের দৃশ্যও অতি মনোরম। বিরাট হলঘরের একপাশে ইরানের ঐতিহ্যবাহী কার্পেট শিল্পের প্রদর্শনী। দিওয়ানে হাফেজের রূপক বর্ণনাগুলোকে কার্পেট শিল্পীরা অংকিত করেছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। পুরো হলে সারি সারি পুষ্পস্তবক মনে হচ্ছে,বসন্তের প্রভাত সমীরণ এই কক্ষে তার সকল ঐশ্বর্য্য ঢেলে দিয়ে গেছে। হলের দুই দিকে সুউচ্চ দেয়ালের গায়ে ইরানের নবীন প্রবীণ শিল্পী ও রেখা শিল্পীরা শিল্পকর্মের অতুলনীয় আসর সাজিয়েছেন। মিনিয়েচার হতে নিয়ে কারুশিল্প, চিত্র শিল্প ও রেখা চিত্রের সুন্দর সমাহার চারদিকে। খাজা হাফেজের কবিতা, গজল ও রুবাইয়াতের বিভিন্ন শ্লোক দিয়ে মনের সবটুকুন সৌন্দর্য বিসর্জন দিয়ে শিল্পীরা তাদের শিল্প নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। প্রতিটি শিল্পকর্ম যেমন দর্শকদের দৃষ্টিশক্তিকে যাদুগ্রস্ত করছে, তেমনি খাজার দিওয়ানের বিভিন্ন চরণ ও শ্লোক মানুষকে প্রেম ও ভাবের সমুদ্রে তলিয়ে নিচ্ছে।

যে কোন মানুষ নিজের মনের কথাটুকুই যেন সুন্দর সাবলীল ও মনমুগ্ধকর ভাষায় লিখিত দেখতেপাচ্ছেহাফেজের কবিতায়। হাসি-আনন্দ, দুঃখ-বেদনা, প্রেম আসক্তি সবকিছুর জীবন্ত চিত্র ফুটে আছে 'দিওয়ানে হাফেজের' প্রতিটি ছত্রে। এ জন্যেই হাফেজকে বলা হয় সকল যুগের সব মানুষের মনের কবি। বিশ্বের বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণের মানুষ যেমন এসেছে এ সম্মেলনে, তেমনি মুসলিম খ্রীষ্টান প্রভৃতি ধর্মের অনুসারীরাও এসেছেন হাফেজের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে। সম্ভবতঃ এই একই কারণে সুদূর বাংলায়ও হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় সমানভাবে বরণ করে নিয়েছেন কবি হাফেজকে। একই হলের মধ্যে দিওয়ানে হাফেজের বিভিন্ন সংকলন ও বিভিন্ন ব্যাখ্যা গ্রন্থ আর হাফেজের গজলখচিত পোষ্টার বিক্রির মহা ধুমধাম চলছে। পার্শ্বে পোষ্ট অফিসে হাফেজের স্মারক ডাকটিকেট আর কার্ড। আরো একটি চমৎকার আকর্ষণ হলো দিওয়ানে হাফেজ নিয়ে কম্পিউটারে ভাগ্য গণনা। এরূপ ভাগ্য গণনায় নাকি শিরাজ এসে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও অংশ নিয়েছিলেন। সে কথা পরে আসছে।

www.pathagar.com

কম্পিউটারে ভাগ্যলিপি

শুরু থেকেই আমার উদ্দেশ্য খাজা হাফেজের জীবন, প্রতিভা ও কর্ম নিয়ে সাধ্যমত গবেষণা চালানো। তবে বসে বসে প্রবন্ধ লিখলে এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না। তাই বেরিয়েছি সফরে। সফর প্রেমের দেশে। মানব মনের রহস্যের সন্ধানে। তাতে আপনাদেরও সাথী করে নিয়েছি কল্পনার জগতে। এই সফরে গভীর গবেষণায় ডুব দেয়ার ইচ্ছা যেমন নেই, তেমনি প্রেমের ডানায় ভর করে কল্পনার আকাশে উড়তে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নেই। খাজা হাফেজের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'দিওয়ানে হাফেজ' যেমন রহস্যে ভরা–যার কারণে কোন মনীষী দাবী করতে পারবেন না যে, হাফেজের কবিতার সঠিক মর্ম আমি বুঝতে পেরেছি', তেমনি তার জীবন চরিত্রও রহস্যের জালে আবদ্ধ। এই রহস্যজনক কারণেই খাজা ইরানীদের হৃদয় জগতে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন,যার বর্ণনা আগেই পেয়েছেন। ইরানের ঘরে ঘরে, এমন কি ইরাকের ফার্সী–প্রভাবিত এলাকায়ও পবিত্র কুরআন মজিদের পাশে সম্মানের সাথে রাখা হয় 'দিওয়ানে হাফেজ'কে। জীবনের নানা সমস্যায়, সুখে ও দুঃখে, আনন্দ ও বেদনায় যখন মানুষ মনের শান্তনা খুঁজে দিওয়ানে হাফেজে, হাফেজের রহস্যময় কবিতার দু'একটি চরণ তখন তার মনের কথাগুলো ব্যক্ত করে চোখের সামনে তুলে ধরে। সেগুলো আবৃত্তি করেই অনাবিল প্রশান্তি পায় মানুষ। যে কোন শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ের খোরাক যোগায় হাফেজ। হাফেজ তাই সকল যুগের সব মানুষের মনের কবি।

খাজা হাফেজের প্রতি ইরানীদের এই গভীর ভক্তি ও বিশ্বাসের প্রমাণ মিলে দিওয়ানে হাফেজ নিয়ে ভাগ্য গণনায়। তারা যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্তত করে কিংবা শুভ অশুভ জানতে চায় তখন হাফেজের স্মরণাপন্ন হয়। হাফেজ লেছানুল গায়ব –অদৃশ্য জগতের কণ্ঠস্বর। ভবিষ্যতের ভাল–মন্দ বলে দেবে দিওয়ানে হাফেজ। হাফেজের রূহের উদ্দেশ্যে প্রথমে ফাতেহা পাঠ করে, এরপর ভক্তিভরে দিওয়ানে হাফেজ খোলে। ডান পৃষ্টার শুরুর কবিতাটির ভাব ও বক্তব্য নিয়ে শুভ–অশুভ বিচার করে। যুগ যুগ ধরে ইরানীদের মাঝে দিওয়ানে হাফেজ থেকে এভাবে ফাল গ্রহণ বা ভাগ্য গণনার নিয়ম প্রচলিত। এ জন্যেই ইরানের ঘরে ঘরে কুরআন মজিদের পাশে দিওয়ানে হাফেজের স্থান।

'ভাগ্যফল' দেখা বা ভাগ্য গণনা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ কিনা কিংবা বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে এর সত্যতা কতটুকু নির্ভেজাল,সে বিচার আমি করতে যাব না। আমি কেবল খাজা হাফেজের প্রতি ইরানীদের শাশ্বত ভক্তি–বিশ্বাসের বাস্তব চিত্রই তুলে ধরতে চাই।'গায়েব' বা অদৃশ্য জগতের কথা একমাত্র আল্লাহ পাক ছাড়া কেউ জানে না,

www.pathagar.com

একথা অকাট্য সত্য। কিন্তু অনেক সময় আল্লাহ্ তাআলা কোন কোন গোপন তথ্য আপন বান্দার জন্যে প্রকাশ করে দেন। এই প্রকাশের একটি পথ হলো স্বপ্ন। স্বপ্নের মাধ্যমে মানুষকে অদৃশ্য জগৎ বা ভবিষ্যতের অনেক গোপন তথ্যের ইঙ্গিত দেয়া হয়। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করার আগে এস্তেখারা বা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'শুভ-অশুভ' জেনে নেয়ার হুকুম হাদীস শরীফে আছে। এই এস্তেখারার জন্যে বিশেষ নিয়মে নামাজ ও দোয়া পড়তে হয়। আবার অনেকে কুরআন শরীফের পাতা উল্টিয়েও এস্তেখারা করে। আমার কাছে ছাত্র জীবনের একটি উর্দু তরজমা কুরআন শরীফ রয়েছে। তার শুরুতেই 'ফাল' বের করার নিয়ম বাৎলানো আছে। এখন কুরআন শরীফ বা অন্য কোন কিতাব দিয়ে 'ফাল গ্রহণ' কিংবা শুভ-অশুভ দেখা যাবে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন থাকতে পারে। কিন্তু মূল 'ফাল গ্রহণ' বা এস্তেখারা সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ নেই। তা'ছাড়া আমাদের পর্যালোচনা হচ্ছে হাফেজের প্রতি ইরানী জনগণের ভক্তি-বিশ্বাস নিয়ে

এবার আসুন কম্পিউটারে ফাল গ্রহণের কিচ্ছা শুনি। শিরাজে খাজা হাফেজের ৬০০তম ওফাত বার্ষিকীর সম্মেলন কক্ষের বাইরে বিরাট হল। হস্তলিপি, হস্তশিল্প, ফুলের তোড়া আর মিনিয়েচার দিয়ে হলটি সাজানো। বইএর দোকানে 'স্মারক ডাক টিকেট' ও 'কার্ড' বিক্রির হিড়িকের মাঝে কম্পিউটারে ফাল গ্রহণের ব্যস্ততা। যতদূর জানতে পারলাম, শিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক কারিগরি ফ্যাকাল্টির আয়োজন এটি। দীর্ঘ লাইন ধরে মানুষ দাঁড়িয়েছে, আমিও দাঁড়ালাম কৌতূহল মিটানোর উদ্দেশ্যে। ছাত্ররা পুরো 'দিওয়ানে হাফেজকে' কম্পিউটারে তুলে নিয়েছে। আপনি দিওয়ানে হাফেজের কোন চরণ বা শব্দ জানতে চাইলে তার ব্যবহার যতবারই হোকনা কেন কম্পিউটার আপনাকে বলে দেবে। ইচ্ছা করলে কম্পিউটারের আয়নাতেই আপনি পুরো 'দিওয়ানে হাফেজ' পড়তে পারবেন। কিন্তু আজকের আয়োজন শুধু ভাগ্য গণনার। কী বোর্ডে ইংরেজী ও ফার্সী বর্ণমালার যে কোন একটির বোতামের উপর টিপ দিতেই আপনার জন্যে কম্পিউটারের পর্দায় ভেসে উঠবে হাফেজের একটি দীর্ঘ কবিতা। সাথে সাথে সেটি কাগজে ছাপা হয়ে বেরিয়ে আসবে আপনার জন্যে। হাফেজের মাজারের একটি ছবিও অংকন করে দেবে কম্পিউটার। প্রত্যেকেই এক একটি নিয়ত করে টিপ দিচ্ছে আর কবিতার ভাবকে মনের চিন্তার সাথে মিলিয়ে দেখছে। আমি নিয়ত করলাম ইরান থেকে দেশে ফিরে যাবার সিদ্ধান্তের শুভ-অশুভ জানার। হাফেজের পক্ষ হতে এক চমৎকার জবাব মিলল। আবার লাইন ধরলাম। খটক সাহেবকে বললাম, এবার দেখি গিন্নীর ভাগ্য। বললেন- আমার উদ্দেশ্যও তাই। জবাব পেলাম আরো চমৎকার। প্রকাশ করলে আমার কাছে আরো ভালবাসা দাবী করে বসতে পারে সে। আমার যে আর নেই। তাই তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কাল্পনিক চিত্র মনের মাঝেই ভাঁজ করে

www.pathagar.com

রাখলাম। তবে আমি তো সম্পূর্ণ উদার। আমার ভাগ্যফল বলতে বাধা নেই। হয়ত প্রশ্ন জাগবে, এই ভাগ্য ফল দেখা আর বলা কি একান্ত বিশ্বাস নিয়ে? এর জবাবের জন্যে ফিরে যাব ইরানের সমাজে।

খাজা হাফেজের ৬০০তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে আরো একটি সুন্দর অয়োজন ছিল ইরান সরকারের পক্ষ থেকে। ইরানের ইসলামী সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয় খাজা হাফেজের কবিতা, চিন্তাধারা ও জনপ্রিয়তা সম্পর্কে একটি জরিপ চালায়। তেহরান,ইস্পাহান, শিরাজ, তাবরিজ ও মাশহাদ– ইরানের এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্যে এই জরিপ চালানো হয়। জরিপের ফলাফল নিয়ে পৃথক পৃথক ম্যাগাজিন ছাপা হয়েছে। সে গুলো বিক্রি আর বিতরণ করা হয়েছে শিরাজে সম্মেলন চলাকালে। জরিপের একটি প্রশ্ন ছিল দিওয়ানে হাফেজ নিয়ে 'ফাল' গ্রহণ সম্পর্কে। এ সর্ম্পকে ছাত্র সমাজের মতামত খুব সংক্ষেপে উল্লেখ করে একই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত আর আমার নিজস্ব ফালের ব্যাখ্যা প্রদান করব।
ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন ছিল, দিওয়ানে হাফেজ নিয়ে তারা 'ফাল' গ্রহণ করে কিনা? ৬০৮৩ জন ছাত্রের মধ্যে শতকরা ৫২·৬৫ ভাগের জবাব হলো,না। ৪৪·৯৭ ভাগ জবাব দিয়েছে হাঁ বাচক। লক্ষণীয় হলো,বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের মধ্যে শতকরা ৬১·৯৪ ভাগ এবং ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৩৬·৮৪ ভাগ হাঁ সূচক জবাব দিয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ১৮·২৩ ভাগ কৌতুহল মিটানোর জন্যে এবং শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ ভক্তি–বিশ্বাস নিয়ে 'ফাল' গ্রহণ করে থাকে।

–(সাংস্কৃতিক গবেষণা ও পরিকল্পনা দপ্তর,
ইসলামী সংস্কৃতি ও নির্দেশনা মন্ত্রণালয়, ইরান।
আবান ১৩৬৭ মোতাবেক নভেম্বর১৯৮৮)।

www.pathagar.com

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩২ সালে সুদূর বাংলা হতে খাজা হাফেজ শিরাজীর মাজারে ভক্তি নিবেদনের জন্যে শিরাজ এসেছিলেন। খাজা হাফেজের কবরের পাশে উপস্থিত হয়ে তিনিও দিওয়ানে হাফেজ থেকে ফাল গ্রহণ করেন। ফাল গ্রহণকে বাংলায় বলতে হবে 'ভাগ্য গণনা'। তিনি লোকের দেখাদেখি কৌতূহল মিটানোর জন্যে একাজ করেছিলেন, নাকি ভক্তি বিশ্বাস নিয়ে, সে তথ্য আমার জানা নেই। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ফাল' গ্রহণের তথ্যটি জানালেন সফরসঙ্গী নয়াদিল্লীর হাশেমী সাহেব আর পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের ডক্টর গজল খান খটক। আরো বললেন– ভারত স্বাধীন হবে কি হবেনা, সে তথ্য জানতে চেয়েছিলেন দিওয়ানে হাফেজের মাধ্যমে। জবাবে হাঁ সূচক ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। অপর এক বন্ধু বিষয়টি আরো গুছিয়ে বললেন, দিওয়ানে হাফেজ খোলার পরই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে দিওয়ানের দু'টি চরণ ভেসে উঠে।

یوسف گم گشته باز آید بکنعان غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور ـ

"ইউসুফে গুম গাশ্‌তে বাজ অয়াদ বে কেনুআন গাম মাখোর,
কুলবেয়ে আহ্‌জান শাওয়াদ রুজী গুলিস্তান গাম মাখোর।"

হারানো ইউসুফ কেনানে আবার আসিবে ফিরে, চিন্তা নেই।
দুঃখের এ কুঠির হবে একদিন ভরা ফুলবন, চিন্তা নেই।

বৃটিশের আধিপত্য থেকে ভারত একদিন স্বাধীন হবে, স্বাধীনতার ফুলে ফলে গুলবাগিচা মুখরিত হবে–এই ইঙ্গিত নাকি পাওয়া গিয়েছিল ঐ গণনায়। কবি রবীন্দ্রনাথের শিরাজ সফরের তারিখটি জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দু ও ফার্সী ভাষা বিভাগের অধ্যাপিকা কুলসুম আবুল বাশার। ইরান ও শিরাজ সফরের পর কবি নিজেই একটি বই লিখেছেন। কিন্তু বইটি আমার পড়ার সুযোগ হয় নি। পড়তে পারলে উল্লেখিত তথ্যগুলো সঠিক কিনা যাচাই করা যেত। দিওয়ানে হাফেজ নিয়ে ভাগ্য গণনায় আমি বিশ্বাস করি কি করি না, সে প্রশ্নের জবাব এখন দেব না, তবে এ ব্যাপারে আপনি বিশ্বাস করুন বা না–ই করুন, একটা কথা অবশ্যই আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। তাহলো, ফার্সী জানা যে কোন লোকের হৃদয়ে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে খাজা হাফেজ এক চিরস্থায়ী ও পবিত্র স্থান করে নিয়েছেন। ইতিপূর্বের আলোচনায় ইরানের পাঁচটি প্রধান প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মতামত জানতে পেরেছেন এ

www.pathagar.com

সম্পর্কে। এখন একই বিষয়ে ওস্তাদদের খতিয়ান নেব। অবশ্য এটা জরিপ আকারে নয়, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে। চমৎকার সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছে কেইহান ফারহাঙ্গী নভেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যা। এতে অংশ নেন ইরানের বাছাই করা কবি সাহিত্যিক ও হাফেজ বিশারদরা। পুরো সাক্ষাৎকারের তরজমা করতে পারলেই আপনাদের পরিতুষ্ট করা যেত। কিন্তু আবার বিরক্ত হয়ে পড়া বন্ধ করে দেবেন এই আশংকাও আছে। তাই সংক্ষেপে নির্যাসটুকু পেশ করব।

প্রশ্ন ছিল 'দিওয়ানে হাফেজ' নিয়ে 'ফাল' গ্রহণকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখেন। এতে মোটামুটি তিন ধরনের জবাব পাওয়া গেছে। অনেকের মত হলো–কোন কাজের ভবিষ্যৎ শুভঅশুভ নিয়ে জটিল সমস্যায় পড়ে গেলে দিওয়ানে হাফেজ সঠিক নির্দেশনা দেয়। দ্বিতীয় মতটি হলো 'ফালের' উপরে অকাট্যভাবে বিশ্বাস না রাখলেও মানুষের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মনে এর দ্বারা কিছুটা শান্তনা পাওয়া যায়। এই পাওয়াও কম নয়। তৃতীয় মত হলো– এসবের কোন ভিত্তি নেই। আল্লাহ্ ছাড়া কেউ অদৃশ্য জগতের খবর রাখেন না। আসল ব্যাপার হলো,লোকেরা দিওয়ানে হাফেজ উল্টায়ে মনমত জবাব না পেলে আবার উল্টায়। তাতেও মনঃপূত জবাব না পেলে আবার উল্টায়। তাতেও মনঃপূত জবাব না পেলে আবার দেখে। এভাবে মনমত কোন কবিতা পেয়ে গেলেই বলে যে–এটাই আমার ভাগ্য ফল। এগুলো বিশ্বাস করা যায় না। এই তিনটি মতের কোনটি আমার ও আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য তা নিজেদের জন্যে রিজার্ভ রাখলাম।

অসল কথা হলো, 'লিসানুল গায়েব' বা অদৃশ্য জগতের কণ্ঠস্বর বলতে ইরানীরা হাফেজ আর দিওয়ানে হাফেজকেই মনে করে। কয়েক বছর পূর্বে তেহরানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশনী 'আমীর কবির" যে 'দিওয়ানে হাফেজ' ছাপিয়েছে তার নাম দিয়েছে 'লিসানুল গায়েব।' দিওয়ানে হাফেজের পরিবর্তে এই 'লিসানুল গায়েব' সর্বমহলেই প্রচলিত। আমরা খাজার এ উপাধি আর 'ফাল' গ্রহণের প্রচলন সম্পর্কে সামান্য ঐতিহাসিক তথ্য নেব। এরপর দু'একজন বিশেষজ্ঞের ফালের ফলাফল এবং আমার ভাগ্যফল প্রকাশ করে দেব

'কেইহানে ফারহাঙ্গী'কে দেয়া সাক্ষাৎকারে জনাব মুহাম্মদ রেজা জালালী নাঈনীর বক্তব্য–'হিজরী ৯ শতকের প্রথম দিকে যখন দিওয়ানে হাফেজ বিন্যস্ত ও সংকলিত হয় তখন দিওয়ানে হাফেজ দিয়ে 'ফাল' গ্রহণের প্রচলন ছিলনা। এ কাজের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। দৃশ্যতঃ এটি হিজরী দশম শতকের আবিষ্কৃত প্রথা। খাজা হাফেজের মৃত্যুর ১১৬ বছর পর সুলতান 'হুসাইন বায়েকরার' ছেলে শাহজাদা আবুল ফাতাহ্ ফরিদুনের নেতৃত্বে সাহিত্যিক ও হাফেজ গবেষকদের একটি দল শাহজাদা ফরিদুনের সংকলিত দিওয়ানটি নতুন করে বিন্যস্ত করেন। সেই দিওয়ানের ভূমিকায় খাজাকে 'লিসানুল গায়েব' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এরপর থেকে এটি তার উপাধিতে

www.pathagar.com

পরিণত হয় এবং বাহ্যতঃ এই নাম অনুসারেই দিওয়ানে হাফেজ নিয়ে 'ফাল' গ্রহণের প্রচলন হয়। তবে কোন জিন্দা বা মুর্দা লোকই গায়েবী এলম রাখে না। আল্লাহ্ই আলেমুল গায়েব।'–নাঈনী।।

প্রসিদ্ধ হাফেজ গবেষক বাহাউদ্দীন খুররমশাহী বলেন–আমি হাফেজ গায়েবী কণ্ঠস্বর হওয়াতে বিশ্বাস রাখি। দিওয়ানে হাফেজের ফাল সঠিক হওয়ার ভূরি ভূরি প্রমাণ রয়েছে। এর একটি চমৎকার প্রমাণ হলো' আমার এক বন্ধুর ঘটনা। একদিন তারা কয়েকজন বসে সা'দী ও হাফেজসহ ফার্সী গজল রচয়িতাদের প্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। তন্মধ্যে 'ওয়াইসী' নামক এক ভদ্রলোক বললেন, আমি সা'দীকেই শ্রেষ্ঠ গজল রচয়িতা মনে করি, হাফেজকে না। এ নিয়ে বাদ প্রতিবাদের এক পর্যায়ে বন্ধু প্রস্তাব করলেন–জনাব ওয়াইসী! আপনি কি রাজী আছেন,এ ব্যাপারে স্বয়ং খাজা হাফেজের মতামত জানতে তিনি ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্ব না দিয়ে বললেন , তাতে কি আছে, প্রস্তুত আছি। এরপর বিশেষ নিয়মে 'দিওয়ানে হাফেজ' খোলার পর যে বিস্ময়কর জবাব পাওয়া গেল, তা ছিল খাজার কবিতার চারটি চরণ–

من ازجان بندهٔ سلطان اویسم
اگر چه یادش از چاکر نباشد

کسی نگیرد خطا بر نظم حافظ
که هیچش لطف در گوهر نباشد

মান আয জান বান্দায়ে সুলতান উয়াইসাম
আগারছে ইয়াদাশ আয চাকর না বাশাদ,
কেছি নগীরাদ খাতা বার নাজমে হাফেজ
কে হীচাশ লুতফ দর গাওহার না বাশাদ।

'আমি প্রাণ দিয়ে সুলতান 'ওয়াইসের' গোলাম,
যদিও চাকরের খবর মনিবের নেই।
হাফেজের কবিতায় সেই শুধু দোষ খুঁজে বেড়ায়
যার মধ্যে মনুষত্বের লেশমাত্র নেই'।

–দিওয়ানে হাফেজ গজল ঃ ১৬২।

শিরাজে অনুষ্ঠিত চারদিন ব্যাপী সম্মেলনের পরিচালক ও সভাপতি ডঃ সৈয়দ জাফর শহীদীর একটি সাক্ষাৎকারও আছে ঐ ম্যাগাজিনে। তিনি বলেন–হযরত আলীর (আঃ) বক্তব্যে ফালকে সত্য বলা হয়েছে। তবে এর অর্থ কোন 'কাব্যগ্রন্থ' নিয়ে ফাল গ্রহণ নয়। কিন্তু যে জিনিষটি আমি হাতে নাতে পেয়েছি, তাহলো অধ্যাপক মুজতবা

www.pathagar.com

মিনাবী যেদিন ইন্তেকাল করেন, সে দিনটি ছিল প্রচন্ড ঠান্ডা আর বরফে ঢাকা। জানাজায় শরীক হবার জন্যে যাব কি যাবনা, তা নিয়ে দোটানায় পড়ে গেলাম। হাফেজকে খুললাম আর এ কবিতাটি পেলাম–

قدم دريغ مدار از جنازهٔ حافظ
گرچه غرق گناه است ميرود بهشت

কদম দরীগ মাদার আয জানাযেয়ে হাফেজ
গারছে গারকে গুনাহ্ আস্ত মীরাওয়াদ বেহেশ্ত।

পিছপা হইও না হাফেজের জানাজায় যেতে
যদিও ডুবে আছে গোনাহে, যাবে বেহেশতে।

ইরান থেকে দেশে ফিরে যাব সিদ্ধান্ত নিয়েছি বিভিন্ন দিক চিন্তা করে। কিন্তু অফিস ছাড়তে রাজী না। বাড়ী থেকেও পরামর্শ আসছে 'এসোনা'। বিদেশে মোটা অংকের বেতন আর নামী–দামী চাকরী ছেড়ে বন্যা দুর্গত দেশে ফিরে যাবার পরামর্শ কে দেবে? কিন্তু মানুষ কি শুধু পয়সার জন্যে দুনিয়াতে এসেছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের দুনিয়া কাঁপানো ইসলামী বিপ্লবকে জানার ও বোঝার কাজ মোটামুটি হয়ে গেছে। ফার্সী সাহিত্যের সাথে পরিচয় ঘটেছে। এবার প্রতিভার বিকাশ প্রয়োজন জন্মভূমিতে বাংলা ভাষীদের মাঝে। এই সিদ্ধান্তের শুভ–অশুভ জানার কৌতূহল মিটানোর জন্যে টিপ দিলাম কম্পিউটারে। অমনি পর্দায় ভাসল আর কাগজে ছেপে বেরিয়ে আসল একটি কবিতা। যার প্রথম দু'টি চরণ–

رونق عهد شباب است دگر بستان را
ميرسد مژدهٔ گل بلبل خوش الحان را۔

'রওনকে আহ্দে শাবাব আস্ত দিগার বুস্তান রা
মীরাছাদ মুজ্দায়ে গুল বুলবুলে খোশ্ এল্হান্ রা।,

"যৌবনের দীপ্তি হাসে গুল বাগিচায় দেখরে চেয়ে
সুকণ্ঠ বুলবুলের তরে আসে ফুলের বার্তা লয়ে"।

–খাজা হাফেজ শিরাজী (রহ)।

www.pathagar.com

বাংলার প্রতি হাফেজের উপঢৌকন

শিরাজ নগরীতে খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজীর ৬০০ তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলন তখনো শেষ হয়নি। পারস্পরিক পরিচয়ের সময় এক ভদ্রলোক আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন -'আপনি কোন দেশের'। আমরা হাফেজের মেহমান। তাই রসিকতার সুরে খাজার ভাষায় জবাব দিলাম-

زین قند پارسی که به بنگاله میرود

'শেকার শেকান্ শাওয়ান্দ হামে তুতিয়ানে হিন্দ-" মিষ্টি মুখ হোক ভারতের তোতারা সবাই"। ভদ্রলোক মুখে হাসির রেখা টেনে বললেন, বুঝেছি, ভারতের লোক। বললাম-'জিন্ কান্দে পারছি কে বে বাঙ্গালা মীরাওয়াদ'-"পারস্যের মিছরি যে আজ বাংলায় যায়।" ভদ্রলোকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল আমি ভারতের নয় বাংলাদেশের নাগরিক। খাজা হাফেজের স্মরণে আয়োজিত সম্মেলনে এসে শিরাজের মাটিতে শিরাজের বুলবুলের ভাষায় নিজের ও দেশের পরিচয় দিতে পারা কি যে আনন্দপূর্ণ ছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়।

সম্মেলনে যত বক্তাই খাজা হাফেজের জীবন চরিতের দিকে ইঙ্গিত করেছেন, প্রত্যেকে ঐ কবিতার সূত্র ধরে ভারত বাংলা আর বাংলার তৎকালীন সুলতান গিয়াস উদ্দীনের কথা উল্লেখ করেছেন। সম্মেলন ছাড়াও কোন কোন সময় ইরানে সাহিত্যানুরাগীদের সাথে প্রথম পরিচয়ে তারা খাজা হাফেজের কবিতার এ দু'টি চরণ আবৃত্তি করে বাংলার মানুষ হিসেবে আমাকে আপন করে নিয়েছেন।

ফার্সী সাহিত্যে হাফেজ শিরাজী (রঃ) এক অমর প্রতিভা। তার কবিতাও তাই অমর। সেই সূত্রে বাংলার স্মৃতিও অমরত্ব লাভ করেছে ফার্সী সাহিত্যে। বাংলা সাহিত্য ও বাংলার মানুষের জন্যে এটি সত্যিই আনন্দের কথা। 'দিওয়ানে হাফেজে' এত সুনির্দিষ্টভাবে অন্যকোন দেশের নামোল্লেখ নেই,যার জন্যে তিনি হৃদয়ের অনুরাগ মিশিয়ে এত দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন। হাফেজ কেবল ইরানের কবি নন, বিশ্ব কবি। প্রাচ্য জগত ছাড়িয়ে পাশ্চাত্যেও তার ঐশ্বরিক চিন্তা-দর্শন নতুন দিক নিদের্শনা দিয়েছে। কিন্তু অনেক দেশ ও জাতি খাজার পরিচয় পেয়েছে তার ইন্তেকালের পর । এক্ষেত্রে বাংলার মানুষ বুক ফুলিয়ে বলতে পারে যে, হাফেজের জীবদ্দশাতেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। শুধু পরিচয় নয়, তার বিশ্বজনীন কাব্য প্রতিভার সঠিক মূল্যায়ন করতে পেরেছি। তাই নয়ন পেতে এই বিশ্ব বরেণ্য কবিকে বরণ করার জন্যে বাংলায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। কবি হাফেজও আমাদের এই আবদারকে ফেলে দেন নি,অপরাগতায়

www.pathagar.com

সুলতান গিয়াস উদ্দীনের নামে কবিতা লিখে ফার্সী ও বাংলার মাঝে চিরস্থায়ী সেতুবন্ধ রচনা করেছেন। বিষয়টিকে বাংলাদেশে নিযুক্ত ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাবেক রাষ্ট্রদূত জনাব গোলাম রেজা ইউসুফী এ ভাবে ব্যক্ত করেছেন–

> "ইরান ও উপমহাদেশ,বিশেষ করে বাংলাদেশের মধ্যে যে গভীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক বন্ধন গড়ে উঠেছে, কবি হাফেজ ছিলেন তার এক বিশেষ প্রতীক। তিনি উপমহাদেশ সফর করার জন্য দু'টি রাজকীয় আমন্ত্রণ লাভ করেছিলেন, তার একটি ছিল দাক্ষিণাত্যের সুলতান শাহ মাহমুদ বাহমানীর এবং অপরটি ছিল বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীন আজম শাহের। বিশ্বের এই অংশ সফর করার জন্যে তিনি মনস্থিরও করেছিলেন। কিন্তু সাইক্লোন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তিনি এই সফরে আসতে পারেন নি। তবে তিনি একটি 'কাসিদা' রচনা করে উপঢৌকন হিসেবে সুলতান গিয়াস উদ্দীনের কাছেপাঠিয়েছিলেন।–নিউজলেটার।।

পারস্যের বুলবুলকে বাংলার সবুজ–শ্যামল কাননে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে নিঃসন্দেহে সুলতান গিয়াস উদ্দীন বাংলা ও ইরানের সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে হাফেজের প্রভাব সম্পর্কে আমার জ্ঞান সীমিত। তবে একথা অকাট্যভাবে বলা যায় যে,সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এসে ১৮৩৭ সালে ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ভাষা ফার্সী রহিত করে ইংরেজী চালু করার পূর্বে বহু শতাব্দীকাল এবং এরপরও বহুদিন ধরে বাংলার ঘরে ঘরে ফার্সী কবিতা পঠিত হত। যার মধ্যে হাফেজের হৃদয়গ্রাহী গজলও অন্তর্ভূক্ত ছিল। এই সূত্র ধরেই এখনো আমাদের দেশের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক মহলগুলোতে খাজা হাফেজের কবিতাকে নিজস্ব মতের পক্ষে বলিষ্ঠ যুক্তি হিসেবে পেশ করা হয়। আমাদের বর্তমান সাহিত্যিক এবং সাহিত্যনুরাগীদের কাছেও খাজা হাফেজ একজন জাতীয় কবি হিসেবে সমাদৃত। কবির ৬০০ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় আয়োজিত সম্মেলনে সর্বস্তরের কবি সাহিত্যিকদের বিপুল উপস্থিতিই এ কথার পক্ষে বড় সাক্ষী। সেই উপস্থিতি দেখেই সম্মেলনের অন্যতম উদ্যোক্তা অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন–

> "আজকের উৎসবের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পেরেছি, আমাদের কবিরা হাফেজের মূল সূরকে আবিষ্কার করার জন্য কী তীব্র আকাংখা পোষণ করছেন।" তিনি আরো বলেন–"কবি হাফেজ আমাদের চিন্তায় ও মননে বহুকাল বিদ্যমান ছিলেন। বাংলা কবিতায় আবার তিনি নতুন করে জাগ্রত হচ্ছেন। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বাঙ্গালী মনীষায় হাফেজের প্রভাব ছিল অসীম। –নিউজলেটার,অক্টোবর ৮৮।।

বাংলা সাহিত্যে খাজা হাফেজের প্রভাব সম্পর্কে ঢাকায় আয়োজিত সেমিনারে ডঃ মাহমুদ শাহ্ কোরেশী যে মূল্যবান প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তা তেহরানে বসে পড়ার

www.pathagar.com

সুযোগ আমার হয়েছে। এ সম্পর্কে নিজ থেকে আলোচনা করার ইচ্ছা থাকলেও প্রয়োজনীয় সূত্র ও বই হাতে নেই। তাছাড়া ডঃ কোরেশীর প্রবন্ধটি তথ্যপূর্ণ এবং এ সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ বলেই মনে হয়। তাই সংক্ষেপিত আকারে তাঁর প্রবন্ধটি আপনাদের খেদমতে পেশ করব ইনশাআল্লাহ। প্রবন্ধটির কৃতিত্ব একান্তভাবে ডক্টর কোরেশীর (যিনি বর্তমানে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক।)

আমি জানি যে, হাফেজের ধর্মীয় দর্শন ও কবিতা আমার পিতার হৃদয়কে যতখানি অভিভূত করত, বৈষ্ণবদের দর্শন ও সঙ্গীত ততখানি করতে পারত না। হাফেজ ছিলেন তার ঐশ্বরিক অনন্দ। তিনি নিজে কবিতা লিখতেন না। হাফেজের কবিতাই তার সৃষ্টির আকাংখাকে পূরণ করতো। উপনিষদ তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করত এবং হাফেজ তার তৃষ্ণা মিটাতো।

—কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

www.pathagar.com

আধুনিক ভারতের জন্মদাতা রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ১৮০৪ সালে 'তোহফাতুল মুওয়াহ্হেদীন' (একেশ্বরবাদীদেরকে প্রদত্ত উপহার) নামে ফার্সী'তে একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। হাফেজের কবিতার দু'টি চরণ উদ্ধৃত করে রাজা তার সেই গ্রন্থের সমাপ্তি টেনেছিলেন।

مباش درپی آزار وهرچه خواهی کن
که در طریقت ما غیر ازین گناهی نیست

ম'বাশ্ দর পেয়ে আযার ওয়া হারছে খাহি কুন
কে দর তরিকতে মা গাইর আজিন গোনাহী নিস্ত।
কাউকে কষ্ট দেয়ার করোনা চেষ্টা আর যা চাও করো,
আমাদের ধর্মে যে এ ছাড়া আর পাপ নেই কারো।

'রাজা রাম মোহনের' বন্ধু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের পুত্র এবং তার সময়ের একজন বিখ্যাত ধর্ম সংস্কারক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফেজকে তার অভিন্ন হৃদয় হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তার দৃষ্টিতে হাফেজ শুধু একজন কবিই ছিলেন না, একজন আধ্যাত্মিক নেতাও ছিলেন। তিনি তার আত্ম জীবনীতে পূণঃপূণঃ হাফেজের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। হাফেজের গজল গাওয়ার সময় তিনি নাচতে আরম্ভ করতেন। তার স্বনামধন্য পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখায়ও একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন–

আমি জানি যে, হাফেজের ধর্মীয় দর্শন ও কবিতা আমার পিতার হৃদয়কে যতখানি অভিভূত করত, বৈষ্ণবদের দর্শন ও সঙ্গীত ততখানি করতে পারত না। হাফেজ ছিলেন তার ঐশ্বরিক অনন্দ। তিনি নিজে কবিতা লিখতেন না। হাফেজের কবিতাই তার সৃষ্টির আকাংখাকে পূরণ করতো। উপনিষদ তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করত এবং হাফেজ তার তৃষ্ণা মিটাতো। (বলা হয়েছে যে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহর্ষি পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন হাফেজের হাফেজ। তার মানে হাফেজের পুরো দিওয়ান তার মুখস্থ ছিল।)

রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলীর কবিতাগুলোতেও হাফেজের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। জীবনের শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ ইরান সফর করেন এবং হাফেজের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্যে তার পবিত্র মাজারে যান। একটি পুস্তকে তিনি তার এ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। উনিশ শতকের বাংলার একজন ধর্ম সংস্কারক কেশব চন্দ্র সেনও হাফেজের একজন ভক্ত ছিলেন। তিনি গিরিশচন্দ্র সেনকে হাফেজের কাব্য বঙ্গানুবাদ

www.pathagar.com

করার বাপারে উৎসাহিত ও সাহায্য করেন। পবিত্র কোরআন অনুবাদ করে গিরিশচন্দ্র সেন খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কবি হাফেজের বহু গজলও অনুবাদ করেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের (১৮৩৭–১৯০৫) সদ্ভাব শতক(১৮৬১) নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একটি কাব্যগ্রন্থ। এদেশে এ বইটির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পুস্তকটির অনেক কবিতাই দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্কুল পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এসব কবিতার অধিকাংশই হাফেজের গজল থেকে নেয়া। মজুমদারের কবিতাগুলো এখনো বেশ জনপ্রিয়। কারণ কবিতাগুলো আবৃত্তি করা ও মুখস্ত করা খুব সহজ।

বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকের কবিরাও– যেমন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিত লাল মজুমদার(১৮৮৮–১৯৬৭) ও যতীন্দ্র মোহন বাগচী হাফেজের বহু গজলের অনুবাদ করেছেন। তা ছাড়া ওমর খৈয়ামের কাব্য অনুবাদ করে খ্যাতি অর্জনকারী কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও হরেন্দ্র দেবও হাফেজের বহু রুবাইয়াৎ ও গজল বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। মনে রাখা দরকার যে,উপরোক্ত পাঁচ জন কবিই ছিলেন হিন্দু এবং তাদের সময়ে ফার্সী ভাষার চর্চা ছিলনা। কবি নজরুল ইসলাম(১৮৯৯–১৯৭৩) তার রুবাইয়াতে হাফেজ বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সেনাবাহিনীতে চাকুরী করার সময় ১৯১৭ সালে তিনি এক পাঞ্জাবী মৌলভী সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হন। তার কণ্ঠে "দিওয়ানে হাফেজের" কয়েকটি কবিতার আবৃত্তি শুনে তিনি ফার্সী ভাষা শেখার ব্যাপারে অত্যন্ত উৎসাহী হয়ে ওঠেন, যাতে তিনি কবিতাগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে পারেন। কিন্তু তখনও তিনি তার কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন নি। তবে, কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি ত্রিশটি গজল বাংলায় অনুবাদ করতে সক্ষম হন। এরপর পুত্রের রোগ শয্যায় বসে রুবাইয়াতের অনুবাদ শুরু করেন। যেদিন তিনি তার এই কাজ শেষ করেন সেদিনই তার পুত্রের মৃত্যু হয়। তিনি দুঃখ করে লিখেছেন–"আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে উপঢৌকন দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইরানের কবি সম্রাট হাফেজ বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীনের আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি। কিন্তু তিনি আমার আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারবেন না।"

নজরুল ইসলাম ৭৩টি রুবাই ফার্সী থেকে সরাসরি অনুবাদ করেন। তিনি হফেজের জীবনী নিয়েও আলোচনা করেন। নজরুল সময় পেলে হাফেজের পুরো দিওয়ান অনুবাদ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু সে সময় তিনি পান নি। তবু তিনি তার সময়ের, আজকের এবং আগামী দিনের বাংলাভাষী পাঠকদের জন্যে যে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এই সময়ে অরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হয়। তা হচ্ছে, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌র 'পারস্য প্রতিভা'। বইটিতে ফার্সী সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা করা

www.pathagar.com

হয়েছে এবং তাতে হাফেজ সম্পর্কেও একটি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। হাফেজ সংক্রান্ত আলোচনায় এই প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি একটি সাধারণ বিষয়।

বাংলা ভাষায় তিনটি 'দিওয়ানে হাফেজ' প্রকাশিত হয়েছে। এর একটির রচয়িতা হচ্ছেন, দক্ষিণ এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। ডঃ শহীদুল্লাহ্‌র 'দিওয়ানে হাফেজ' বাংলা ভাষার একটি অমূল্য প্রকাশনা এবং এ পর্যন্ত তার দু'টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। বইটির ৩৫ পৃষ্ঠাব্যাপী উপক্রমনিকাতেই ডঃ শহীদুল্লাহ্‌ তার প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এতে তিনি কবি হাফেজের সম্পর্কে পর্যালোচনা এবং সে ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা রয়েছে সেগুলোর ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারি, বাংলার মানুষ কিভাবে হাফেজকে গ্রহণ করেছে। তা'ছাড়া হাফেজের সময়ে ইরানের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল সে সম্পর্কেও আমরা তার আলোচনা থেকে একটা নিরপেক্ষ বিবরণ লাভ করতে পারি।

এরপর 'দিওয়ানে হাফেজ' এর অনুবাদ প্রকাশ করেন কাজী আকরাম হোসেন (১৮৯৬–১৯৬২)। ১৯৬১ সালে ঢাকার ৫১ নং হোসনী দালান রোড থেকে 'আজাদ প্রকাশনী' বইটি প্রকাশ করে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর কবি জসিম উদ্দীনের এক পরিচিতিমূলক মন্তব্য থেকে আমরা অবগত হই যে, লেখক দশ বছর পূর্বে 'দিওয়ানে হাফেজের' অনুবাদের কর্ম সমাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু সেটি মুদ্রণের জন্যে কোন প্রকাশক পাওয়া যায় নি। এক সন্ধ্যায় কাজী আকরাম হোসেন কবি জসিম উদ্দীন সহ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কবিতাটি তার সম্মুখে পাঠ করেন। তখন কবি জসিম উদ্দীন অনুভব করলেন, ইরানের এমনি এক বাগিচায় তিনি প্রবেশ করেছেন যেখানে বুলবুলরা শিরাজের শাশ্বত সংগীত গাইছিল এবং গোলাপরা সেই উপকথার যুগের সুন্দরী মহিলাদের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ ছড়াচ্ছিল। তিনি প্রখ্যাত কবি হাফেজের প্রগাঢ় অনুভূতির গভীরতায় নিমজ্জিত হলেন। তার মতে, কবি নজরুল ইসলাম রচিত কতক অনূদিত কবিতা ভিন্ন অন্যান্য যারা বাংলায় হাফেজের কবিতা অনুবাদ করেছেন কাজী আকরাম হোসেনের কর্মের সঙ্গে তাদের কারও কর্ম তুলনীয় নয়।

সম্প্রতি দু'জন আধুনিক কবি সুবাস মুখোপাধ্যায় এবং শক্তি বন্দোপাধ্যায় হাফেজের সাহিত্য কর্মাদি অনুবাদ করেছেন। এটা অবশ্যই একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, উভয়ে পশ্চিম বাংলার হিন্দু সম্প্রদায়ভূক্ত এবং তাদের একজন যথেষ্ট পরিচিত মার্কসবাদী। অপরজনও বস্তুবাদী কবি। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এ দু'সংস্করণ অধ্যয়ন করতে পারি নি। আমরা আমাদের গবেষণাকালে বাংলা সাময়িকীসমূহে হাফেজের আরো কতক অনুবাদক খুঁজে পেয়েছি। তারা হচ্ছেন, দেওয়ান নাসির উদ্দীন আহমদ,

www.pathagar.com

চন্ডিচরণ মিত্র, ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী,মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ ইসহাক, ইয়াসিন উদ্দীন আহমদ এবং সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়।

পূর্বের প্রবন্ধে যেমন উল্লেখ করেছি; এ প্রবন্ধটি সম্পূর্ণতঃ ডঃ মাহমুদ শাহ কোরেশীর। খাজা হাফেজের ৬০০তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকায় বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্র আয়োজিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ হিসেবে পাঠিত হয়। প্রবন্ধটি ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের সংবাদ বুলেটিন নিউজ লেটার, নভেম্বর ১৯৮৮ এর মারফত প্রবাসে আমার হস্তগত হয়। বাংলা ভাষায় হাফেজের প্রভাব সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ মনে করে তা সংকলন করা হলো।

শিরাজ নগরীতে খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজীর ৬০০ তম ওফাত বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সম্মেলন তখনো শেষ হয়নি। পারস্পরিক পরিচয়ের সময় এক ভদ্রলোক আমার কাছে জিজ্ঞেস করলেন –'আপনি কোন দেশের'। আমরা হাফেজের মেহমান। তাই রসিকতার সুরে খাজার ভাষায় জবাব দিলাম– শেকার শেকান্ শাওয়ান্দ হামে তুতিয়ানে হিন্দ–" মিষ্টি মুখ হোক ভারতের তোতারা সবাই"। ভদ্রলোক মুখে হাসির রেখা টেনে বললেন, বুঝেছি, ভারতের লোক। বললাম–'জিন্ কান্দে পারছি কে বে বাঙ্গালা মীরাওয়াদ'–"পারস্যের মিছরি যে আজ বাংলায় যায়।" ভদ্রলোকের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল আমি ভারতের নয় বাংলাদেশের নাগরিক। খাজা হাফেজের স্মরণে আয়োজিত সম্মেলনে এসে শিরাজের মাটিতে শিরাজের বুলবুলের ভাষায় নিজের ও দেশের পরিচয় দিতে পারা কি যে আনন্দপূর্ণ ছিল, তা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়।

www.pathagar.com

যে যুগে হাফেজের কাব্য চর্চা

শিরাজ সম্মেলনে ইরানের প্রবীণ সাহিত্যিক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ডক্টর মুহীত তাবাতাবায়ীর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সবার মন জুড়ায়। অশীতিপর বৃদ্ধ জনাব মুহীত তাবাতাবায়ী বলেন–একমাত্র খাজা হাফেজের আকর্ষণই আমাকে তেহরান থেকে শিরাজ এনেছে। তিনি বলেন, হিজরী ৭ম শতাব্দীতে ফার্সী সাহিত্যের বিশাল গগনে আমরা দু'টি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাই, মওলানা জালালুদ্দীন রুমী ও শেখ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে একমাত্র দেদীপ্যমান নক্ষত্র হলেন খাজা হাফেজ শিরাজী। কাজেই আমি হিজরী ৮ম শতাব্দীকে কবি হাফেজের শতাব্দী বলে নামকরণ করতে চাই। সাথে সাথে জনাকীর্ণ হল থেকে সমর্থন এলো বিপুল করতালির মাধ্যমে। সম্মেলন শেষে গৃহীত প্রস্তাবেও জনাব তাবাতাবায়ীর প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়। ১৫ মিনিটের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি খাজা হাফেজের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। বিভিন্ন লেখকের গবেষণার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন যে, খাজা হাফেজ ৭১০ থেকে ৭১৫ হিজরীর মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন। আর তার ইন্তেকাল হয় ৭৯১ বা ৭৯২ হিজরীতে।

আসলে খাজা হাফেজ শিরাজীর সঠিক জন্ম তারিখ সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণের সূত্রে জনাব খামেনেয়ীর মতে এই তারিখ হলো ৭২০ বা ৭২১ হিজরী। কেইহান ফারহাঙ্গীতে খাজা হাফেজের জীবনী সংক্রান্ত একটি প্রবন্ধে তার জন্ম সাল ৭১০ থেকে ৭১৫ এর মধ্যে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গবেষকদের উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে কোন একটি বিশেষ মতকে প্রাধান্য দেয়ার সুযোগ নেই। তবে মৃত্যুর সাল ৭৯১ বা ৭৯২।এ ব্যাপারে সবাই একমত এবং অধিকাংশের বক্তব্য ৭৯২ এর পক্ষে। মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ বড় বিবেচ্য নয়, তাদের চিন্তা, দর্শন ও আবেদনের গুরুত্বই আমাদের কাছে প্রধান। কারণ, মনীষীরা কোন কালের সীমারেখায় বা ভৌগলিক সীমানায় আবদ্ধ নন। তারা কালজয়ী ও দেশবিজয়ী। দুনিয়ার সব দেশের সব মানুষের মনে তাদের স্থান। এরপরও জ্ঞানী মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ জানার জন্যে মানুষ আগ্রহী হয় তাদের সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে জানার জন্যে। তখনকার দিনে সমাজের পরিস্থিতি ও কৃষ্টি–সংস্কৃতি কিরূপ ছিল এবং জ্ঞানী মনীষীরা সে পরিস্থিতিতে কোন ধরনের ভূমিকা ও কর্মনীতি গ্রহণ করেছিলেন, তা জানার জন্যে আমাদের মন আকুল হয়ে থাকে। আমাদের সমাজে আমাদের ভূমিকা নির্ণয়ের তাগিদেই এই আকুলতা। এ ক্ষেত্রে খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজীর সমকালীন পরিস্থিতির একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

www.pathagar.com

পাই জনাব খামেনেয়ীর ভাষণে। তিনি বলেন–'হাফেজের কবিতা তার জীবদ্দশাতেই খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। তার সময়টি ছিল রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইরানের ইতিহাসের নিকৃষ্ট সময়। প্রকৃতই ইতিহাসে এমন কোন এলাকা বা সময়ের কথা লিপিবদ্ধ আছে কিনা আমার জানা নেই–যে সময় বা এলাকাটি হাফেজের সময়কার শিরাজের মতো ধ্বংসযজ্ঞসহ বিভিন্ন রকমের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন ছিল। এই অধ্যায়টির শুরু এবং হাফেজের সময়কার রাজত্বের সূচনা যদি শাহ শেখ আবু ইছহাক ইনজুর রাজত্বকালকেই ধরি, তাহলে তখন ছিল হাফেজের যৌবনকাল। ৭৪০ হিজরীর পরেই শেখ ইনজুর রাজত্বকাল শুরু হয়। হাফেজের জন্মকাল যদিও সুনির্দিষ্টভাবে জানা নেই, তবে ৭২০ হিজরী বা এর কাছাকাছি সময়কে খাজার জন্মকাল হিসেবে ধরা যেতে পারে। ঐ সময় হাফেজ ছিলেন বিশোত্তীর্ণ যুবক। এই বাদশাহও ছিলেন যুবক,সৌন্দর্যপ্রিয়, সম্ভবত বিলাসপ্রিয় কবি ও সাহিত্য অনুরাগী। হাফেজের কবিতায়ও তার প্রশংসা পাওয়া যায়। তিনি কেরমানে আমীর মোবারেজুদ্দীন ও অন্যান্যদের সাথে লড়াই করেছেন। অর্থাৎ লোকটিও শিরাজে কেবল শাসনকার্য চালানোর উদ্দেশ্যেই মসনদে বসেন নি, বরং বহু যুদ্ধও করেছেন। এসব যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত মুজাফফর বংশীয়দের বিজয় হয় এবং মোবারেজুদ্দীন মুহাম্মদ মুজাফফর ক্ষমতাসীন হয়। আর তার হাতে শেখ আবু ইছহাক পরাজয় বরণ করেন এবং পরে পলায়ন করেন। শেষ পর্যন্ত নিহত হন। মুজাফফর বংশীয়দের শাসনকাল ৭৯৫ সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। মুজাফফর বংশীয়রা ছোট বড় সবাই পাইকারীভাবে তৈমূর লং এর হাতে নিহত হয়। মুজাফফর বংশীয়রা প্রায় ৪০ বছর শাসন চালায়। খুব সম্ভব এই সময়েই অর্থাৎ ৭৯১ বা ৭৯২ হিজরীতে খাজা হাফেজ ইন্তেকাল করেন। অধিকাংশের মত হলো ৭৯২। এই ৪০ বছরে ঐ পরিবারের কয়েকজন বাদশাহ ক্ষমতায় আসেন। পরিবারটি ছিল আশ্চর্য রকমের। তৈমূর লংকে বলা হয় যে,এই পরিবারকে দুরাচার থেকে রক্ষা কর। কেননা, এদের মধ্যে শান্তি নেই, ভাই ভায়ের সাথে,ছেলে পিতার সাথে, পিতা পুত্রের সাথে, চাচাতো ভাই চাচাতো ভাইএর সাথে,চাচার সাথে ভ্রাতুষ্পুত্র– এরা পরস্পর এমন কাটাকাটি ও রক্তারক্তি করেছে,একে অপরের চোখ খুলে নিয়েছে এবং পরস্পরকে বন্দী করেছে, যার কোন সীমা পরিসীমা নেই। এরা ক্ষমতায় থাকলে সেই দুরাচারই অব্যাহত রাখবে। এ ইতিহাস শুনলে হয়ত মানুষ ভাবতে শুরু করবে যে, এ ধরনের একটি রিপোর্ট তৈমূর লংকে দেয়া উচিত হয়েছে। আমীর মোবারেজুদ্দীনকে তার ছেলে শাহ সুজা অন্ধ করে দেয় এবং পরে হত্যা করে। বহু বছর শাসন চালানোর পর শাহ সুজাকে তার ভাই বিতাড়িত করে। দু'এক বছর পর পুনরায় শিরাজের ক্ষমতায় ফিরে আসেন। তিনিও তার ভাইকে নির্বাসিত করেন। তার কোন কোন ভাইকে হত্যা করেন। নিজের কোন কোন ছেলের চোখ খুলে নেন। শেষ পর্যন্ত নিজেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তার ছেলে শাহ্ জয়নুল আবেদীন ক্ষমতায় আসেন। তিনিও চাচাতো ভাই শাহ

www.pathagar.com

মনছুরের হাতে নিহত হন। এই শাহ মনছুরই ছিলেন মুজাফফর বংশের সর্বশেষ রাজা। শিরাজের মরু প্রান্তরে তৈমূর লং এর বাহিনীর হাতে তিনি ও তার সঙ্গীরা নিহত হন। আপনারা লক্ষ্য করুন যে, এই চল্লিশ বছরে কি পরিমাণ কাটাকাটি ও যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছে। এই চরম গোলযোগপূর্ণ পরিস্থিতি শিরাজে বিরাজমান ছিল আর এই পরিস্থিতির মধ্যেই হাফেজ তার ৪০–৪৫ টি বছর অতিবাহিত করেন।' –সৈয়দ আলী খামেনেয়ী।

জনাব খামেনেয়ীর ভাষণের এ অংশে আমরা খাজা হাফেজ শিরাজীর সময়কার দারুণ গোলযোগপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা চিত্র পেলাম। এই বিবরণটির পর আমাদের মনে আরো বিস্ময় জন্মে যে, কোন আবে হায়াত পান করার কারণে কবি হাফেজ এরূপ এক চরম পরিস্থিতিতে কাব্য চর্চা করে বিশ্বের বুকে অমর হয়েছেন? রক্তের হুলি খেলার মধ্যে তার কলম থেকে কিভাবে প্রেম, ভালবাসা, ফুল, বুলবুল ও সৌন্দর্যের জয়ধ্বনি নিসৃত হয়েছে? আরো একটুখানি উদ্ধৃতি দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করছি।

হাফেজ সে যুগেরই আলেম ছিলেন। আর্থাৎ লেখাপড়া করেছেন, মাদ্রাসায় গেছেন। ফিকাহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র), হাদীস, কালাম (ন্যায়শাস্ত্র), তাফসীর,ফার্সী সাহিত্য প্রভৃতিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন। এমন কি জ্যোতিষ বিজ্ঞানের যে সব পরিভাষা (দিওয়ানে) ব্যবহার করেছেন, তাতে মনে হয় যে, এই শাস্ত্রেও তার হাত ছিল। এই আলেম কখনো ধর্মব্যবসা, বুজুর্গী বিক্রি ও জ্ঞান বিকানোর কাজে লিপ্ত হননি। যদিও ঐ যুগে এসব কাজের প্রচলন ছিল। এই আলেম (হাফেজ) জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে অধ্যাত্মিকতার পথে পরিভ্রমণ করেছেন। যদিও তার পীর কে ছিলেন বা কোনো বিশেষ 'সুফী তরিকা' অনুসরণ করেছেন কিনা তা কারো জানা নেই । তবে তিনি সুযোগ্য পীর ছাড়া এই প্রেমের পথে যেতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন যে, এভাবে একাজে শতবার চেষ্টা করেও আমি ব্যর্থ হয়েছি।

–জনাব সৈয়দ আলী খামেনেয়ীর শিরাজ সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ, দৈনিক কেইহান, তেহরান,১ ডিসেম্বর ১৯৮৮।

www.pathagar.com

গ্যেটে ও হাফেজ

পাশ্চাত্য দুনিয়ার মহান কবি ও চিন্তাবিদ জোহন ওয়েলফ গঙ্গ গ্যেটে (১৭৪৯–১৮৩২) তার সাহিত্য ও চিন্তার জগতের সকল অধ্যায়েই বিজাতীয় ভূখন্ডগুলোর সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলোকে তিনি কবিতায় ছন্দবদ্ধ করে গেয়েছেন অথবা এর উপর গবেষণা চালিয়েছেন। যৌবনকাল থেকেই গ্যেটে প্রাচ্য জগৎ এবং প্রাচ্যের সাহিত্যের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত ছিলেন। পবিত্র কুরআনের অনুবাদ তিনি পড়েছিলেন। 'এক হাজার এক রাতের' গল্পগুলো সম্পর্কে তার জানা ছিল। ভল্টায়ার প্রণীত নাটক মুহাম্মদ (সঃ) এর তিনি অনুবাদ করেন। এরপর ঐ নামে নিজেই একটি 'ড্রামা' রচনা করেন। অধিকন্তু তিনি ইউরোপীয় পরিব্রাজকদের সফরনামা বিশেষ কৌতুহল নিয়ে অধ্যয়ন করতেন। এ সম্পর্কে তার নিজস্ব মত পৃথক করে নোট বা প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করতেন। ইতালীয় পর্যটক "দেলাভেলা" (সপ্তদশ শতাব্দী) এর সফরনামাকে তিনি যেভাবে মুল্যায়ন করেন, তা ছিল তখনকার ইরানে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের দূরাচারের একটি সুন্দর চিত্র এবং জার্মান ও ইউরোপীয় শাসকদের সতর্ক ও সজাগ হবার জন্যে একটি উপদেশনামা । তার স্মৃতিকথায় বিষয়গুলো তিনি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্যেটে তার স্বদেশী পর্যটক শেখ সা'দীর গুলিস্তানের অনুবাদক অলিভাবিয়াসকে (১৫৯৯–১৬৭১)একজন কর্মঠ ব্যক্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন। যিনি তার ভাষায় 'আমাদের জন্যে তার সফর থেকে অত্যন্ত শিক্ষনীয় ও সংরক্ষণযোগ্য তথ্য নিয়ে এসেছেন। ১৮ ও ১৯ শতকের ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদরা প্রাচ্য জগতের বিভিন্ন জাতি, বিশেষতঃ ইরানীদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যেসব বৈজ্ঞানিক গবেষণাকর্ম প্রকাশ করতেন, গ্যেটে সেগুলোকে সমালোচনা অথচ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে দেখতেন এবং ইউরোপের আরবতত্ত্ব বিজ্ঞানের জনক ও ১৮১০ সালে আরবী ভাষা শিক্ষারীতি (গ্রন্থের) রচয়িতা 'সিলুসটার ডুকাসী'(১৭৫৮–১৮৩৮)এর রচনাবলীর সাথে ভালভাবে পরিচিত ছিলেন। এমন কি তার কাব্যগ্রন্থকে এই ফরাসী প্রাচ্যবিদের নামে উৎসর্গ করেন। গ্যেটে প্রাচ্য দুনিয়ার ইসলামী জ্ঞান ভান্ডারের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে ফার্সী কবিতার প্রতিই অধিক আসক্ত ছিলেন। নেজামী ও জামীসহ ফার্সী ভাষার অন্যান্য কবিদের যেসব কবিতা তার হস্তগত হতো সেগুলোকে গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়তেন এবং সেখান থেকে ভাব সঞ্চয় করতেন। ১৮১৪ সালে যখন গ্যেটের রচনাবলীর প্রকাশক ইরানী কবি শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ শিরাজীর দিওয়ানটি তার কাছে প্রেরণ করেন, তখন যেন কবির দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো। তিনি মাতোয়ারা হয়ে চিরন্তন প্রেমের শরাব পান করলেন। এ সম্পর্কে গ্যেটে লিখেছেন

www.pathagar.com

'হঠাৎ প্রাচ্যের আসমানী খুশবু এবং ইরানের পথ-প্রান্তর থেকে প্রবাহিত চিরন্তন প্রাণসঞ্জীবনী সমীরণের সাথে পরিচিত হলাম। আমি এমন এক অলৌকিক ব্যক্তিকে চিনতে পেলাম, যার বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব আমাকে আপাদমস্তক তার জন্য পাগল করেছে।' তিনি তখনো ঐ দিওয়ানের কয়েক পাতা পড়ে শেষ করেন নি, এমন সময় মনের অজান্তে তার প্রশংসা কীর্তন শুরু করলেন এবং গ্রন্থটি আবার প্রথম থেকে পড়া আরম্ভ করলেন। কেননা তার ভাষায় *'হঠাৎ এমন এক রচনার সম্মুখীন হয়েছি, যার সমকক্ষ রচনা ঐ দিন পর্যন্ত আর কোথাও দেখি নি।'*

এটি ছিল কোন ইউরোপীয় ভাষায় দিওয়ানে হাফেজের প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ। অনুবাদটি অস্ট্রীয় প্রাচ্যবিদ ও ওসমানী সম্রাটের দরবারে অস্ট্রীয়ার (পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত) রাজদূত জোসেফ হেমার পুরগেস্টাল'(১৭৭৪-১৮৫৬) এর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। শিরাজের সৌভাগ্যবান কবি হাফেজ, যাকে প্রাচ্য জগতের সাহিত্য অঙ্গনে সবাই কাব্য ও গজলের পাকা ওস্তাদ হিসেবে বরণ করেছিল- ইউরোপে প্রাচ্যতত্ত্ব নিয়ে গবেষণাকর্মের শুরুতেই প্রাচ্যের অন্য যে কোন কবির চাইতে অধিক ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করেন। মেনিনস্কী Meninski হেমার এর ১৩৫ বছর পূর্বে হাফেজের একটি গজল ইংরেজীতে অনুবাদ করেছিলেন (১৬৮০সালে)। এটি ছিল কোন ইউরোপীয় ভাষায় হাফেজের কবিতার প্রথম অনুবাদ। এরপরেও খাজা হাফেজের বিখ্যাত ও বাছাইকৃত গজলসমূহের তরজমা ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় প্রকাশিত হয়। যেমন দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদ জোহন হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) লিখেছেন যে, হাফেজের কবিতাসমূহ পর্যাপ্ত পরিমাণে আমাদের হাতে রয়েছে।

ঐ সময়টি ইউরোপে বৈজ্ঞানিক চিন্তা গবেষণার যুগ হিসেবে প্রসিদ্ধ। তখন গ্যেটের খ্যাতি ছিল সবার উর্ধে। কাউকে তিনি নিজের সমকক্ষ হিসেবে স্বীকার করতেন না। কোন ব্যক্তি বা রচনার প্রশংসাই তখন তিনি করতেন না। তার সমকালীন কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক ও মনীষী ক্যান্ট, হেগেল,ভন্ট্যায়ার, হার্ডার বেটহুভেন,সেলিঙ্গ, সীলার, ল্যাসিঙ্গ এম্পার, কার্লাইল,হুগো প্রমুখ সবার খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। বস্তুতঃ যে সময়ে ইউরোপের সাহিত্য ও সংস্কৃতির অঙ্গন গ্যেটেকে সাহিত্য জগতের প্রশ্নাতীত অধিশ্বর মনে করত এবং তার সমকালীন মহামনীষীরা তাদের শ্রেষ্ঠ রচনা ও কবিতাকে সর্ব প্রথম তার নামে উৎসর্গ করতেন আর কবির সাক্ষাৎ লাভের আশা পোষণ করতেন, তখন তিনি হঠাৎ হাফেজের আসমানী বাণীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে *"একটি সময়ের জন্য সবাইকে এবং সবকিছুকে ভুলে যান এবং নিজেকে ফার্সী ভাষার এই কবির ক্ষুদ্র ভক্ত বলে অনুভব করেন।"* তিনি হাফেজের প্রেম অনুভূতি ও অধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ৭০ বছর বয়সে ১৮১৯ সালে পাশ্চাত্যের প্রাচ্য দিওয়ান(Goethes west ostlicher divan) রচনা করেন। গ্যেটের প্রাচ্যদিওয়ান হচ্ছে

www.pathagar.com

বিখ্যাত নাট্য কাব্য ফাউস্ট (Faust) এর পর কবির সবচে গুরুত্বপূর্ণ রচনা। বর্তমানে আমরা এই বিখ্যাত জার্মান দার্শনিকের ২৪০তম জন্ম বার্ষিকী আর খাজা হাফেজের ৬০০ তম মৃত্যু বার্ষিকীর মধ্যে সময়ের এক সুন্দর মিলন প্রত্যক্ষ করছি। গ্যেটের প্রাচ্য দিওয়ানে ইরানীদের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চমৎকার বর্ণনা রয়েছে। এ কারণে রচনার পর থেকেই গ্রন্থটি ইউরোপীয় কবি ও সাহিত্যিকদের বিশেষ মনযোগ আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি রচনার ১৫০ বছর পরও তা জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে একটি জ্ঞান ও গবেষণার সূত্র হিসেবে অধ্যয়ন করা হয়। ১৯৬৫-৬৬ সালে হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য ফ্যাকাল্টির প্রধান অধ্যাপক কার্ল লুডভিক স্নাইডার ইরান বিশারদ অধ্যাপক ওলফ গঙ্গ লেন্টস এর সহযোগিতায় গ্যেটের প্রাচ্য দিওয়ানটি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। বহু বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৪ সালে প্রফেসর লিন্টস গ্যেটের ২২৫তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে শিরাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় বলেন, গ্যেটের প্রাচ্য দিওয়ান দু'ভাগে বিভক্ত। এক অংশ কবিতা, অপর অংশ গদ্য ও স্মৃতিকথা। "--- গ্যেটের মতে হাফেজ প্রাচ্য জগতের বিশেষ চিন্তা দর্শনের অধিকারী হওয়ার কারণে-যার প্রতিফলন তার গজলে পরিস্ফুট, তিনিই একমাত্র প্রাচ্য কবি, যিনি নিজের অমর চিন্তাধারা ও অধ্যাত্মিক ভাবঐশ্বর্যকে কবিতার উচ্চাঙ্গের অলংকারে ও কাব্যিক-কল্পনা শৈলীর সাহায্যে আতি সুন্দর ও চূড়ান্ত কৃতিত্বের সাথে সুন্দরতম শব্দের সংযোজনে ছন্দবদ্ধ করতে পেরেছেন। গ্যেটের দৃষ্টিতে হাফেজের গজলে শ্লোকসমূহের পরম্পরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। যে জিনিষটি অধিক গুরত্বপূর্ণ এবং যা গ্যেটেকে হাফেজের প্রশংসায় বাধ্য করেছে, তা হলো উচ্চাঙ্গের ভাব ও বিষয়, সাবলীল ভাষা, সুন্দর শব্দ, ছন্দ,সঙ্গীত ও কবিতা- যা হাফেজের গজলে চূড়ান্ত শিল্প সৌন্দর্য নিয়ে প্রতিভাত হয়েছে। আর হাফেজ ছাড়া কোন কবিই কোন যুগে, আগের হোক বা পরের, কখনো হাফেজ কবিত্বের যে মর্যাদায় আসীন ছিলেন, তাতে পৌছুতে পারবে না।
-গ্যেটে ও ইরানের সাথে তার সম্পর্ক; ওলফ গঙ্গ লিন্টস্।

এখানে গ্যেটের একটি বক্তব্য দিয়ে আমাদের আলোচনা শেষ করতে চাই।

"হে হাফেজ তোমার বাণী চিরন্তনের মত মহান। কেননা, তার জন্যে আদি ও অন্ত নেই। তোমার ভাষা আসমানের গম্বুজের মতো একাকী নিজের ওপরই স্থিত। তোমার গজলের অর্ধেকটায় বা প্রথম কলিতে কিংবা অন্য কোন অংশের মধ্যে মোটেও পার্থক্য করা যায় না। কেননা, এর সবটাই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার নির্দশন। একদিন যদি পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে যায়,হে আসামানী হাফেজ! আমার প্রত্যাশা যে, একমাত্র তোমার সাথে ও তোমার পাশে থাকব। তোমার সঙ্গে শরাব পান করব। তোমার মতই প্রেমে আত্মহারা হবো। কেননা এটাই আমার জীবনের গৌরব ও বেঁচে থাকার পাথেয়।"

www.pathagar.com

এটি তেহরানের 'কেইহানে ফারহাঙ্গী' নভেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যায় আবদুল করিম গোলশানীর লেখা ' গ্যেটে ও হাফেজ' শীর্ষক প্রবন্ধের অনুবাদ। ইউরোপীয় মনীষীদের নাম ইরান এসে ফার্সীতে রূপান্তরিত হয়ে পুনরায় বাংলায় গিয়ে উচ্চারিত হওয়ায় বানানে ভুল থাকার সম্ভাবনা দূর করা গেল না। জনাব আব্দুল করিম গোলশানী তার প্রবন্ধের যেসব সূত্র উল্লেখ করেছেন,তা অনুল্লেখ রেখে আমি কেবল প্রমানসূত্র হিসেবে তাঁর ও কেইহানে ফারহাঙ্গীর নাম জুড়ে দিলাম – ওয়াস্‌সালাম।

'রওনকে আহ্‌দে শাবাব আস্ত দিগার বুস্তান রা
মীরাছাদ মুজ্‌দায়ে গুল বুলবুলে খোশ্‌ এল্‌হান্‌ রা।,
"যৌবনের দীপ্তি হাসে গুল বাগিচায় দে খরে চেয়ে
সুকণ্ঠ বুলবুলের তরে আসে ফুলের বার্তা লয়ে"।
—খাজা হাফেজ শিরাজী (রহ)।

www.pathagar.com

খাজা হাফেজ সম্পর্কে আরো তথ্য

ইরানের বুলবুল খাজা হাফেজ শিরাজী এখনো ইতিহাসের দৃষ্টির আড়ালে। ক্ষণে দেখা দেন, ক্ষণে লুকিয়ে যান। অর্থাৎ নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তার পুরো জীবনী কারো জানা নেই। ঢাকার বাংলা একাডেমী অধ্যাপক মনসুর উদ্দীনের(১৯০৩-১৯৮৭) ইরানের কবি নামক যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে:, তাতেও হাফেজের জীবনী সম্পর্কে তথ্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব হয় নি। খাজার ৬০০ তম মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে তেহরান থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন "কেইহান ফারহাঙ্গী' হাফেজের চিন্তা, দর্শন ও কবিতার চুলচেরা বিশ্লেষণ করলেও তার বিস্তারিত জীবনী আলোচনা করতে পারে নি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া খাজা হাফেজের জীবনীর কয়েকটি দিক ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। বিশেষতঃ বাবাকুহী পাহাড়ে গিয়ে তার সিদ্ধি লাভ এবং তখনকার শিরাজ নগরীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও খাজার জ্ঞান-মনীষার আলোচনা ইতিমধ্যে হয়েছে। এখানে খাজা হাফেজের জীবনীর আরো কিছু বিবরণ দেয়ার চেষ্টা করছি ফরিদ ভায়ের গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে।

হাফেজ শিরাজীর পুরো নাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ। তবে তাকে হাফেজ নামেই ডাকা হতো। কেননা ,তিনি কুরআন মজিদ পুরো হেফজ করেছিলেন। কুরআন মজিদের ওপর তার পূর্ণ দক্ষতা ও খোশ এলহানের কারণে তাকে তার সমসাময়িক কালের একজন পীর মুর্শিদ 'হাফেজ' উপাধি দান করেন। এ ব্যাপারে 'দিওয়ানে হাফেজে' তিনি নিজেই গেয়েছেন-

ندیدم خوشتراز شعر تو حافظ۔
بقرانی که اندر سینه داری

'না দিদাম খুশতার আজ শেরে তো হাফেজ
বে কুরআনী কে আন্দর সিনে দারী।'

হাফেজ!তোমার চেয়ে সুন্দর গান দেখি নাই আর কারো
তোমার বুকের লুকানো কোরান সে তো সুন্দর আরো।'

হাফেজ শিরাজীর দাদা ছিলেন ইরানের ইস্পাহান প্রদেশের 'কুপাই'র অধিবাসী। কিন্তু আতাবক শাসনামলে বিশেষ কারণে তিনি ফারছের রাজধানী শিরাজ গিয়ে রুকনাবাদ মহল্লায় বসবাস শুরু করেন। হাফেজ শিরাজীর পিতার নাম ছিল বাহাউদ্দীন। বাহাউদ্দীনের সর্ব কনিষ্ট ছেলে হচ্ছেন শামসুদ্দীন মুহাম্মদ। খাজা হাফেজের গজল থেকে যতদূর প্রতীয়মান হয়,তার সন্তানগণ শৈশব কালেই মারা গিয়েছে। একমাত্র শাহ্

www.pathagar.com

নেয়ামতই জীবিত ছিলেন। তিনি তৎকালীন সময়ে হিন্দুস্তান সফর করেন এবং বুরহানপুর শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। খাজা হাফেজ তার স্ত্রী 'শাখনাবাত' এর মৃত্যুতে দারুণভাবে শোকাহত হয়ে বিভিন্ন শ্লোক রচনা করেন, যার একটি হলো–

آن یار کزو خانه ما جای پری بود
سرتا قدمش چون پری از عیب بری بود۔

"অন ইয়ার কেজু খানেয়ে মা জায়ে পরি বুদ,
ছার তা কদমশ্ চুন পরি আজ আইব বরি বূদ।'

"প্রেয়সী মোর ছিল যে হায় পরীর মতো অপসরী
পা থেকে তার কেশাগ্রতক নিটোল যেন ঠিক পরী।"

খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ তার সন্তানদের মৃত্যুতেও খুবই শোকাহত হয়েছিলেন এবং শোকাতুর গজল রচনা করেছেন। তার এক সন্তানের শোকে গেয়েছেন–

قرت العین آن میوهٔ دل یادش باد
که چه آسان بشد وکار مرا مشکل کرد۔

কুররাতুল আইনে মান অন মেওয়ে দিল ইয়াদশ বাদ
কে ছে আছান বেশুদ ওয়া কারে মরা মুশকিল করদ।

মোর নয়ন মনি দীলের মেওয়া তাহার তরে কাঁদে প্রাণ
হাসতে হাসতে গেল চলে, শোকে আমি মূহ্যমান।

খাজা হাফেজের পিতা তাকে শিশু অবস্থায় রেখেই ইন্তেকাল করেন। জীবিকা নির্বাহের জন্যে তিনি একটি রুটির দোকানে কাজ নেন। সেখানে শেষ রাত পর্যন্ত তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। রুটির দোকানে যাওয়ার পথেই ছিল একটি মকতব। প্রত্যহ ঐ মক্তবের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাফেজের মনে দ্বীনী শিক্ষা অর্জনের স্পৃহা বৃদ্ধি পেতে থাকে। রুটির দোকানে কাজের পাশাপাশি তিনি ঐ মক্তবে ভর্তি হয়ে কুরআন মজিদ শিক্ষা ও লেখাপড়ার প্রতি মনযোগী হন। হাফেজ তার রুটির দোকানের আয়কে চারভাগে ভাগ করে নিতেন। একভাগ তার বিধবা আম্মাজান,দ্বিতীয় ভাগ ওস্তাদ ও তৃতীয়ভাগ ফকীর মিছকীনদের দিয়ে বাদবাকী চতুর্থভাগ নিজের জন্যে খরচ করতেন। কিছুদিনের মধ্যে আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমতে শামসুদ্দীন মুহাম্মদ অতি সুন্দর ভাবে কুরআন মজিদ মুখস্ত করে হাফেজ হন এবং লেখাপড়ায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। উল্লেখ আছে যে, তিনি চৌদ্দটি পদ্ধতিতে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেছেন–

www.pathagar.com

زحافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد
لطایف حکمی‌ونکات قرانی

'যে হাফেজানে জাহান ছুবন্দে জাম না কারদ
লতায়েফে হুকমী বা নেকাতে কোরআনী।'

"জগতের মাঝে এমন হাফেজ পাবেনা কো খুঁজে,
আমার মত যে কুরআনের তত্ত্বে দর্শন বুঝে।"

দেশ ভ্রমণের আমন্ত্রণ

খাজা হাফেজের কাব্য প্রতিভা বিকাশের কিংবদন্তী আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। তাই পুণরাবৃত্তি করছি না। হাফেজের গজলের মন ভুলানো সুর লহরী যখন দেশে ছড়িয়ে পড়ল, তখন বিভিন্ন দেশের রাজা বাদশাহ্‌রা তাকে সফরের আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। কিন্তু খাজা হাফেজ শিরাজের মধ্যে অবস্থানকে দেশ ভ্রমণের চাইতে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এ সম্পর্কে হাফেজ নিজেই বলেছেন –

"রুকনাবাদের পানি আর মুছল্লার সমীরণ
দেয় না যেতে কোথাও করিতে ভ্রমণ।"

একবার ভারতের দাক্ষিণাত্যের সুলতান শাহ মাহমুদ বাহমানী হাফেজের গজলে বিমোহিত হয়ে হাফেজকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানান। খাজা হাফেজও দাক্ষিণাত্য সফরের উদ্দেশ্যে হরমুজ পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যগামী সুলতান বাহমানীর জাহাজে আরোহণের পরপরই উপসাগরে এক ঝড় তুফান দেখা দেয়। সমুদ্রের এই সাইক্লোনের দৃশ্য দেখে খাজা সফরের আশা ত্যাগ করে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে আসেন। আর শাহ মাহমুদের জন্যে একটি গজল রচনা করে পাঠিয়ে দেন। খাজা হাফেজকে বাংলার তৎকালীন শাসনকর্তা সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজমশাহও দাওয়াত করেছিলেন। একটি গজলের প্রথম চরণ লিখে তিনি উপঢৌকন সহ হাফেজ শিরাজীর কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন, যাতে তিনি সুলতানের আমন্ত্রণ রক্ষা করেন এবং গজলটি সম্পূর্ণ করে দেন। খাজা হাফেজ সুলতান গিয়াসুদ্দীনের প্রেরিত গজলের প্রথম চরণ অবলম্বনে একটি বিখ্যাত গজল রচনা করেন– যা দিওয়ানে হাফেজে সন্নিবেশিত রয়েছে। গজলটিতে তিনি সুলতানের দাওয়াত রক্ষায় অপারগতা জাহির করে ইঙ্গিত করেন যে, শিরাজ থেকে উটের কাফেলায় বাংলায় যেতে এক বছরের পথ। এর পরিবর্তে তিনি যে গজল রচনা করেছেন, সেই একরাতের শিশুই এক বছরের পথ অতিক্রম করে বাংলায় পৌছবে।

হাফেজ শিরাজী ইরানের ভেতরও তেমন কোন বড় ধরনের সফর করেন নি। ইস্পাহান ও ইয়াজদ সফরের কথাই বর্ণিত আছে। তার দিওয়ানেও তার উল্লেখ

www.pathagar.com

রয়েছে। খাজা হাফেজ ইয়াজদ সফরে গিয়ে তেমন সম্মান পান নি। ইয়াজদের শাসক ও জনগণ তার মর্যাদা বুঝতে পারে নি। এজন্যে তিনি মনক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে আসেন। ইয়াজদের এ ঘটনা শুনে তৎকালীন হরমুজের সুলতান খাজার মনোকষ্ট দূর করার জন্যে তার নিকট অনেক উপঢৌকন পাঠান। এই অনাদর আর সমাদরের স্মরণে তিনি একটি গজল রচনা করেন, যা দিওয়ানে হাফেজে বিধৃত রয়েছে। তিনি ইস্পাহান সফর করেছেন বলেও তার দিওয়ানে উল্লেখ করেছেন। আসলে খাজা হাফেজ শিরাজ নগরীর অপরূপ সৌন্দর্য আর 'রুকনাবাদের' পানি ও' মুসল্লার' আবহাওয়ায় এতই মতোয়ারা ছিলেন যে, আর কোথাও তাকে আকৃষ্ট করা যেত না। মূলকথা শিরাজ নগরীর মুসল্লা এলাকায় ছিল অনেক সুফী-দরবেশের আস্তানা ও মাজার। এই রূহানী পরিবেশ এবং পারস্যের গুল বাগিচা বলে পরিচিত শিরাজ নগরী হাফেজের মতো রত্ন মানিককে সদা বুকে আটকেই রেখেছে। আর তাই শিরাজও দুনিয়ার বুকে অমর হয়েছে। হিজরী৭৯১ বা ৭৯২ সালে মধুর ভাষা ফার্সীতে আল্লাহর অদৃশ্য বাগানের গজল গায়ক পাখি খাজা হাফেজ শিরাজী পরম প্রেমাস্পদের মধুর মিলন লাভ করেন। সুফী দরবেশদের খানকাহ্ ও মাজার এলাকা মুসল্লাতে তাকে সমাহিত করা হয়, যার বর্তমান নাম 'হাফেজিয়া।'

(এ নিবন্ধের ফার্সী কবিতাগুলোর কাব্যানুবাদে
ফরিদ ভাইয়ের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।)

www.pathagar.com

তৈমুর লং ও খাজা হাফেজ

২১ শে নভেম্বর '৮৮ সম্মেলনের বৈকালী অধিবেশন চলছে। এক ফাঁকে আমরা তিন বন্ধু ছুটলাম খাজার জিয়ারতে 'হাফেজিয়ার' উদ্দেশ্যে। খাজা হাফেজের মাজার এলাকা শিরাজে আর ইরানে 'হাফেজিয়া' নামেই প্রসিদ্ধ। তেহ্‌রানে রিপোর্ট পাঠানোর ঝামেলায় সব মেহমানদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে জিয়ারতে যাবার ফুরসত আমাদের হয় নি। তাই পৃথক অভিযান। ট্যাক্সি হাঁকিয়ে 'হাফেজিয়ায়' পৌঁছে দেখি সেই আগের দশা। পরশু 'ছা'দীয়ায়' ঢোকার যেমন অনুমতি পাই নি, এখানেও সেরূপ পরিস্থিতি। মাজারের গেটের বাইরে পুলিশ জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ভেতরে দেখছি 'সেপাহে পাছদারানের' (বিপ্লবী রক্ষী)তরুণদের। যতদূর জানতে পারলাম, হাফেজের একটি কবিতা অবলম্বনে 'দীরে মগান' নামে একটি নাটক মঞ্চস্থ হবে মাজার এলাকার ভেতরে। পূর্ব থেকে কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। আমাদের তো সেই সনদ নেই। সনদ থাকলেও ঢোকার অনুমতি হবে অনেক পরে, নাটক শুরু হলে। পুলিশের সাথে কথা বলে লাভ নেই। সেপাহে পাছদারানের লোকদের পরিচয় দিয়ে কথা বলতে চাইলাম। তারা ইঙ্গিত করল নেতার দিকে। হাতের ইশারা পেয়ে নেতা আসলেন, শুনলেন আমাদের অনুরোধ। বললেন– আসেন,তবে বেশী সময় থাকা যাবেনা। উদ্বেগের চাপা পাথর সরে গেল বুক থেকে। তিনিই আমাদের সাথে নিয়ে চললেন মাজারের দিকে। বিরাট এলাকা। চারদিকে ফুলের সমাহার। সা'দীয়ার মতো নয়ন জুড়ানো ফুলবাগান সাজানো হয়েছে হাফেজিয়ায়ও। অনেকগুলো ছোট অনুচ্চ দালান নজর পড়ল। কিন্তু জরিপ চালানোর সুযোগ ছিলনা। কিছু লোক বসে আছে নাটকের প্রস্তুতি পর্ব দেখার জন্যে। তাদের মাঝ দিয়ে আমরা গেলাম খাজার দরবারে। এক অনাড়ম্বর সুউচ্চ গম্বুজের নীচে শায়িত আছেন পারস্যের বুলবুল খাজা হাফেজ। খাজা হাফেজ ইরানীদের মাঝে এক সুউচ্চ আধ্যাত্মিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত একথা সত্য; কিন্তু ইরানে শিয়া মাজহাবের ইমাম ও ইমামজাদাগণের মাজারকে যেরূপ জৌলুসপূর্ণ দেখা যায়, সেরূপ কিছু এখানে নজরে আসলো না। পার্থিব জীবনে খাজা হাফেজ ছিলেন আড়ম্বরহীন ও সাদা সিধে। তিনি নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসতেন 'রেন্দ' বা মস্তান হিসেবে। মৃত্যুর পরও তার কবর দেখে সেই অনাড়ম্বর জীবনের স্মৃতিই ভেসে ওঠেছে। তার মাজার জিয়ারত কারীদের উদ্দেশ্যে তিনি গেয়েছিলেন–

برسر تربت ما چون گذری همت خواه
که زیارتگه رندان جهان خواهد بود۔

www.pathagar.com

" বর ছরে তুরবতে মা চুন শুজরী হিম্মত খাহ্
কে জেয়ারত গাহে রেন্দানে জাহান খাহাদ বুদ"

আমার মাজারে আসতে হলে সাহস চাই বুকে তোমাদের,
হবে জিয়ারতের আসর এটি জগতের যত মস্তানদের।

হাফেজ শিরাজীর ভাষায় জগতের রেন্দান বা আল্লাহ্‌র প্রেমে অত্মহারা মস্তানদের জিয়ারতগাহ হবে তার মাজার। কিন্তু আমরা---। আমাদের মধ্যে কি সেরূপ কোন লক্ষণ আছে? তাহলে এটা কি অনাধিকার প্রবেশ হয়নি?

খাজা হাফেজের কবরের পাশে, তার কদম বরাবর দাঁড়িয়ে ফাহেতা পাঠ করার সৌভাগ্য হলো। সেপাহে পাছদারানের (বিপ্লবী গার্ডদের) কামান্ডার হাশেমী সাহেবের হাত থেকে ক্যামেরাটি নিয়ে খাজার কবরের সাথে আমাদের ছবিটিও ধরে রাখলেন ছোট্ট একটি টিপ দিয়ে। আর বেশীক্ষণ কাটানোর অনুমতি নেই দেখে হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা উপহার দিয়ে বিদায় হতে হলো হাফেজিয়া থেকে। আপনজনদের ফেলে প্রবাসে যাওয়ার মতো বারবার ফিরে তাকিয়েছি খাজা হাফেজের পুষ্পশোভিত 'মুসল্লার' দিকে। একই দিনে আবার শেখ সা'দীর মাজারে যেতে হবে,তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও হাফেজিয়া থেকে বিদায় না নিয়ে উপায় ছিল না। কিন্তু হৃদয়ের মনিকোঠায় গুঞ্জরণ করছিল, খাজা! তুমি তো বলেছ, এই শিরাজের প্রেমিক যদি তোমার মন জয় করে,তাহলে তার গালের কালো তিলের বিনিময়ে বুখারা ও সমরকন্দ বিলিয়ে দেবে। কিন্তু শিরাজের আসল প্রেমিক হাফেজ যদি আমাদের মত লোকদের অন্তর রাজ্য জয় করে নেয়, তাহলে এর বিনিময়ে দেয়ার মতো কিছুই তো নেই। এসেছি শুধু শ্যামল বাংলার সালাম ও শুভেচ্ছার ডালি নিয়ে পারস্যের বুলবুলের প্রেমের আসরে উপহার দিতে। তোমার পাঠানো ফার্সীর মিছরি খেয়ে প্রেমে মতোয়ারা, তোমার গানে মন্ত্রমুগ্ধ, মুর্ছিত লোকের পক্ষে এ ছাড়া আর কী সম্ভব?

খাজা হাফেজের সেই বিখ্যাত কবিতার সূত্র ধরে তার জীবনের আরেকটি ঐতিহাসিক স্মৃতি ভেসে ওঠল মনের দর্পনে। এই মধুর স্মৃতিটি বর্ণনা করে লেখা শেষ করার চেষ্টা করব। "কথিত আছে দিগ্বিজয়ী মোগল বীর তৈমূর লং যখন বিজয়ের নেশায় মত্ত হয়ে শিরাজ এসে উপস্থিত হন, তখন তার হাতে হাফেজ শিরাজীর গজলের ভান্ডারও পৌঁছে যায়। এ সময় দিওয়ানে হাফেজের প্রথম দিকের এই কবিতাটি তার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যেখানে খাজা হাফেজ গেয়েছেন–

اگر آن ترك شیرازی بدست آرد دل مارا
به خال هندو یش بخشم سمرقند و بخارا را۔

www.pathagar.com

আগর অন তুর্কে শিরাজী বেদাস্ত অরাদ দিলে মা–রা,
বেখালে হিন্দুয়াশ বাখ্‌শাম সামারকান্দ ও বুখারারা।

সেই শিরাজী প্রেমিক যদি জয় করে মোর এই হিয়ারে
তার গালের তিলে বিলিয়ে দেব সমরকন্দ আর বুখারারে।

–দিওয়ানে হাফেজঃ গজল নং ৩।

এই কবিতাটি পাঠ করার পর শক্তি মদমত্ত তৈমূর লং ভীষণ চটে গেলেন। সাথে সাথে হুকুম হলো,ধরে নিয়ে এসো এই কবিকে। যেই হুকুম সেই কাজ। মোগল সৈন্যরা ছুটলো রোকনাবাদের মুসল্লায় কবির খোঁজে। শিরাজের রত্ন মানিককে খুঁজে নিতে বেগ পেতে হয়নি তাদের। টেনে হেঁচড়িয়ে খাজা হাফেজকে হাজির করল তৈমূর লং এর তাঁবুতে। দরবেশী জরাজীর্ণ পোষাকে খাজা হাফেজ দাঁড়িয়ে আছেন বিজয়ের নেশায় উন্মত্ত তৈমূরের সামনে। তৈমূর লং কর্কশ মেজাজে হাফেজকে জিজ্ঞেস করলেন– এই কবিতা কার লেখা? হাফেজ জবাব দিলেন, এই গরীবের। তৈমুর লং বললেন–যে সমরকন্দ আর বুখারা দখল করতে আমার অজস্র সৈন্যকে প্রাণ দিতে হয়েছে, যে সমরকন্দ আর বুখারাকে দুনিয়ার ধনসম্পদ ও রত্নরাজি দিয়ে গড়ে তুলেছি তাকে নাকি এক নারীর গালের কালো তিলের বিনিময়ে বিলিয়ে দিতে গল্প করে বেড়াচ্ছ? মতলব কি তোমার? কবি হাফেজ বুঝতে পারলেন, সেনাপতির মাথায় তলোয়ারবাজী ছাড়া আর কিছুই ঢুকেনি। বিপদ বুঝে হাফেজ বিনীতভাবে জবাব দিলেন–বাদশাহ্ নামদার, এভাবে বিলিয়ে দেয়ার কারণেই তো আমার আজ জীর্ণশীর্ণ ফকীরী অবস্থা । আর আপনি তা করেননি বলেই তো দেশের পর দেশ জয় করে এতবড় বাদশাহ্ হতে পেরেছেন।

হাফেজের চমৎকার জবাব যুদ্ধোন্মাদ তৈমুর লংকে মূহুর্তের মধ্যে পারস্যের বুলবুলের অসাধারণ প্রতিভার সামনে অবনত করল। তৈমুর খুশি হলেন আর খাজাঞ্চীকে নির্দেশ দিলেন কবিকে সোনার আশরাফী দিয়ে বিদায় দিতে। কবির সাথে আমরাও বিদায় নিচ্ছি তার কবিতার প্রেমের সুধা পিয়ে।

www.pathagar.com

এক নজরে

খাজা হাফেজের জীবন ও সাহিত্য কর্ম

(এ নিবন্ধটি ঢাকাস্থ ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল এ্যাটাচী জনাব এইচ,আলী মাদাদীর। অনেক দিন পর বাংলাদেশে ইরানের কবি সম্রাটের জীবনী প্রকাশের সংবাদ শুনে নিবন্ধটি তিনি লেখককে উপহার দেন। এখন তা ফার্সী থেকে বাংলায় সাজিয়ে পাঠকদের খেদমতে উপহার দিলাম।)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফেজ–যিনি 'খাজা হাফেজ' নামে প্রসিদ্ধ এবং 'লেসানুল গায়ব' (অদৃশ্য জগতের কণ্ঠস্বর) উপাধিতে ভূষিত, আনুমানিক হিজরী ৭২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা বাহাউদ্দীন সুলগারী আতাবক বংশীয়দের শাসনামলে (ইরানের) ইসফাহান থেকে এসে শিরাজে বসবাস শুরু করেন। তাঁর মায়ের জন্মস্থান ছিল 'কাজেরুণ'।

মাতাপিতার সঙ্গে শিরাজে এসে হাফেজ বিদ্যাশিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং প্রথম জীবনেই কুরআন মজীদ হেফজ করেন। এ কারণে তিনি 'হাফেজ' নামে খ্যাতিলাভ করেন। শেখ সা'দীর মত হাফেজ দেশ সফর করেন নি। শুধু একবার ইরানের ইয়াজ্দ্ শহরে গমন করেছিলেন। আরেকবার ভারতের দাক্ষিণাত্যের শাসক শাহ মাহ্মুদ বাহ্মানীর দাওয়াত পেয়ে জাহাজে আরোহণের জন্য মসুদ্র তীর পর্যন্ত গমন করেন। কিন্তু সমুদ্রের প্রচন্ড ঝড় ও উত্তাল তরঙ্গ দেখে সফর পরিকল্পনা ত্যাগ করে শিরাজ ফিরে যান। বাংলার তৎকালীন শাসক সুলতান গিয়াসুদ্দীন আজম শাহও হাফেজকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু অপরাগতা জাহির করে কবি সুলতান গিয়াসুদ্দীনের কাছে একটি গজল রচনা করে প্রেরণ করেন। হাফেজ হলেন, ইরানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং ইরানীদের গৌরব। তাঁর রচিত আধ্যাত্মিক ভাবরসে সমৃদ্ধ উদ্দীপনাময় গজলসমূহ ইরানের ভেতরে ও বাইরের জগতে আধ্যাত্মিক পুরুষ ও শিল্প প্রেমিকদের কাছে অতি প্রিয় ও সমাদৃত। তাঁর নাম ও যশের খ্যাতি বিশ্বময়।

হাফেজ শিরাজী হিজরী ৭৯১ সালে শিরাজ নগরীতে ইন্তেকাল করেন এবং 'হাফেজিয়ায়' তাঁর মাজার সর্ব যুগের শিল্পী সাহিত্যিক ও আল্লাহ্ প্রেমিকদের জিয়ারতগাহ হয়েরয়েছে।

হাফেজের শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি দিক

একথা অনায়াসেই বলা যায় যে, হাফেজ হলেন একজন মহাকবি এবং ফার্সী কাব্যের দু'জন শ্রেষ্ঠ গজল গায়কের অন্যতম। (অপরজন হলেন শেখ সা'দী)। আরো বলা যায়

www.pathagar.com

যে, ফার্সী ভাষায় প্রেমসিক্ত আধ্যাত্মিক ভাবধারার সুন্দরতম ও শ্রেষ্ঠতম গজল গীতি হাফেজেরই সৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে হাফেজের বিস্ময়কর প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আমরা এভাবে চিহ্নিত করতে পারি।

রূপক কাহিনী বিনির্মানে হাফেজের প্রতিভা বিস্ময়কর। হাফেজ হলেন একজন শিল্পী ও দূরদর্শী মুসলমানের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। তিনি তাঁর জীবনের এই প্রতিচ্ছবিকে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম পন্থায় শিল্পকীর্তিতে চিত্রিত করেছেন। এ কারণেই তাঁর দিওয়ান দিলনামা, রূহনামা, অন্তর্জগত ও বিশ্ব দর্শনের আয়না প্রভৃতি নামে অভিহিত ও সমাদৃত। এক কথায় হাফেজ আমাদের মানসপট।

হাফেজের মর্যাদা ও মনীষা

সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও সর্বজন প্রিয় ঐতিহাসিক সনদ অর্থাৎ দিওয়ানে হাফেজের মাধ্যমে যেমনটি জানা যায়, বিশ্বের তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত প্রায় সকল জ্ঞান বিজ্ঞানে হাফেজের পান্ডিত্য ছিল। বিশেষ করে, কুরআন মজীদ সংক্রান্ত জ্ঞান বিজ্ঞানে তাঁর পারদর্শীতা ছিল সুগভীর। কুরআন মজীদের ৭ কেরাত ও ১৪ রেওয়ায়েত সম্পর্কে তাঁর পর্যাপ্ত ব্যুৎপত্তি ছিল। হাফেজের শিল্পকীর্তি ও রচনা শৈলীর উপর কুরআন মজীদের ভাষা ও ছন্দ অলংকারের ছাপ সুস্পষ্ট। এ জন্যেই গজল গীতিতে হাফেজ এক বিস্ময়কর বিপ্লব আনতে পেরেছেন। কালাম শাস্ত্রেও হাফেজের পূর্ণমাত্রায় কৃতিত্ব ছিল।

হাফেজের চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতা

এরফান বা আধ্যাত্মিকতায়ও হাফেজের আসন ছিল সুউচ্চে। ব্যবহারিক এরফান বা আত্মার পরিশুদ্ধির সাধনা, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক অধ্যাত্মবাদ, ইরানের সনাতন প্রেমসিক্ত অধ্যাত্মিকতা এবং মুহিউদ্দীন ইবনুল আববীর যুক্তি সমৃদ্ধ তাছাওফ শাস্ত্রে হাফেজের পারদর্শীতার চিত্র দিওয়ানে হাফেজের সর্বত্র পরিস্ফুট। ফার্সী সাহিত্যে হাফেজ যেসব অধ্যাত্মিক উপমা ও রূপকের ব্যবহার ঘটিয়েছেন, তা বিশ্ব সাহিত্যে বিরল। মাওলানা আব্দুর রহমান জামীর ভাষায় দিওয়ানে হাফেজের চাইতে শ্রেষ্ঠ দিওয়ান দ্বিতীয়টি নেই। হাফেজের চরিত্র দর্শন ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। হাফেজের নীতি শাস্ত্র শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংসার ত্যাগ, ভয়, জড়তা ও অন্ধ গোঁড়ামীর চরিত্র নয়, বরং আত্মিক উন্নতি, স্বাধীন চিন্তা ও আল্লাহ প্রেমিক বাঁধনহারা মস্তানের চরিত্রে সমুজ্জল হাফেজের বক্তব্য ও লেখুনী। লোক দেখানোর ভন্ডামী, মিথ্যা, লোভ, প্রতারণা ও চাটুকারিতাকে হাফেজ ঘৃণা করেছেন চরমভাবে। তিনি বছরের পর বছর আল্লাহর প্রেমে আত্মহারা মাস্তানের পথে সাধনা করেছেন। বিবেকের শাসনে যাবতীয় অসুন্দরের শিকড় লোভকে উপড়ে ফেলেছেন। সাধনার বন্দীশালায় রেখে শায়েস্তা করেছেন চারিত্রিক দোষগুলোকে। হাফেজের নির্ভিক চিত্ত আল্লাহর অলিদের মত ভয় ও চিন্তার বাঁধনমুক্ত। তাঁর কবিতার প্রাণ উচ্ছলতা ও আনন্দের ফল্গুধারা বসন্তের যৌবনের মতো।

www.pathagar.com

দরবেশীর ছদ্মবেশ ও বুজর্গী বিক্রির ঘৃন্য পোশাকে হাফেজ কটাক্ষ করেছেন প্রচন্ডভাবে। উপদেশ খয়রাতকারী পেশাদার বক্তাদের তিনি আঘাত করেছেন চরমভাবে। বিনিময়ে আপন জীবন দর্শনের নির্যাস দিয়ে শিক্ষণীয় ও হিকমতপূর্ণ উপদেশের সুন্দরতম ও চিরন্তন উপঢৌকন সাজিয়ে দিয়েছেন দিওয়ানে হাফেজের মাধ্যমে।

গজল গীতিতে হাফেজের বিপ্লব

ফার্সী সাহিত্যে গজলের একটি স্বতন্ত্র ধারা ও ইতিহাস রয়েছে। হিজরী ৪র্থ ও ৫ম শতক পর্যন্ত গজল কাসিদা থেকে পৃথকভাবে চিহ্নিত হয়নি। তখন কাব্যগ্রন্থের শুরুতে ভূমিকা বা স্তুতিগানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল গজলের পদচারণা। তার বিষয়বস্তুও ছিল প্রকৃতি সংক্রান্ত। প্রেম ও প্রেমাস্পদের বর্ণনা ছিল তাতে গৌণ। ধীরে ধীরে গজল স্বতন্ত্র ধারা অনুসরণ করে প্রেম রসে সিক্ত হতে থাকে।

হাফেজের যুগ পর্যন্ত ফার্সী গজল ছিল একক বিষয় ভিত্তিক এবং সম্পূর্ণ প্রেম নির্ভর। হাফেজ এসে নতুন ধারার আবিষ্কার করেন। তিনি বয়েত বা পংক্তি ভিত্তিক বিষয় বস্তুর অবতারণা করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সজ্জিত করেন গজলকে।

ছন্দ ও সংগীতে হাফেজের অবদান

দিওয়ানে হাফেজে ছন্দের মহিমা, সুরের মূর্ছনা আর শব্দ ও বাক্যের অনুপম বিন্যাস বিশ্বনন্দিত। কুরআন হেফজের মহিমায় কবি হাফেজের লেখায় সুর, ছন্দ ও ঝংকারের সকল আধুনিক উপাদান বিদ্যমান। হাফেজ শুধু কুরআন মজীদ মুখস্থই করেন নি, কুরআনের কেরাত বিজ্ঞান ও তারতিলের সুর রীতিতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সকল সাক্ষ্য প্রমাণ একথাই বলে যে, হাফেজ ভাবার্থ ও তারতিলের অপূর্ব মাধুরী মিশিয়ে কুরআন পড়তেন। তাই অনুপম সুন্দর ও মাধুরীমাখা ছন্দরীতির ব্যবহারে তাঁর পুরো দিওয়ান সমৃদ্ধ। তাঁর কবিতার ছুগলী ওজন হচ্ছে ' বাহ্‌রে রমলের' অন্যতম মনমুগ্ধকর ছন্দরীতি। যার ওজন হলো- در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد

দিওয়ানে হাফেজের ৪৯৫ টি গজলের মধ্যে ১৩৫ টি গজলই এ ওজনের ভিত্তিতে রচিত। পুরো দিওয়ানে হাফেজে মাধুর্যহীন কোন ছন্দই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাফেজের শিল্পকীর্তির মহিমা এখানেই যে, সুর, ছন্দ, ভঙ্গি ও ঝংকারের তালে তালে তিনি ভাব, রস, ভাষা, অর্থ ও আবেদনের প্রাধান্যকে খাটো না করে সাবলীলই করেছেন। এ কারণেই তার কাব্যের ঝর্ণাধারা হতে প্রাণের আকুতি উচ্চারিত। যা আমাদের আত্মাকে জ্ঞান, শিক্ষা ও প্রেমের আলোতে উদ্ভাসিত করে। হাফেজের গজলে বিষয় নির্বাচনের সূক্ষদর্শীতা ও বৈচিত্র আমাদের সৃষ্টির আকাংখা ও সৌন্দর্যের পিপাসাকে নিবৃত্ত করে।

সাময়িক সৌন্দর্য পিয়াসা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু হাফেজের চিন্তা, দর্শন ও বিশ্বজনীন আবেদনের সুক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য শিল্পমাধুর্যে ভাস্বর ও চিরন্তন।

www.pathagar.com

নির্দ্বিধায় বলা যায়, কোন ইরানী কবির কাব্যকীর্তিই হাফেজের মত এত জীবন্ত, প্রাণ উচ্ছল, জীবনের বাস্তবতা প্রসূত, প্রেমের আকুলতা মিশ্রিত ও মনোবিজ্ঞানের সুক্ষ্মতত্ত্বে সৌন্দর্যমন্ডিত বিচিত্র অভিজ্ঞতায় প্রদীপ্ত নয়।

আলা ইয়া আইয়ুহাছ ছাকী আদির কা'ছাওঁ ওয়া নাবিলহা
কে এশ্‌ক্ আছান নামুদ আউয়াল ওয়ালি উফ্‌তাদ মুশ্‌কিলহা,
"সাকী ওগো! ঢালো শরাব, বিলাও সবায় ভর পেয়ালা,
প্রেম যে আগে লাগল সহজ কিন্তু এখন হাজার জ্বালা।"

—হাফেজ শিরাজী।

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحیم

الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها — که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها

ببوی نافهٔ کآخر صبا زان طره بگشاید — ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها

مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هردم — جرس فریاد میدارد که بربندید محملها

بمی سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید — که سالک بیخبر نبود ز راه و رسم منزلها

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل — کجا دانند حال ما سبکباران ساحلها

همه کارم ز خودکامی ببدنامی کشید آخر — نهان کی ماند آن رازی کزو سازند محفلها

حضوری گر همی خواهی ازو غایب مشو حافظ

متی ما تلق من تهوی دع الدنیا و اهملها

www.pathagar.com

দিওয়ানে হাফেজের গজল নং— ১

উচ্চারণঃ

১। আলা এয়া আইয়ুহাস্ সাকী আদির কা'ছাওঁ ওয়া নাবিলহা
কে এ'শ্‌ক্ আসান নামূদ আউয়াল ওয়ালী উফতাদ্ মুশকিলহা।
২। বে বুয়ে নাফেয়ে কা'খের সাবা যান্ তুর্‌রে বুগ্‌শায়াদ,
যে তাবে যা'দে মিশ্‌কীনাশ্ ছে খুন উফতাদ দার দিল্‌হা।
৩। মোরা দার মান্‌যিলে জানান্ ছে আমনে এইশ ছুন হারদাম,
জারাছ্ ফরিয়াদ মী–দারাদ কে বার বান্দীদ মাহ্‌মিল্‌হা।
৪। বে মেই সাজ্জাদা রাঙ্গীন কুন গারাত পীরে মোগান শুয়াদ,
কে ছালেক বি খবর না'বুয়াদ যে রাহ ও রাছমে মানযিলহা।
৫। শাবে তা–রীক ও বী'মে মৌজ ও গেরদাবী ছুনীন হায়েল,
কুজা দ–নান্দ হালে মা ছাবুকবারানে ছাহেলহা।
৬। হামে কারাম যে খোদ্‌কামী বে বদনামী কেশীদ আখের,
নেহান কেই মা'নাদ অন রাযী কেজু ছাজান্দ মাহফিলহা।
৭। হুজুরী গার হামি খাহি আজু গায়েব মাশু হাফেজ,
মতা মা তাল্‌কা মান্ তাহওয়া দায়িদ্দুনয়া ওয়া আহমিল্‌হা।

www.pathagar.com

অনুবাদঃ (বর্তমান ইরানে সর্বমহলে সমাদৃত ও বহুল প্রচারিত দিওয়ানে হাফেজের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ডক্টর ইছমত সাত্তারজাদে কর্তৃক তুর্কী ভাষা হতে ফার্সীতে অনুদিত " শারহে ছৌদী বর হাফেজ" অবলম্বনে)

১। হে সাকী। পানপাত্র বিলাও আর আমাকেও দিও। কারণ, ভালবাসা প্রথমে সহজ মনে হলেও এখন কিন্তু হাজারো সমস্যা আর জ্বালাতন শুরু হয়েছে। [প্রেম নিবেদনের পর প্রেমাস্পদ শুরুতে কিছুটা হৃদ্যতা দেখিয়েছিল। কিন্তু চিরাচরিত নিয়মে পরক্ষণেই প্রেমিকের প্রতি অবজ্ঞা শুরু হয়েছে। সেই অবজ্ঞা আর সহ্য হচ্ছে না। কাজেই শরাবের পান পেয়ালা আন, প্রেমিকদের মজলিশে বিলাও, আমাকেও একটু দাও– যাতে অশান্ত, দগ্ধ হৃদয়ে শান্তনার বারি বর্ষিত হয়।)

২। প্রেয়সীর সুবিন্যস্ত যুলফ ও কোঁকড়ানো চুলের সুগন্ধা বেনী থেকে মিশ্‌কের সুবাস ছড়িয়েছে। কত প্রেমিকের অন্তরই না বিরহ যাতনায় রক্তস্নাত হয়েছে।

৩। প্রেমাস্পদের গৃহে আমি কি করে নিশ্চিন্তে আরামে বসে থাকতে পারি? প্রতি মূহূর্তেই যে ঘন্টাধ্বনী ডাক দিয়ে বলছে– তোমার সফরের মালামাল গুছিয়ে প্রস্তুত হও, প্রেমাস্পদের মিলনের দিকে ধাবিত হও– এ'তো পরম সুবর্ণ সুযোগ।

৪। প্রেমের এ পথে খাঁটি পীর যদি তোমাকে বলে,তোমার জায়নামাজ শরাবে ডুবিয়ে নাও, তা'হলে বিলম্ব করো না। কেননা, মুর্শিদ এ পথের অলিগলি মঞ্জিলের ভেদ-রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন। তোমাকে মঞ্জিলে মকছুদে পৌছিয়ে দিতে পারবেন।

৫। অন্ধকার রজনী, উত্তাল তরঙ্গ ভীতি,প্রমোত্ত সমুদ্রের ঘূর্ণিঝড়, প্রেমের পথে এ যাত্রা কতইনা দুর্গম। যারা তীরে অবস্থান করছে, কিভাবে বুঝবে আমাদের হাল অবস্থা, প্রেমাস্পদের বিচ্ছেদের আশংকা তো তাদের নেই।

৬। আমার সমস্ত কাজ ও আচরণ যে স্বেছাচারিতায় কলুষিত। প্রেমাস্পদের পরম সান্নিধ্য ও সৌভাগ্যের পরশমণি লাভ করার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গ করাই উচিত ছিল। ফলে আমার সমস্ত কাজই দুর্ণাম বয়ে এনেছে। আসলে যে গোপন রহস্য নিয়ে মজলিশ ও আসর জমে, তা আর কতদিন গোপন থাকবে।

৭। হে হাফেজ! যদি তার মিলন আকাংখী হও, মূহর্তের জন্যেও প্রেমাস্পদ থেকে গায়েব হইও না। প্রেমাস্পদের দর্শন কখন মিলবে তা তো জানা নেই। কাজেই দুনিয়াকে ত্যাগ করো। এবং এর আকর্ষণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কেবল প্রেমাস্পদের সাধনাতেই নিমগ্ন থাক।

www.pathagar.com

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را
بخال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را

بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت
کنار آب رکنا باد و گلگشت مصلا را

فغان کاین لولیان شوخ شیرین کار شهر آشوب
چنان بردند صبر از دل که ترکان خوان یغما را

ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است
باب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را

من از آن حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم
که عشق از پرده عصمت برون آرد زلیخا را

اگر دشنام فرمائی و گر نفرین دعا گویم
جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خا را

نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر دارند
جوانان سعادتمند پند پیر دانا را

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو
که کس نگشود و نگشاید بحکمت این معما را

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ
که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را

www.pathagar.com

গজল নং ৩

উচ্চারণ

১। আগার অন তুর্কে শিরাজী বেদাস্ত আরদ দিলে মা–রা
বেখালে হিন্দুয়াস্ বাখ্শাম্ সামারকান্দ ও বুখারারা।
২। বেদেহ্ সাকী, মেইয়ে বাকী কে দার জান্নাত না খাহী য়াফ্ত্
কেনারে আবে রুকনাবাদ ও গুল গাশ্তে মুছাল্লারা।
৩। ফগান কীন্ লুলিয়ী শাওখে শিরীন শহ্র আশোব,
ছুনান্ বুরদান্দ ছবর আজ দিল্ কে তুর্কান খানে ইয়াগমারা।
৪। যে এশ্কে না তামামে মা জামালে ইয়ার মুস্তাগনা আস্ত,
বে আব ও রঙ্গ ও খাল ও খাতছে হাজত্ রুয়ে য়াবারা।
৫। মান আয্ অন হুস্নে রোয আফযুন কে ইউসুফ দাশ্ত্ দানিস্তাম,
কে এশ্ক আয পর্দায়ে ইছমাত বুরুন অরাদ জুলাইখারা।
৬। আগর দুশনাম ফরমায়ী ওয়াগার নিফরীন দোয়া গুয়াম,
জওয়াবে তাল্খ্ মী যীবাদ লবে লা'লে শেকারখারা।
৭। নছিহত গুশ কুন জানা কে আয্ জান দোস্ততর দরান্দ,
জওয়ানানে সাআদাত মন্দ পন্দে পীরে দানারা।
৮। হাদীস আয্ মাতরাব ও মেই গো ওয়া রাযে দাহার্ জো কম্তার
কে কাছ নাগ্শুদ ও নগুশায়াদ বে হেকমত ইন মুআম্মারা।
৯। গজল গুফতি ও দর সেফতি বে ইয়াদে খোশ বখান হাফেজ,
কে ব'র নাজমে তু আফশানদ্ ফালাক্ আকদে সুরাইয়ারা।

www.pathagar.com

অনুবাদঃ—('শারহে ছৌদী বর হাফেজ' অবলম্বনে)

১। শিরাজের সেই প্রেমিক যদি আমার হৃদয় জয় করে নেয়, তা'হলে তার কালো তিলের বিনিময়ে বুখারা ও সমরকন্দ বিলিয়ে দেব।

২। হে সাকী! অবশিষ্ট সুরাটুকু আমাকে পান করতে দাও। কেননা, রোকনাবাদের স্রোতস্বতীর তীর ও পুষ্পাস্তীর্ণ মুছল্লা (ইদগাহ)-র মত স্বচ্ছ সবুজ মনোলোভা পরিবেশ বেহেশতেও পাবে না। প্রেমের সুরা পান করার এটিই তো উপযুক্ত স্থান।

৩। আমাকে সাহায্য করো হে জনতা। শহর পাগলকারী উদ্ধত, সুন্দর প্রেমিক দলের উৎপাতে আমি তো অস্থির। এরা আমার হৃদয়ের ধৈর্য এমনভাবে কেড়ে নিল, যেন ক্ষুধার্ত ভিক্ষুকের দল যেয়াফতের সাজানো খাবার হরিলুট করল।

৪। প্রেমাস্পদের অপূর্ব রূপ আমাদের ভালবাসার মুখাপেক্ষী নয়। সুন্দর মুখের জন্যে কি কসমেটিক, তিল ও সিন্দুরের কোন দরকার হয়?

৫। ইউসুফের রূপের যে ঐশ্বর্য্য, তাতে আমি পূর্ব থেকে জানতাম যে,প্রেম যুলাইখাকে সতীত্বের পর্দা থেকে টেনে আনবে।

৬। আমাকে গালি দাও কিংবা তিরস্কার করো, আমি তাতে অসন্তুষ্ট নই। বিনিময়ে তোমাকে দোয়া করে যাব। কেননা, শিরিণ ঠোঁটে তিক্ত জবাব বড়ই শোভা পায়।

৭। হে প্রিয়তম, উপদেশ শোনো! কেননা, ভাগ্যবান তরুণরা বৃদ্ধ জ্ঞানীর উপদেশবাণীকে প্রাণের চাইতে বেশী ভালবাসে।

৮। গায়ক ও সুরার কথাই এখন আলোচনা কর। পৃথিবীর তত্ত্ব রহস্য নিয়ে মাথা ঘামিও না। কারণ, এ পর্যন্ত দর্শন হেকমত দিয়ে কেউ এই রহস্যের জট খুলতে পারে নি। প্রেমই এই রহস্য ভান্ডারের চাবি।

৯। হাফেজ! তুমি গজল রচনা করেছ, মুক্তামালা গেঁথেছ অনেক। এবার আনন্দে গাইতে থাকো। দ্যাখো! তোমার গজল শুনে আকাশ সপ্তর্ষিমন্ডলের হার বর্ষণ করছে।

www.pathagar.com

ساقی حدیث سرو و گل و لاله میرود
وین بحث با ثلاثهٔ غساله میرود

می ده که نوعروس چمن حد حسن یافت
کاراین زمان ز صنعت دلاله میرود

شکّر شکن شوند همه طوطیان هند
زین قند پارسی که به بنگاله میرود

طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر
کاین طفل یکشبه ره یکساله میرود

آن چشم جادوانهٔ[1] عابد فریب بین
کش کاروان سحر ز دنباله میرود

از ره مرو بشیوهٔ دنیا که این عجوز
مکّاره می نشیند و محتاله میرود

با د بهار می وزد از گلستان شاه
وز ژاله باده در قدح لاله میرود

حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین
غافل مشو که کار تو از ناله میرود

www.pathagar.com

গজল নং ২৪০

উচ্চারণঃ ১। সাকী হাদীসে সারভ ও গুল ও লালে মীরাওয়াদ
ভিন বাহাছ বা সুলাসেয়ে গাস্‌সালে মীরাওয়াদ,
২। মেই দেহ্ কে নু আরুছে ছামান হান্দে হুসান ইয়াফ্‌ত্,
কারে ইন যামান যে ছানআতে দাল্লালে মীরাওয়াদ।
৩। শেকার শেকান্ শাওয়ান্দ হামে তুতিয়ানে হিন্দ,
যিন কান্দে পারছী কে বে বাঙ্গালে মীরাওয়াদ।
৪। তাইয়ে মাকান বেবীন ওয়া যামান দার ছুলুকে শে'র
কীন তিফ্‌লে একশাবে রাহে একছালে মীরাওয়াদ।
৫। অন চেশ্‌মে জাদুয়ানেয়ে আবেদে ফেরেব বেবীন,
কেশ্ কারওয়ানে ছেহ্‌র যে দুবালে মীরাওয়াদ।
৬। আয রাহ মারো বে উশওয়ায়ে দুনিয়া কে ঈন আজুয,
মাক্কারে মী নাশীনদ ওয়া মুহতালে মীরাওয়াদ।
৭। বাদে বাহার মী–ওয়াযাদ আয গুলিস্তানে শাহ্
ওযে জালে বাদে দার কাদ্‌হে লালে মীরাওয়াদ।
৮। হাফেজ যে শাওকে মজলিসে সুলতান গিয়াছে দ্বীন,
গাফেল মাশো কে কারে তু আয নালে মীরাওয়াদ।

www.pathagar.com

অনুবাদ ঃ (শরহে ছৌদী বর হাফেজ অবলম্বনে)

১। সাকী! এখন সার্ভ গুল ও লালার সমারোহের সময়,বসন্তের শুভ লগ্ন। এই সমারোহে মদিরারপরিবেশনচাই।

২। মদিরার পেয়ালা দাও আমার হাতে। বাগানের নতুন বধূ রূপ লাবণ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। বউ সাজাবে এমন কারো প্রয়োজন নেই এখন।

৩। ভারতের তোতা পাখিরা পারস্যের এ মিছরি ঠুকরে ঠুকরে খাবে, যা আজ বাংলায় যায়।

৪। কবিতার রীতিতে স্থান ও সময়ের অতিক্রম দেখো। এক রাতের এই শিশু যে এক বছরের পথ অতিক্রম করছে। [এক রাতে বসে লেখা কবিতা প্রচারের ক্ষেত্রে এক বছরের রাস্তা অতিক্রম করছে।]

৫। তাপসের মন ভোলানো যাদুময় ঐ চক্ষু দেখ, তার পেছনে যাদুর কাফেলা ছুটে চলেছে।

৬। পথ ভুলে যেয়োনা দুনিয়ার মোহে, এ যে প্রতারক বুড়ি। সর্বক্ষণ তোমার জন্যে প্রতারণারফাঁদ পেতে রেখেছে।

৭। বাদশাহ গিয়াসুদ্দীনের বাগান হতে বসন্ত-মলয় প্রবাহিত হচ্ছে। লালাফুলের পানপাত্রে শিশিরের মদিরা জমা হচ্ছে।

৮। হে হাফেজ! সুলতান গিয়াসুদ্দীনের মজলিশের উদ্দীপনা নিয়ে চুপ করে থেকোনা। কেননা, গান ও ক্রন্দন দিয়েই তোমার কার্য সিদ্ধি হবে।

www.pathagar.com

তোমার প্রতীক্ষায়

(ফার্সী কাব্যের উপমা ও রূপক অবলম্বনে রচিত)

আমি বিজন প্রান্তরে তালগাছের মতো এক পায়ে
চেয়ে আছি আকাশের পানে,
তোমার জানালার ধ্যানে
চাতকের মতো আমি অধীর, আস্থির,
চাই শুধু এক ফোটা বৃষ্টি।
ক্রৌঞ্চের মতো আমি সাগর তীরে অসীমের তপস্যায়।

মরু সাহারার মতো আমি তৃষিত,
নির্জন কুটিরে বিরহী প্রেমিকার মতো আমি ব্যথিত,
তোমার প্রেমের নির্মল বারিধারায় স্নাত হোক
আমার হৃদয় প্রান্তর।
সয়লাবে প্লাবিত হোক মজনুর তাপিত দগ্ধ অন্তর।

আত্মহারা আমি নির্বাক, নিথর, নির্বোধ,
আমার ব্যথিত নয়ন ছুঁয়ে আছে তোমার ঐ দু'চোখ।
মায়াবী সেই নয়ন কূপে
ডুব দিয়ে হারিয়ে গেছি
তোমার হৃদয়ে,
অনেক গভীরে, সেই পবিত্র হেরেমে।

তোমার একটি চাহনীতে আলোকিত হোক নয়ন যুগল,
সেই জ্যোতিতে আমার হৃদয় নগর
হোক আলো ঝলোমল।
হেরার জ্যোতি,
কূহে তূরের দ্যুতি
আরশের দীপ্তি,
লুটিয়ে পড়ুক এই মাটির কুটিরে,
হোক আলোময় বেহেশতী নূরে।

www.pathagar.com

তোমার ওষ্ঠের তিলকে আমি আবদ্ধ,
তোমার আলিঙ্গনে আমার দেহ কম্পিত,
তোমার চাহনীর তেজে আমি মূর্ছিত,
তোমার রূপে আমি আত্মহারা, নিস্তব্ধ।

যুলেখার প্রাণের মানুষটির চেয়েও তুমি সুন্দর,
কায়েসের লাইলীর চেয়েও তুমি রূপসী,
তোমায় পেলে ফরহাদও ভুলে যেত শিরীর প্রেম,
বাগানের বুলবুলও ছেড়ে দিত প্রেম নিবেদন,
তুমি প্রেয়সী অনিন্দ্য সুন্দরী পরম প্রেমাস্পদ।
আমি নির্বাক, নিথর, মুগ্ধ, প্রেমে নির্বোধ।

নিঝুম রাতে ঝিঁঝিঁদের ঐকতান
সে তো তোমার বন্দনা।
ভোরের বাগানে পাখিদের মিতালী
সে তো তোমার অর্চণা।
ফুলের পাঁপড়ির ঠোঁট চেপে মুগ্ধ ইন্দলিব
আসলে তোমায় চায়।
রাতেরআঁধারে,
পথেরদু' ধারে
বুকে বাতি জোনাকীর দল
তোমাকেই খুঁজে বেড়ায়।
বসন্তের কোকিল সুমধুর স্বরে
কাকে ডেকে ফিরে?
তোমাকে।
সে যে শুধু তোমাকেই ডাকে।

দ্যাখো! আকাশের বুকে পূর্ণিমা চাঁদ
ভেসে বেড়ায় হাসে জোছনায়,
প্রভাত সমীরণ মুকুলের গায়
ছোঁয়া দিয়ে ঘুম ভেঙ্গে যায়।
প্রেমে নির্বাক পূর্ণিমা চাঁদ,

www.pathagar.com

এশ্‌কে আকুল বাগানের বুলবুল,
প্রেম উচ্ছল হাওয়ার হিন্দোল,
প্রেম উল্লাসে ডানা বিক্ষেপে উড়ন্ত পাখি,
পেয়ালা হাতে অপেক্ষমাণ তরুণ সাকী,
শুধু তোমার প্রতীক্ষায়।
তোমাকেইচায়।

আমার মনের কানে ওরা বলে নীরবে, নিঃশব্দে–
যাও অভিমানী প্রিয়ের দ্বারে। বলো–
আমাদের পানে যেন একবার চায়।
কিন্তু,
কিন্তু আমি লজ্জিত, কম্পিত, নির্বাক, সাহসহারা,
বেওফার কলংক আমার কপালে লেখা।
তুবও যে তুমি দয়াময়, প্রেমময়, ক্ষমাশীল,
মজনু ঘৃণিত,পাগল, তুচ্ছ হলেও
লাইলীর কাছে যে, পাবে সমাদর
প্রেমের আশীষ?

রচনাকাল – ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯।
রেডিও তেহরান,ইরান।

www.pathagar.com

শেকার শেকান্ শাওয়ান্দ হামে তুতিয়ানে হিন্দ
যিন কান্দে পারছি কে,বে বাঙ্গালা মীরাওয়াদ।
মিষ্টিমুখ হোক ভারতের তোতারা সবাই
পারস্যের এ মিছরি যে আজ বাংলায় যায়।

–বিশ্ব কবি হাফেজ শিরাজী।

'আমি আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান ও সবচেয়ে প্রিয় সম্পদকে উপঢৌকন দিয়ে শিরাজের বুলবুল কবিকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। ইরানের কবি সম্রাট হাফেজ বাংলার সুলতান গিয়াস উদ্দীনের আমন্ত্রণে সাড়া দেন নি। কিন্তু তিনি আমার আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারবেন না।'

–বাংলার বুলবুল কবি নজরুল।

"হে হাফেজ তোমার বাণী চিরন্তনের মত মহান। কেননা, তার জন্যে আদি ও অন্ত নেই। তোমার ভাষা আসমানের গম্বুজের মতো একাকী নিজের ওপরই স্থিত। তোমার গজলের অর্ধেকটায় বা প্রথম কলিতে কিংবা অন্য কোন অংশের মধ্যে মোটেও পার্থক্য করা যায় না। কেননা, এর সবটাই সৌন্দর্য ও পূর্ণতার নির্দশন। একদিন যদি পৃথিবীর আয়ু ফুরিয়ে যায়,হে আসমানী হাফেজ! আমার প্রত্যাশা যে, একমাত্র তোমার সাথে ও তোমার পাশে থাকব। তোমার সঙ্গে শরাব পান করব। তোমার মতই প্রেমে আত্মহারা হবো। কেননা এটাই আমার জীবনের গৌরব ও বেঁচে থাকার পাথেয়।"

–ওয়েলফ গঙ্গ গ্যেটে।

ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী
৪৪, পুরানা পল্টন, ঢাকা–১০০০